উচ্চতর বাঙলা ব্যাকরণ

পঞ্চম খণ্ড

বামণদেব চক্রবর্তী

মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাকরণের প্রশ্নোত্তর

১৯৯০

৪। পাঠ্যাংশ থেকে ব্যাকরণ প্রশ্ন ঃ

নিয়মিত ও বহিরাগত পরীক্ষার্থীরা 'ক' থেকে 'ঘ' যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর লেখ ঃ

(ক) যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ ঃ

দ্বারলগ্নকর্ণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শকুন্তলাবণ্য, কর্তাব্যক্তি, গুষ্ঠিসুখ, অ-থই, বিকচকেতকী।

উত্তর ঃ দ্বারে লগ্ন = দ্বারলগ্ন (অধিকরণ-তৎপুরুষ) ; দ্বারলগ্ন কর্ণ যার = দ্বারলগ্নকর্ণ (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া = অন্ত্যেষ্টিবিষয়ক ক্রিয়া (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। শকুন্তলাবণ্য = শকুন্তের লাবণ্য (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। কর্তাব্যক্তি = যিনি কর্তা তিনিই ব্যক্তি (সাধারণ কর্মধারয়)। গুষ্ঠিসুখ = গুষ্ঠির সুখ (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ) অথবা গুষ্ঠিতে থাকাকালীন সুখ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। অ-থই = নেই থই (স্থান বা তল) যার (নঞর্থক বহুব্রীহি)। বিকচকেতকী = বিকচ (বিকশিত) যে কেতকী (সাধারণ কর্মধারয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর ; সমাসের নামগুলি পুরোপুরি লিখবে, কদাপি সংক্ষেপে লিখবে না।]**

(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ মূলচ্ছেদ, সদাশয়, পর্যবেক্ষণ, নিশ্চল, উচ্ছ্বসিত, দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা, মনস্থির।

উত্তর ঃ মূলচ্ছেদ = মূল + ছেদ ; সদাশয় = সৎ + আশয় (অন্তঃকরণ) ; পর্যবেক্ষণ = পরি + অবেক্ষণ ; নিশ্চল = নিঃ + চল ; উচ্ছ্বসিত = উদ্ + শ্বসিত ; দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা = দুঃখেষু + অনুদ্বিগ্নমনা ; মনস্থির = মনঃ + স্থির।

[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(গ) নিম্নরেখ শব্দগুলির মধ্যে যেকোনো **পাঁচটির** পদপরিচয় দাও ঃ

(i) অপমৃত একটা মোটরগাড়ির কঙ্কাল। (ii) জনবিশেক পিছন থেকে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লাগায়। (iii) রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়া তাহার মন কেমন করিত। (iv) মা, সেই ঘুঁটে-কুড়োনোর গল্পটা? (v) উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল। (vi) তোদের এ যে নিজেরই দোষ।

উত্তর ঃ (i) অপমৃত = বিশেষ্যের বিশেষণপদ, 'মোটরগাড়ি' পদটিকে বিশেষিত করছে।। (ii) হল্লা = মূলত বিশেষ্যপদ ; '-হল্লা লাগায়' এই সংযোগমূলক ক্রিয়াটির পূর্বাঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। (iii) রাঙা-রোদ-মাখানো = বহুপদময় বিশেষণ, পরবর্তী 'গাছটার' পদটিকে বিশেষিত করছে। (iv) ঘুঁটে-কুড়োনোর = ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ, সম্বন্ধপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। (v) প্রস্থান = মূলত বিশেষ্যপদ, 'প্রস্থান করিল' এই সংযোগমূলক ক্রিয়াপদটির পূর্বাঙ্গরূপে প্রযুক্ত। (vi) নিজেরই = আত্মবাচক সর্বনামপদ ; সম্বন্ধপদের বিভক্তিযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে (নিজ + এরই)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) যেকোনো **পাঁচটির** কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর : (i) **অরিন্দম কহিলা বিষাদে।**

BANGODARSHAN.COM

(ii) আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে! (iii) সে মন্দিরে দেব নাই। (iv) আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙ্গা পায়। (v) আলোয় মাঠের কোল ভরেছে। (vi) তাজা খুনে লাল করেছি।

উত্তর ঃ (i) বিষাদে = ক্রিয়াবিশেষণে অ-কারকে 'এ' বিভক্তি। (ii) কারে = কর্মকারকে কবিতায় 'রে' বিভক্তি (কে শব্দ + রে)। (iii) মন্দিরে = একদেশসূচক স্থানাধিকরণে 'এ' বিভক্তি। (iv) পায় = করণে 'এ' বিভক্তি (পা শব্দ + এ)। (v) আলোয় = কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি (আলো + এ)। (vi) খুনে = করণে 'এ' বিভক্তি (খুন + এ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

[অতিরিক্ত ও সংখ্যক প্রশ্ন বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য]

(ঙ) যেকোনো **পাঁচটির** বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ আর্দ্র, সৌসাদৃশ্য, অধম, লঘু, ভীরুতা, হ্রাস, অপমান।

অথবা,

যেকোনো **পাঁচটির** পদান্তর কর ঃ বিদ্বেষ, বিদ্রোহী, আইন, মন্থর, পিলে-চমকানিয়া, উপযুক্ত, কালিমা।

উত্তর ঃ বিপরীতার্থক শব্দ ঃ আর্দ্র—শুষ্ক ; সৌসাদৃশ্য—বৈসাদৃশ্য ; অধম—উত্তম ; লঘু—গুরু ; ভীরুতা—সাহসিকতা ; হ্রাস—বৃদ্ধি ; অপমান—মান।

অথবা,

বিদ্বেষ (বি)—বিদ্বিষ্ট (বিণ) : বিদ্রোহী (বিণ)—বিদ্রোহিতা (বি) ; আইন (বি)—আইনী (বিণ) ; মন্থর (বিণ)—মন্থরতা (বি) ; পিলে-চমকানিয়া (বিণ) —পিলে-চমকানো (বি) ; উপযুক্ত (বিণ)—উপযুক্ততা (বি) ; কালিমা (বি)—কাল, কালো (বিণ)।

৪। পাঠ্যাংশ থেকে ব্যাকরণ প্রশ্ন ঃ

অনুত্তীর্ণ (নিয়মিত ও বহিরাগত) পরীক্ষার্থীরা 'ক' থেকে 'ঘ' যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ সিংহাসন, কণ্ঠাগতপ্রাণ, মহাশয়, তীর্থোদক, দাঁতকপাটি, নিরলংকৃত, জন্মান্তর, তরঙ্গান্দোলন।

উত্তর ঃ সিংহাসন = সিংহলাঞ্ছিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। কণ্ঠাগত = কণ্ঠে আগত (অধিকরণ-তৎপুরুষ), কণ্ঠাগত প্রাণ যার = কণ্ঠাগতপ্রাণ (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। মহাশয় = মহান্ আশয় (অন্তঃকরণ) যাঁর (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। তীর্থোদক = তীর্থের উদক (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। দাঁতকপাটি = দাঁতে কপাটি (রুদ্ধ কপাটের মতো অবস্থা)—(অধিকরণ-তৎপুরুষ)। নিরলংকৃত = অলংকৃত নয় (নঞ-তৎপুরুষ)। জন্মান্তর = অন্য জন্ম (নিত্য-সমাস)। তরঙ্গান্দোলন = তরঙ্গজনিত আন্দোলন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ নিরলংকৃত, প্রত্যাগমন, দিঙ্‌নিরূপণ, মহোচ্চতা, নির্দোষ, বনাকীর্ণ, পশ্চাদ্গত।

উত্তর ঃ নিরলংকৃত = নিঃ + অলম্ + কৃত ; প্রত্যাগমন = প্রতি + আগমন ; দিঙ্-

নিরূপণ = দিক্ + নিরূপণ ; মহোচ্চতা = মহা + উচ্চতা ; নির্দোষ = নিঃ + দোষ ; বনাকীর্ণ = বন + আকীর্ণ , পশ্চাদাগত = পশ্চাৎ + আগত। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নিম্নরেখ পদগুলির কারকবিভক্তি লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : (i) এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে। (ii) পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। (iii) আনন্দের ভোজে বাইরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর (iv) মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগল। (v) তাহার আর সাহসে কুলাইল না। (vi) এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও পাপ। (vii) দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত।

উত্তর : (i) ফলার = কর্মে শূন্যবিভক্তি। (ii) কাষ্ঠাহরণে = অ-কারকে 'এ' বিভক্তি (উদ্দেশ্যার্থে)। (iii) ভোজে = বিষয়াধিকরণে 'এ' বিভক্তি। (iv) মুষলধারে = ক্রিয়াবিশেষণ বোঝাতে অ-কারকে 'এ' বিভক্তি। (v) সাহসে = করণে 'এ' বিভক্তি। (vi) রাজত্বে = স্থানাধিকরণে 'এ' বিভক্তি। (vii) দুঃখদর্শনে = 'হেতু' অর্থে অ-কারকে 'এ' বিভক্তি। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) ব্যুৎপত্তি লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : মূর্তিমতী, প্রজ্ঞাবান্, রাবণি, মেঠো, গিরীশ, ম্রিয়মাণ, ব্যথিত।

উত্তর : মূর্তিমতী = মূর্তি + মতুপ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। প্রজ্ঞাবান্ = প্রজ্ঞা + মতুপ (পুংলিঙ্গ কর্তৃকারকের একবচন– আ-কারান্ত শব্দের পর 'মতুপ্'-এর ম 'ব' হয়ে গেছে)। রাবণি = রাবণ + ঞি (ই : অপত্যার্থে)। মেঠো = মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো। গিরীশ = এটি প্রত্যয়জাত নয়, সন্ধিজাত শব্দ ; প্রত্যয়জাত শব্দ হল গিরিশ (মহাদেব) = গিরি- √ শী + ড (অ)। ব্যথিত = √ ব্যথ + ক্ত। ম্রিয়মাণ = √ মৃ + শানচ্। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

[অতিরিক্ত ঙ সংখ্যক প্রশ্ন বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য]

(ঙ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : অন্ধকার, দুর্ভাগ্য, সূক্ষ্ম, ভালো, হর্ষ, পাকা-সড়ক, ঝাপসা।

অথবা,

পদান্তর কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : করুণা, বিশ্বাস, অল্প, মানী, কাতর, দৈন্য, শুচি, মুক্তি।

উত্তর : **বিপরীতার্থক শব্দ :** অন্ধকার—আলোক ; দুর্ভাগ্য—সৌভাগ্য ; সূক্ষ্ম—স্থূল ; ভালো—মন্দ ; হর্ষ—বিষাদ ; পাকা-সড়ক—কাঁচা-সড়ক ; ঝাপসা—স্পষ্ট।

পদান্তর-সাধন : করুণা (বি)—কারুণিক (বিণ) ; বিশ্বাস (বি)—বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত (বিণ) ; অল্প (বিণ)—অল্পতা (বি) ; মানী (বিণ)—মান (বি) ; কাতর (বিণ)—কাতর্য, কাতরতা (বি) ; দৈন্য (বি)—দীন (বিণ) ; শুচি (বিণ)—শুচিতা, শৌচ (বি) ; মুক্তি (বি)—মুক্ত (বিণ)।

'গ' বিভাগ (সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য)

১। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর : লেখাপড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কী অনির্বচনীয় গুণ! দেখ যে ব্যক্তি অতিদুঃখীর সন্তান, যাঁহার রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িবার সঙ্গতি ছিল

BANGODARSHAN.COM

না, সে ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক যত্ন ছিল বলিয়া কেমন অসাধারণ বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন, এবং অসাধারণ বিদ্যার বলে কেমন উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

উত্তর : [চলিত ভাষায়] লেখাপড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কী অনির্বচনীয় গুণ! দেখ যে ব্যক্তি অতিদুঃখীর সন্তান, যাঁর রাত্রিতে প্রদীপ জ্বেলে পড়বার সঙ্গতি ছিল না, সে ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক যত্ন ছিল বলে কেমন অসাধারণ বিদ্যোপার্জন করেছিলেন, এবং অসাধারণ বিদ্যার বলে কেমন উচ্চপদে অধিরূঢ় হয়েছিলেন।

(খ) কোন্ শব্দ দেশী, কোন্‌টা তদ্ভব, কোন্‌টা অর্ধ-তৎসম, কোন্‌টা সংকর শব্দ তা লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : হেডমিস্ত্রি, পেত্যয়, কাজ, খোকা, আলমারি, চশমা, হাজার, খাজা, ছা, ডাক্তারখানা, ঝিঙে, পেরেক।

উত্তর : হেডমিস্ত্রি = সংকর শব্দ (ইংরেজী + পোর্তুগীজ)। পেত্যয় = অর্ধ-তৎসম (< প্রত্যয়)। কাজ = তদ্ভব (< কার্য)। খোকা = দেশী শব্দ। আলমারি = পোর্তুগীজ। চশমা = ফারসী। হাজার = ফারসী। খাজা = তদভব (< খাদ্য)। ছা = তদ্ভব (< শাবক)। ডাক্তারখানা = সংকর (ইংরেজী + ফারসী)। ঝিঙে = দেশী। পেরেক = পোর্তুগীজ (< prego)।

(গ) যেকোনো পাঁচটি শব্দ কীভাবে সাধিত হয়েছে তা লেখ : পরিতৃপ্তি, জিজ্ঞাসা, জাজ্বল্যমান, পাগলাটে, ছাঁকনি, দ্রবীভূত, পাকামো।

উত্তর : পরিতৃপ্তি = পরি- √ তৃপ্ + ক্তি (তি) ; জিজ্ঞাসা = √ জ্ঞা + সন্ + অ + আ ; জাজ্বল্যমান = √ জ্বল্ + যঙ্ + শানচ্ (আতিশয্য অর্থে) ; পাগলাটে = পাগলা + টিয়া = পাগলাটিয়া > পাগলাটে ; ছাঁকনি = √ ছাঁক্ + অনি ; দ্রবীভূত = দ্রব + অভূততদ্ভাবে ভ্বি + √ ভূ + ক্ত (ত) ; পাকামো = পাকা + আমো (ভাব অর্থে)।

(ঘ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ : খেচর, সিংহাসন, হাতাহাতি, বিলেতফেরত, তেলেভাজা, গ্রামান্তর, দুর্ভিক্ষ।

উত্তর : খেচর = খে (আকাশে) চরে যে (অলুক্ উপপদ তৎপুরুষ) ; সিংহাসন = সিংহচিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) ; হাতাহাতি = হাতে হাতে যুদ্ধ (ব্যতিহার বহুব্রীহি) ; বিলেতফেরত = বিলেত থেকে ফেরত (অপাদান-তৎপুরুষ) ; তেলেভাজা = তেলে ভাজা (অলুক্ করণ-তৎপুরুষ) ; গ্রামান্তর = অন্য গ্রাম (নিত্য-সমাস) ; দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব (অব্যয়ীভাব)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) নীচের সমোচ্চারিত শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) :

বিষ—বিস, গিরিশ—গিরীশ, নিশিত—নিশীথ, কূল—কূল, চ্যুত—চূত, দ্বিপ—দ্বীপ, জলা—জ্বলা।

উত্তর : বিষ—গরল ; বিস—মৃণাল। গিরিশ—মহাদেব ; গিরীশ—হিমালয়। নিশিত—শাণিত ; নিশীথ—মধ্যরাত্র। কূল—বংশ, ফলবিশেষ ; কূল—নদীতীর। চ্যুত—ভ্রষ্ট ; চূত—আম্র। দ্বিপ—হস্তী ; দ্বীপ—চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ভূখণ্ড। জলা—মাঠ ; জ্বলা—প্রজ্বলিত থাকা। [প্রতিটি জোড়া উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(চ) নির্দেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন কর (যেকোনো পাঁচটি) :

(i) স্টেশনে পৌঁছানমাত্র ট্রেন ছেড়ে দিল। (জটিল বাক্যে রূপান্তরিত কর)

(ii) বসন্তবাবু বললেন, "হরনাথবাবু, অনুগ্রহ করে চলে আসুন আমাদের বাড়ি, একটুও দেরি করবেন না।" (পরোক্ষ উক্তিতে বল)

(iii) মধুশিকারীকে বাঘে খেয়েছে। (নাস্ত্যর্থক বাক্যে রূপান্তরিত কর)

(iv) চোরটাকে পুলিস ধরেছে। (কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত কর)

(v) মশায়ের কোথা থেকে আগমন হয়েছে? (কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত কর)

(vi) আমি বাড়ি যেতে পারব না। (ভাববাচ্যে রূপান্তরিত কর)

(vii) তুমি আমাকে যেতে পারব কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলে। (প্রশ্নাত্মক বাক্যে বল)

উত্তর : (i) যখনই স্টেশনে পৌঁছলাম তখনই ট্রেন ছেড়ে দিল (জটিল)। (ii) বসন্তবাবু হরনাথবাবুকে সম্বোধন করে অনুগ্রহপূর্বক তাঁদের (বসন্তবাবুদের) বাড়ি চলে আসবার জন্য অনুরোধ জানালেন ; তিনি (হরনাথবাবু) যেন একটুও দেরি না করেন সে বিষয়েও হুঁশিয়ার করে দিলেন। (iii) বাঘ ছাড়া আর অন্য কিছুতে মধুশিকারীকে খায়নি (নাস্ত্যর্থক বাক্য)। (iv) চোরটা পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে (কর্মবাচ্য)। (v) মশায় কোথা থেকে আগমন করেছেন? (কর্তৃবাচ্য) (vi) আমার বাড়ি যাওয়া সম্ভব হবে না (ভাববাচ্য)। (vii) তুমি আমাকে বলেছিলে "যেতে পারবি (পারবে)"? (প্রশ্নাত্মক) **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) উপযুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে শূন্য স্থানগুলি পূরণ কর (যেকোনো পাঁচটি) : — কালো, — হলুদ, — জল, — বৃষ্টি, — কান্না, — শব্দ।

উত্তর : কুচকুচে, ক্যাটকেটে, টলমল, ঝমঝম, প্যানপেনে, কিচিরমিচির।

১৯৮৯

৫। পাঠ্যাংশ থেকে গৃহীত ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটির উত্তর দাও :

(ক) নির্দেশ-অনুযায়ী পরিবর্তিত কর (যেকোনো পাঁচটি) :

(অ) এতকাল ধরিয়া ইংরেজের স্কুলে পড়িতেছি, কিন্তু ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘুচিল না। (সরল বাক্যে) (আ) এই তরবারি রানা প্রতাপসিংহ মরবার সময় দিয়ে গিয়েছিলেন। (জটিল বাক্যে) (ই) চোখ খোলা রাখলে দুদিকে বিস্তর প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। (নাস্ত্যর্থক বাক্যে) (ঈ) নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। (কর্মবাচ্যে) (উ) তাদের চুপ করে থাকার প্রচুর কারণ ছিল। (কর্মবাচ্যে)। (ঊ) রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?" (পরোক্ষ উক্তিতে)

উত্তর : (অ) এতকাল ধরিয়া ইংরেজের স্কুলে পড়া সত্ত্বেও ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘুচিল না (সরল)। (আ) রানা প্রতাপসিংহ যখন মারা যান, তখন এই তরবারি দিয়ে গিয়েছিলেন (জটিল)। (ই) চোখ বন্ধ রাখলে কোনো দিকে কোনো প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় না (নাস্ত্যর্থক)। (ঈ) নিমাইবাবুর চুপ করিয়া থাকা হইল (কর্মবাচ্য —এটি আসলে ভাববাচ্য)। (উ) প্রচুর কারণের জন্যই তারা চুপ করে ছিল (কর্তৃবাচ্য)। (ঊ) উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি রাজপুতকে চেনে কিনা রাজপুত তাহা জানিতে চাহিলেন (পরোক্ষ উক্তি) **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দ দিয়ে বাক্যরচনা কর : অর্ধোচ্চারিত, বিস্ময়াপন্ন, শরণাগত,

BANGODARSHAN.COM

অবলীলাক্রমে, দৃষ্টিপাত, নির্জীবতা, যৎসামান্য।

উত্তর : সাংসারিক কাজকর্ম সবই নিয়মমাফিক করেন, অথচ কণ্ঠে তাঁর 'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি ধন্য হরি ধন্য হরি' মন্ত্রটি সর্বদাই অর্ধোচ্চারিত। মানবশিশু সিংহশাবকটিকে উৎপীড়ন করছে দেখে রাজা খুবই বিস্ময়াপন্ন হলেন। সদাশয় ব্যক্তি কদাপি শরণাগতকে পরিত্যাগ করেন না। এতটুকু শিশু এমন চোখা চোখা প্রশ্নের উত্তর অবলীলাক্রমে দিতে লাগল। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। চিত্তজাগরণ হলেই যেকোনো জাতি নির্জীবতা কাটিয়ে উঠতে পারে। যৎসামান্য সরকারী অনুদানেই তিনি কায়ক্লেশে দিন গুজরান করেন। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) চলিত ভাষায় পরিবর্তিত কর : পদ্মার ইলিশমাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

উত্তর : [চলিত] পদ্মার ইলিশমাছ ধরার মরসুম চলেছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরবার কামাই নেই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়ালে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(ঘ) কোনটি কোন্ শ্রেণীর শব্দ নির্দেশ কর (যেকোনো পাঁচটি) : শকুন্তলাবণ্য, বনচাঁড়াল, নালিশ, রায়বাহাদুর, মুলুক, খানাতল্লাশি, জীবিকা।

উত্তর : শকুন্তলাবণ্য = তৎসম শব্দ। বনচাঁড়াল = সংকর শব্দ (তৎসম + তদ্ভব)। নালিশ = ফারসী। রায়বাহাদুর = সংকর (তৎসম + ফারসী)। মুলুক = আরবী। খানাতল্লাশি = ফারসী + আরবী। জীবিকা = তৎসম শব্দ।

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো পাঁচটি) : গণেশ, প্রৌঢ়, মৃন্ময়, নিশ্চয়, বটঠাকুর, মিথ্যুক, অহোরাত্র।

উত্তর : গণেশ = গণ + ঈশ। প্রৌঢ় = প্র + ঊঢ় (নিপাতন স্বরসন্ধি)। মৃন্ময় = মৃৎ + ময়। নিশ্চয় = নিঃ + চয়। বটঠাকুর = বড় + ঠাকুর (বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি)। মিথ্যুক = মিথ্যা + উক (বাংলা স্বরসন্ধি)। অহোরাত্র = অহঃ + রাত্র (নিপাতন বিসর্গসন্ধি)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সংজ্ঞার্থ লিখে দুটি করে উদাহরণ দাও।

উত্তর : কৃৎ-প্রত্যয় : ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয়যোগে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়, সেই প্রত্যয়কে কৃৎ-প্রত্যয় বলে। যেমন, √ গম + ক্তি = গতি (ক্তি হচ্ছে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। √ পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত (অন্ত হচ্ছে বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়)।

তদ্ধিত-প্রত্যয় : শব্দের উত্তর যে প্রত্যয়যোগে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়, সেই প্রত্যয়কে তদ্ধিত-প্রত্যয় বলে। বঙ্গ + ঈয় = বঙ্গীয় (ঈয় হচ্ছে সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়)। ব্যারিস্টার + ই = ব্যারিস্টারি (ই হচ্ছে বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়)।

(গ) একই ধাতুতে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ যোগ করে কীভাবে অর্থপার্থক্য ঘটে তার উদাহরণ দাও।

উত্তর : √ হৃ + ঘঞ = হার শব্দ ; এই শব্দটির পূর্বে আ, বি, উপ, প্র ও সম এই

পাঁচটি উপসর্গ একে একে যোগ করলে কী কী নতুন শব্দ পাওয়া যায় দেখি ঃ (i) **আ**-√হৃ + ঘঞ্ = আহার (ভোজন) ; (ii) **বি**-√হৃ + ঘঞ্ = বিহার (ভ্রমণ) ; (iii) **উপ**-√হৃ + ঘঞ্ = উপহার (পুরস্কার) ; (iv) **প্র**-√হৃ + ঘঞ্ = প্রহার (মার) ; (v) **সম্**-√হৃ + ঘঞ্ = সংহার (বিনাশ)।

(ঘ) ব্যাসবাক্য দেখিয়ে সমাসের নাম লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ মহাশয়, রত্নাকর, কুম্ভকার, ডাকাবুকো, চালাকচতুর, তেপান্তর, উপবন।

উত্তর ঃ মহাশয় = মহান্ আশয় (অন্তঃকরণ) যাঁর (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। রত্নাকর = রত্নের আকর (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। কুম্ভকার = কুম্ভ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। ডাকাবুকো = ডাকাতের মতো বুক (সাহস) যার (উপমাত্মক বহুব্রীহি)। চালাকচতুর = যে চালাক সেই চতুর (সাধারণ কর্মধারয়—বিশেষণে-বিশেষণে)। তেপান্তর = ত্রি প্রান্তরের সমাহার (দ্বিগু ঃ ত্রি-প্রান্তর > তেপান্তর)। উপবন = বনের সদৃশ (অব্যয়ীভাব)। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ঙ) কারকবিভক্তি নির্ণয় কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। অনুরোধ রাখতে হল। ট্রেন **স্টেশন** ছাড়ল। ওরা মাঠে মাঠে **বীজ** বোনে। তিনি ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত। অজ্ঞতা বিচ্ছিন্নতা আনে। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

উত্তর ঃ মেঘে = করণে 'এ' (মেঘ + এ)। অনুরোধ = কর্মবাচ্যে কর্মে শূন্যবিভক্তি (অনুরোধ + অ)। স্টেশন = অপাদানে শূন্যবিভক্তি (স্টেশন থেকে—বোঝাচ্ছে ; থেকে অনুসর্গের লোপ)। বীজ = কর্মে শূন্যবিভক্তি (বীজ + অ)। ন্যায়শাস্ত্রে = বিষয়াধিকরণে 'এ' বিভক্তি (ন্যায়শাস্ত্র+এ)। অজ্ঞতা = কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি (অজ্ঞতা + অ)। দ্বারে = সামীপ্যাধিকরণে 'এ' (দ্বারের কাছাকাছি)। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(চ) এককথায় প্রকাশ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ কলম রাখে যেখানে। গিন্নীর মতো ভাব। কাগজের তৈরী। মান আছে যে মেয়ের। অর্জুনের পুত্র। গুরুগৃহে বাস করে যে। মেঘের মতো শ্যাম।

উত্তর ঃ কলম রাখে যেখানে = **কলমদান**। গিন্নীর মতো ভাব = **গিন্নীপনা**। কাগজের তৈরী = **কাগুজে**। মান আছে যে মেয়ের = **মানিনী**। অর্জুনের পুত্র = **আর্জুনি**। গুরুগৃহে বাস করে যে = **অন্তেবাসী**। মেঘের মতো শ্যাম = **মেঘশ্যাম**।

(ছ) যেকোনো একটি বিশেষ্যপদ বা বিশেষণপদ কিংবা ক্রিয়াপদকে **পাঁচটি** ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে **পাঁচটি** পৃথক বাক্য লেখ।

উত্তর ঃ (i) **চোখ** বিশেষ্যপদটির বিশেষ অর্থে **পাঁচটি** প্রয়োগ ঃ (১) গুরুজনকে এতবড়ো কথা বললে, তোমার কি **চোখের চামড়া** পর্যন্ত নেই (সামান্যতম লজ্জা)? (২) প্রতিবেশীদের দুবেলা খেয়ে আঁচাতে দেখলে কারো কারো **চোখ টাটায়** বইকি (ঈর্ষা করা)। (৩) সমাজ-সংসারকে **সাদা চোখে** (সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে) দেখতে শিখলে সসাগরা পৃথিবী আমাদের মুঠোয় আসবে। (৪) মিথ্যা কথায় জগতের **চোখে ধুলো** দিতে পারি (ঠকানো), কিন্তু নিজের মনকে বোঝাব কী করে? (৫) কাজের নতুন ছেলেটাকে একটু **চোখে চোখে** (সতর্কদৃষ্টিতে) রেখো, হাতটান আছে কিনা জানা তো নেই। ! **প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ii) **পাকা** বিশেষণপদটির বিশেষ অর্থে **পাঁচটি** প্রয়োগ ঃ (১) উত্তরে কিছুটা গেলেই

BANGODARSHAN.COM

পাকা (বাঁধানো) সড়ক পেয়ে যাবেন। (২) তাঁর মতো **পাকা** (পরিণতবুদ্ধি) লোককে যখন পাঠিয়েছেন, ভাবনাচিন্তার কিছু নেই। (৩) শাড়িখানার রঙটা **পাকা** (স্থায়ী) বলে তো মনে হচ্ছে না। (৪) তাঁর **পাকা** চুলের (প্রবীণতার) সম্মানটা অন্তত রাখতে চেষ্টা করব। (৫) পরশু ঈভার **পাকা** দেখা (আশীর্বাদ), আপনাকে দয়া করে আসতেই হবে। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(iii) **ধরা** ক্রিয়াপদটির বিশেষ অর্থে **পাঁচটি প্রয়োগ ঃ** (১) এমন ধরা গলায় গান **ধরা** (আরম্ভ করা) অসম্ভব ব্যাপার। (২) একটানা পানদোষের ফলে তাঁকে নানান রোগে **ধরেছে** (আক্রমণ করা)। (৩) ডাক্তারবাবু এত করেও কিন্তু রোগ **ধরতে** (নির্ণয় করা) পারলেন না। (৪) তরকারিটা যেন ধরে না যায় (পুড়ে), লক্ষ্য রাখিস। (৫) ঘুঁটে ঠিকমতো সাজিয়ে না দিলে কেবল হাওয়া করলেই কি কয়লার আঁচ **ধরে** (প্রজ্বলিত হওয়া)? [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

[পুরনো পাঠ্যসূচীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য]

৫। পাঠ্যাংশ থেকে গৃহীত প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটির উত্তর দাও ঃ

(ক) **নির্দেশ-অনুযায়ী পরিবর্তিত কর (যেকোনো পাঁচটি) ঃ** (অ) আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্তু সৌম্যমূর্তি সতীশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে। (সরল বাক্যে) (আ) হল লোকে লোকারণ্য। (জটিল বাক্যে) (ই) বাপ্পা অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। (নাস্ত্যর্থক বাক্যে) (ঈ) সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল। (কর্মবাচ্যে) (উ) মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই। (কর্তৃবাচ্যে) (ঊ) পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, 'রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।' (পরোক্ষ উক্তিতে)

উত্তর ঃ (অ) আমার মতের অপ্রিয় অংশে অজিত অসহিষ্ণু হলেও সৌম্যমূর্তি সতীশ তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে (সরল)। (আ) হলে এত লোক এসেছিলেন যে তাঁদের মাথাগুলোকে অরণ্যের মতো কালো দেখাচ্ছিল (জটিল)। (ই) বাপ্পা কেবল দাঁড়িয়ে রইলেন, কথা বলতে পারলেন না (নাস্ত্যর্থক)। (ঈ) নারদ সাজিয়া তাহার দ্বারা গান শোনানো হইয়াছিল (কর্মবাচ্য)। (উ) মহাশয় আসিয়া ভালো করেন নাই (কর্তৃবাচ্য)। (ঊ) পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া দ্বারিকবাবুকে সেটা (বহুরূপীর কাটা লেজটি) রাখিয়া দিতে বলিলেন এবং ব্যঙ্গভরে আরও জানাইলেন যে সেটা তাঁহার (দ্বারিকবাবুর) অনেক কাজে লাগিবে। (পরোক্ষ উক্তি) [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(খ) যেকোনো **পাঁচটি** শব্দ দিয়ে বাক্যরচনা কর ঃ নিবৃত্তি, কণ্ঠাগতপ্রাণ, উচ্চক্রম, গলদঘর্ম, জনবিরল, অক্ষুণ্ণ, সতর্কতা।

উত্তর ঃ কাজে একবার আত্মনিয়োগ করলে **নিবৃত্তির** কোনো হুঁশই তাঁর থাকে না, এমনই আত্মভোলা তিনি। একটানা একমাস দিনে বারো ঘণ্টা করে খাটতে খাটতে **কণ্ঠাগতপ্রাণ** হয়ে পড়েছি। তোমায় সংখ্যাগুলোকে **উচ্চক্রমে** সাজাতে বলেছিলাম না? ক্লাসে বসে একটা অঙ্ক মেলাতেই এমন **গলদ্ঘর্ম** হয়ে পড়ছ, পরীক্ষাকক্ষে হালে পানি পাবে কী করে? সেই **জনবিরল** স্থানটিতে মুখ্যমন্ত্রী আবাসিক শিক্ষায়তন গড়ে তুলতে সংকল্প করলেন। বিদ্যালয়ের সুনাম **অক্ষুণ্ণ** রাখতে হলে শিক্ষকশিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী সকলকেই উদ্যোগী হতে হবে। সকলপ্রকার

সতর্কতা সত্ত্বেও অল্পস্বল্প ভুলভ্রান্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বইকি। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(গ) চলিত ভাষায় পরিবর্তিত কর ঃ পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই—সে-ই কেবল কাঁদিল না।

উত্তর ঃ [চলিত] পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলে বিবিধ শব্দবিন্যাসে কাঁদতে লাগল। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করে এসেছিল, ছেলে জলে দিয়ে আর তুলতে পারে নি—সে-ই কেবল কাঁদল না।

(ঘ) কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর শব্দ নির্দেশ কর (যেকোনো পাঁচটি) ঃ গোধূম, ছেলেপিলে, স্টীমারঘাট, মোচন, খাঁড়া, নহবত, ডিঙা।

উত্তর ঃ গোধূম—তৎসম ; ছেলেপিলে—দেশী ; স্টীমারঘাট—সংকর (ইংরেজী + তদ্‌ভব) ; মোচন—তৎসম ; খাঁড়া—তদ্‌ভব ; নহবত—ফারসী ; ডিঙা—দেশী।

[৬নং প্রশ্ন নতুন পাঠ্যসূচীর অনুরূপ।]

১৯৮৯ (একসটার্নাল)

৫। পাঠ্যাংশ থেকে গৃহীত প্রশ্নগুলির যেকোনো তিনটির উত্তর দাও ঃ

(ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ কৌতূহলাক্রান্ত ; অশ্বারোহী ; চিকিৎসাশাস্ত্র ; সহোদর ; খনিজ।

উত্তর ঃ কৌতূহলাক্রান্ত = কৌতূহলদ্বারা আক্রান্ত (করণ-তৎপুরুষ)। অশ্বারোহী = অশ্বে আরোহী (অধিকরণ-তৎপুরুষ)। চিকিৎসাশাস্ত্র = চিকিৎসাবিষয়ক শাস্ত্র (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। সহোদর = সমান (একই) উদর (মাতৃগর্ভ) যাদের (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। খনিজ = খনিতে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ)। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(খ) শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখ (যেকোনো পাঁচটি) ঃ সঙ্কুচিত ; গ্রহণ ; অবতরণ ; উপকার ; শীতল ; প্রাঞ্জল ; বিষ ; শূন্য।

উত্তর ঃ বিপরীত শব্দ ঃ সঙ্কুচিত—প্রসারিত ; গ্রহণ—বর্জন ; অবতরণ—আরোহণ ; উপকার—অপকার ; শীতল—উষ্ণ ; প্রাঞ্জল—দুরূহ, দুর্বোধ ; বিষ—অমৃত ; শূন্য—পূর্ণ।

(গ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (পাঁচটি) ঃ মৃন্ময় ; মহারাজাধিরাজ ; কর্মোপলক্ষ্যে ; কুলাঙ্গার ; আশীর্বাদ ; বনস্পতি ; দুরাচার ; তরুচ্ছায়াতলে।

উত্তর ঃ মৃন্ময় = মৃৎ + ময় ; মহারাজাধিরাজ = মহারাজ + অধিরাজ ; কর্মোপলক্ষ্যে = কর্ম + উপলক্ষ্যে ; কুলাঙ্গার = কুল + অঙ্গার ; আশীর্বাদ = আশীঃ + বাদ ; বনস্পতি = বন + পতি (নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি) ; দুরাচার = দুঃ + আচার ; তরুচ্ছায়াতলে = তরু + ছায়াতলে। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(ঘ) পদ-পরিবর্তন কর (পাঁচটি) ঃ চমৎকৃত ; চিহ্ন ; উদ্যত ; অসন্তোষ ; শৌখিন ; বিষণ্ণ ; সমর ; মাটি।

উত্তর ঃ চমৎকৃত (বিণ)—চমৎকার (বি) ; চিহ্ন (বি)—চিহ্নিত (বিণ) ; উদ্যত (বিণ)—উদ্যতি (বি) ; অসন্তোষ (বি)—অসন্তুষ্ট (বিণ) ; শৌখিন (বিণ)—শৌখিনতা (বি) ; বিষণ্ণ (বিণ)—বিষণ্ণতা, বিষাদ (বি) ; সমর (বি)—সামরিক (বিণ) ; মাটি (বি)—মেটে (বিণ)। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(ঙ) স্থূল পদের কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর (পাঁচটি) ঃ (i) কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ। (ii) বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। (iii) মহাবল বহিলা ভূতলে। (iv) সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে। (v) নবমালতীর কচি দলগুলি আনমনে কাটে দশনে। (vi) মরা লোকে তো আর কথা কয় না! (vii) গল্পটা আমি কম করে জনপাঁচেকের মুখে শুনেছি।

উত্তর ঃ (i) সীতা = কর্মে শূন্যবিভক্তি। (ii) বিশেষণে = করণে 'এ' বিভক্তি। (iii) ভূতলে = একদেশসূচক স্থানাধিকরণে 'এ' বিভক্তি। (iv) শঙ্করে = কর্মে 'এ' বিভক্তি। (v) দশনে = করণে 'এ' বিভক্তি। (vi) লোকে = কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। (vii) মুখে = অপাদানে 'এ' বিভক্তি। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

[কম্পার্টমেনটাল ও ই. ভক্স্য / এফ. ই. ভক্স্য পরীক্ষার্থীদের জন্য]

(চ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (পাঁচটি) ঃ বৃষ্টিধৌত ; গোয়ালন্দগামী ; দলবদ্ধ ; বৃক্ষাবলীশোভিত ; বেনেবউ ; কুশাসন ; বাসবজেতা ; কুসুমকোমল।

উত্তর ঃ বৃষ্টিধৌত = বৃষ্টিতে ধৌত বা বৃষ্টিদ্বারা ধৌত (করণ-তৎপুরুষ)। গোয়ালন্দগামী = গোয়ালন্দ গমন করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। দলবদ্ধ = দলে বদ্ধ (অধিকরণ-তৎপুরুষ)। বৃক্ষাবলী = বৃক্ষের আবলী (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ), বৃক্ষাবলীশোভিত = বৃক্ষাবলীদ্বারা শোভিত (করণ-তৎপুরুষ)। বেনেবউ = বেনের বউ (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। কুশাসন = কুশনির্মিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) অথবা কু যে শাসন (সাধারণ কর্মধারয়)। বাসবজেতা = বাসবকে জিতেছেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। কুসুমকোমল = কুসুমের মতো কোমল (উপমান কর্মধারয়)। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(ছ) বিপরীত শব্দ লেখ (পাঁচটি) ঃ প্রশংসা ; আশীর্বাদ ; বলী ; দুর্গম ; পণ্ডিত ; হর্ষ ; প্রাচীন ; নির্জন।

উত্তর ঃ বিপরীতার্থক শব্দ ঃ প্রশংসা—নিন্দা ; আশীর্বাদ—অভিশাপ ; বলী—বলহীন, দুর্বল ; দুর্গম—সুগম ; পণ্ডিত—মূর্খ ; হর্ষ—বিষাদ ; প্রাচীন—নবীন, অর্বাচীন ; নির্জন—সজন।

(জ) সন্ধিবিশ্লেষ কর (পাঁচটি) ঃ কৃতাঞ্জলি ; নিরাকার ; শূরেন্দ্র ; কাকোদর ; নিশ্চিহ্ন ; বনাকীর্ণ ; কথোপকথন ; উজ্জ্বল।

উত্তর ঃ কৃতাঞ্জলি = কৃত + অঞ্জলি ; নিরাকার = নিঃ + আকার ; শূরেন্দ্র = শূর + ইন্দ্র ; কাকোদর = কাক + উদর ; নিশ্চিহ্ন = নিঃ + চিহ্ন ; বনাকীর্ণ = বন + আকীর্ণ ; কথোপকথন = কথা + উপকথন ; উজ্জ্বল = উদ্ + জ্বল। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(ঝ) পদ-পরিবর্তন কর (পাঁচটি) ঃ মধুর ; তাপ ; উৎপত্তি ; শূর ; জগৎ ; বন ; দরিদ্র ; নৈপুণ্য।

উত্তর ঃ মধুর (বিণ)—মধুরতা, মাধুর্য, মাধুরী (বি) ; তাপ (বি)—তপ্ত (বিণ) ; উৎপত্তি (বি)—উৎপন্ন (বিণ) ; শূর (বিণ)—শৌর্য (বি) ; জগৎ (বি)—জাগতিক (বিণ) ; বন (বি)—বন্য, বুনো (বিণ) ; দরিদ্র (বিণ)—দারিদ্র্য,

BANGODARSHAN.COM

দরিদ্রতা (বি) ; নৈপুণ্য (বি)—নিপুণ (বিণ)। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ঞ) স্থূলাক্ষর পদের কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর (**পাঁচটি**) ঃ (i) **রামে** দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে। (ii) মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে **তরুগণ**। (iii) **কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ** পূজে ইষ্টদেব। (iv) **বাহকবৃন্দে** বলিল সে। (v) **ইহাতে** আলকাতরা জন্মে। (vi) তাকে **শিয়ালে** খাইয়াছে। (vii) একটা **পাত্রে** পারা ছিল।

উত্তর ঃ (i) রামে = কর্মে 'এ' বিভক্তি। (ii) তরুগণ = কর্মে শূন্যবিভক্তি। (iii) কুশাসনে = অপাদানে 'এ' বিভক্তি (**কুশাসনে উপবিষ্ট থেকে বোঝাচ্ছে**)। (iv) বাহকবৃন্দে = কর্মে 'এ' বিভক্তি। (v) ইহাতে = অপাদানে 'তে' বিভক্তি। (vi) শিয়ালে = কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। (vii) পাত্রে = একদেশসূচক অধিকরণে 'এ' বিভক্তি। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) চলিত রীতিতে রূপান্তরিত কর ঃ সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাও একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় লইবে। আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই।

উত্তর ঃ [চলিত] সমুদ্রে পতিত হয়েও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নেই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হয়ে এরা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হচ্ছে। এরাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হয়ে তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় নেবে। আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হবে। এই গতির বিরাম নেই, শেষ নেই।

(খ) বিবরণ ও উদাহরণ দাও (পাঁচটি) ঃ অভিশ্রুতি ; স্বরভক্তি ; অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন ; উপসর্গ ; তদ্ধিত-প্রত্যয় ; বাক্যালঙ্কার অব্যয় ; তৎসম শব্দ ; অসমাপিকা ক্রিয়া।

উত্তর ঃ অভিশ্রুতি ঃ অপিনিহিতি-জাত ই-কার বা উ-কার (কিংবা উ-কার থেকে জাত ই-কার) এক বিশেষ সন্ধির নিয়মে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে তার রূপের যে পরিবর্তন ঘটায়, স্বরধ্বনির সেই পরিবর্তনকেই অভিশ্রুতি বলে। যেমন, (i) রাখিয়া > রাইখ্যা (অপিনিহিতি) > রেখ্যা > রেখ্যে > রেখে (অভিশ্রুতি)। (ii) মাছুয়া > মাউছুয়া (অপিনিহিতি) > মাইছুয়া (উ-কার ই-কার হয়ে গেছে) > মেছুয়া > মেছো (অভিশ্রুতি)।

অভিশ্রুতিজাত শব্দগুলির শেষাংশের গঠনে স্বরসঙ্গতির প্রভাবটি লক্ষণীয়।

স্বরভক্তি ঃ যুক্তবর্ণের উচ্চারণক্লেশ লাঘব করবার জন্য দুটি ব্যঞ্জনের মাঝখানে একটি স্বরধ্বনি এনে ব্যঞ্জন দুটিকে পৃথক্ করবার রীতির নাম স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। নতুন স্বর এসে যুক্ত ব্যঞ্জন দুটিকে পৃথক্ করে দেয় বলেই তো নাম স্বরভক্তি। আবার নতুন স্বর এসে যুক্ত ব্যঞ্জন দুটির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে বলেই তো নাম বিপ্রকর্ষ। যেমন, মর্ম > মরম (র্ ও ম্ এই যুক্তবর্ণের মধ্যে অ এসে র্-কে পৃথক্ করে র করে দিয়েছে।) স্নান > সিনান (স ও ন্ এই যুক্তবর্ণের মধ্যে ই এসে স্-কে পৃথক্ করে সি করে দিয়েছে।) মুক্তা > মুকুতা (ক্ ও ত্ এই যুক্তবর্ণের মধ্যে উ-কার এসে ক্-কে পৃথক্ করে কু রূপে নতুন অক্ষরের

BANGODARSHAN.COM

মর্যাদা দিয়েছে।)

কবিতার ছন্দোমাধুর্য অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে এই স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ভূমিকাটি বিশেষ সহায়ক।

অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন ঃ প্রতিটি বর্গের প্রথম ও তৃতীয়বর্ণের উচ্চারণে নিশ্বাস জোরে বয় না বলে এই বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন বলে। যেমন, ক্ গ্, চ্ জ্, ট্ ড্, ত্ দ্, প্ ব্। প্রাণ কথাটির অর্থ হল হ-কার জাতীয় নিশ্বাসধ্বনি। এই দশটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণে নিশ্বাসধ্বনির স্পর্শ বেশ অল্প।

উপসর্গ ঃ যে-সকল অব্যয় কোনো প্রত্যয়যুক্ত হয় না, যেগুলি ধাতুর পূর্বে বসে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, সেগুলিকে উপসর্গ বলে। যেমন, প্র, পরা, আ, উপ, সম্ ইত্যাদি। √ হৃ + ঘঞ্ = হার ; কিন্তু আ- √ হৃ + ঘঞ্ = আহার (খাওয়া) ; প্র-√ হৃ + ঘঞ্ = প্রহার (মার) ; আবার উপ- √ হৃ + ঘঞ্ = উপহার (পুরস্কার) ; সম্- √ হৃ + ঘঞ্ = সংহার (ধ্বংস)। উপসর্গের পরিবর্তনের ফলে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। এখানেই উপসর্গ-প্রয়োগের সার্থকতা।

তদ্ধিত-প্রত্যয়—১৯৮৯ সালের ৬ (খ) প্রশ্নোত্তর দেখ।

বাক্যালঙ্কার অব্যয় ঃ বাক্যে প্রয়োগ করলে যে অব্যয় নিজস্ব কোনো অর্থ প্রকাশ করে না অথচ সামগ্রিকভাবে বাক্যটির সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে, সেই অব্যয়কে বাক্যালঙ্কার অব্যয় বলে। যেমন, আপনি যে কাল বড়ো এলেন না! "এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়!" এখানে 'বড়ো' ও 'ত' অব্যয় দুটির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট বাক্যটির অর্থগত বৈচিত্র্য সম্পাদন করছে।

তৎসম শব্দ ঃ যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসে অবিকৃতরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের তৎসম শব্দ বলে। যেমন, পিতা মাতা বিদ্যালয় গ্রন্থ শিক্ষক আর্যা পৃথক্ ঘাস প্রভৃতি। মূল সংস্কৃত শব্দের কর্তৃকারকের একবচনটিই বাংলায় গৃহীত হয়েছে—অবশ্য শব্দের শেষস্থ বিসর্গ (ঃ) এবং ম্ বা ং বর্জন করা হয়েছে। পিতামাতাকে আন্তরিক ভক্তি করার ফল ভগবানের সন্তুষ্টিসাধন।

অসমাপিকা ক্রিয়া ঃ যে ক্রিয়া বাক্য শেষ করতে পারে না, বলবার বা শোনবার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায়, সেই ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন, সাধুতে—শুনিয়া শুনিতে শুনিলে ; চলিত রীতিতে—শুনে শুনতে শুনলে। হাওয়াই প্রতিশ্রুতি শুনিয়া শুনিয়া অরুচি হইয়া গিয়াছে। কেরোসিন দিচ্ছে শুনে ছুটে এলাম।

(গ) ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর (**পাঁচটি**) ঃ রাবণি ; বৈমাত্রেয় ; জটিল ; রামায়ণ ; যশস্বী ; প্রতিবাদ ; ঝড়ো (হাওয়া) ; বড়াই।

উত্তর ঃ রাবণি = রাবণ + ঞি (ই)—(অপত্যার্থে)। জটিল = জটা + ইল (আছে অর্থে)। যশস্বী = যশঃ + বিন্ (কর্তৃকারকের একবচন)। প্রতিবাদ = প্রতি-√ বদ্ + ঘঞ্ (অ)। ঝড়ো = ঝড় + উয়া = ঝড়ুয়া > ঝড়ো (উচ্চারণ ঝোড়ো)। বড়াই = বড় + আই (ভাব বোঝাতে)। রামায়ণ = রাম + ফায়ন (আয়ন)—(সম্বন্ধার্থে—এটি সন্ধির প্রশ্ন, প্রত্যয়ের প্রশ্নই নয়)।

(ঘ) এককথায় প্রকাশ কর (**পাঁচটি**) ঃ জানার ইচ্ছা ; জলে জন্ম যার ; সংসদের

সদস্য ; বিধানসভার সদস্য ; যিনি উপন্যাস লেখেন ; পুরোহিতের কাজ ; জয়সূচক উৎসব ; যে নিজেকে হীন মনে করে।

উত্তর : জিজ্ঞাসা। জলজ। সাংসদ। বিধায়ক। ঔপন্যাসিক। পৌরোহিত্য। জয়ন্তী। হীনম্মন্য।

(ঙ) করা, কাটা, ধরা, ওঠা, দেখা—যেকোনো একটিকে অবলম্বন করে **পাঁচটি** ভিন্নার্থক বাক্যরচনা কর।

উত্তর : করা : (১) হরেকেষ্ট মুখ্যু হোক, গায়েগতরে খেটে এ বাজারেও তো করে (উপার্জন করে) খাচ্ছে। (২) বউমাকে নৌকো করে (যোগে) নিয়ে আসা ছাড়া উপায় দেখছি না, গৌরী। (৩) "আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে (সমবেত হওয়া), বিজলী হানে ঘন।" (৪) লোহার কারবারে লোহিয়ারা মোটা টাকা করেছে (সঞ্চয় করা)। (৫) ওকালতিতে ওমপ্রকাশ অল্পদিনেই নাম করেছে (খ্যাতি পাওয়া) বেশ। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

কাটা : (১) একটা মাস ছুটি কোথা দিয়ে যে কেটে গেল (শেষ হওয়া), বুঝতে পারলাম না। (২) কবিতার বই চিরকালই বাজারে কাটে (বিক্রয় হয়) কম। (৩) কচি মনে যে দাগ কেটেছে (প্রভাব পড়া), তা তো মোছবার নয়। (৪) দুঃখের মেঘ যতই ঘনিয়ে আসুক, একদিন-না-একদিন তা কাটবেই (দূরীভূত হওয়া)। (৫) বড়োদের সঙ্গে কথা কাটার (বাদ-প্রতিবাদ করা) বদ-স্বভাবটা-এবার পালটাতে হবে আমায়। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

ধরা : ৮ পৃষ্ঠায় ১৯৮৯ সালের ৬ (ছ) (iii) প্রশ্নের উত্তর দেখ।

ওঠা : (১) দণ্ডখানেকের মধ্যেই পুবগগনে সূর্য উঠবে (উদিত হওয়া)। (২) বাজারে নতুন গুড় এখনও ওঠেনি (আমদানি হওয়া)। (৩) এ বছর চাঁদা আশামতো ওঠেনি (সংগৃহীত হওয়া)। (৪) কথাটা বড়োবাবুরও কানে শেষ পর্যন্ত উঠল (প্রবেশ করা)। (৫) রোগীর জ্বর তো বিকালেই বেশী উঠছে (বৃদ্ধি পাওয়া)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

দেখা : (১) শরীরটা ভালো যাচ্ছে না ডাক্তারবাবু, হাতটা একবার দেখুন (নাড়ী পরীক্ষা করা)। (২) অসময়ে কেউ কাউকে দেখবে না (সেবাশুশ্রূষা করা), কেবল বিষয়-সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার চেষ্টা। (৩) একটা চলনসই বাড়ি তো দেখছি (সন্ধানে থাকা), কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না। (৪) দলিলের খসড়াটা একবার দেখ তো দাদা (পাঠ করা)। (৫) আর একটু দেখি (অপেক্ষা করা) যদি শেষ ট্রেনটাতেই আসে। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) নির্দেশ-অনুসারে পরিবর্তন কর (পাঁচটি) : (i) বৃষ্টি হলে বেড়াতে যাব না (জটিল বাক্যে)। (ii) সে গরিব কিন্তু অসৎ নয় (সরল বাক্যে)। (iii) রবীন্দ্রনাথের নাম সকলেই জানে (প্রশ্নবোধক বাক্যে)। (iv) সে অপরাধী নয় (অস্তার্থক বাক্যে)। (v) এই পাড়াগাঁয়ে মোগলাইখানা কোথায় পাবে? (নঞর্থক বাক্যে)। (vi) তার দুঃখের শেষ নেই (আবেগসূচক বাক্যে)। (vii) বইটা আমার পড়া হয় নি (কর্তৃবাচ্যে)।

উত্তর : (i) যদি বৃষ্টি হয় তাহলে বেড়াতে যাব না (জটিল)। (ii) গরিব হলেও

BANGODARSHAN.COM

সে অসৎ নয় (সরল)। (iii) রবীন্দ্রনাথের নাম কে না জানে? (প্রশ্নবোধক) (iv) সে নিরপরাধ (অস্তার্থক)। (v) এই পাড়াগাঁয়ে মোগলাইখানা কোথাও পাবে না (নঞর্থক)। (vi) কী যে অন্তহীন দুঃখ তার। (আবেগসূচক)। (vii) বইটা আমি পড়িনি (কর্তৃবাচ্য)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) মূল ধরে বিবেচনায় শব্দগুলি কোন্ শ্রেণীর তা নির্দেশ কর (**পাঁচটি**) **[বিদেশী শব্দ থাকলে শুধু 'বিদেশী' লিখলেই চলবে]** : মাছ ; আলতা ; নেমন্তন্ন ; ভিডিও ; বালিকা ; তালিকা ; ঢেউ ; সাবান।

উত্তর : মাছ—তদ্ভব। আলতা—তদ্ভব। নেমন্তন্ন—অর্ধ-তৎসম। ভিডিও—বিদেশী (ইংরেজী)। বালিকা—তৎসম। তালিকা—আরবী। ঢেউ—দেশী। সাবান—বিদেশী (পোর্তুগীজ)।

১৯৮৮

৫। পাঠ্যাংশ থেকে প্রস্তুত প্রশ্নগুলির যেকোনো **দুটির** উত্তর দাও :

(ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : বৃষ্টিধৌত, বজ্রনাদ, দাঁতকপাটি, অণুবীক্ষণ, সঙ্গিহীন, দেশাচার, জলাতঙ্ক, বৃহস্পতি।

উত্তর : বৃষ্টিধৌত = বৃষ্টিতে (বৃষ্টিদ্বারা) ধৌত (করণ-তৎপুরুষ)। বজ্রনাদ = বজ্রের নাদ (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। দাঁতকপাটি = দাঁতে কপাটি (রুদ্ধ কপাটের মতো অবস্থা)—অধিকরণ-তৎপুরুষ। অণুবীক্ষণ = অণু (অণুকে) বীক্ষণ করা (বিশেষভাবে দেখা) যায় যার দ্বারা (যন্ত্রবিশেষ—সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। সঙ্গিহীন = সঙ্গীর দ্বারা হীন ('হীন' শব্দযোগে অ-কারক-তৎপুরুষ)। দেশাচার = দেশে প্রচলিত আচার (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। জলাতঙ্ক = জল থেকে আতঙ্ক (অপাদান-তৎপুরুষ)। বৃহস্পতি = বৃহতের (বাক্যের) পতি (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় লেখ : চলন, সৃষ্টি, আরোহণ, দৃষ্ট, সৌন্দর্য, মেঘলা, প্রসাব, নবীনতা।

উত্তর : চলন = √চল্ + অন (অনট্)। সৃষ্টি = √ সৃজ্ + ক্তি (তি)। আরোহণ = আ-√রুহ্ + অনট্। দৃষ্ট = √ দৃশ্ + ক্ত (ত)। সৌন্দর্য = সুন্দর + ষ্ণ্য (ভাব অর্থে)। মেঘলা = মেঘ + লা (যুক্ত অর্থে)। প্রসাব = প্র- √ সু + ঘঞ্ (অ)। নবীনতা = নবীন + তা (ভাবার্থে)।

(গ) যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর : মনোহর, কিঞ্চিৎ, স্বাক্ষর, অত্যন্ত, হরিদ্বর্ণ, দেবর্ষি, নীরব, কৃতার্থ।

উত্তর : মনোহর = মনঃ + হর। কিঞ্চিৎ = কিম্ + চিৎ। স্বাক্ষর = স্ব + অক্ষর। অত্যন্ত = অতি + অন্ত। হরিদ্বর্ণ = হরিৎ + বর্ণ। দেবর্ষি = দেব + ঋষি। নীরব = নিঃ + রব। কৃতার্থ = কৃত + অর্থ। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নীচের যেকোনো **পাঁচটি** শব্দ দিয়ে বাক্যরচনা কর : ঝাপসা, সতৃষ্ণ, গ্রন্থবৈগুণ্যে, ন যযৌ ন তস্থৌ, লাভালাভ, যথাসর্বস্ব, সমাচ্ছন্ন, দক্ষযজ্ঞ।

উত্তর : প্রশ্নপত্র পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মানসিক চাঞ্চল্যে জানা উত্তরও ঝাপসা হয়ে এল। বিমানবন্দর ছাড়ার পর বিমানটিকে যতক্ষণ দেখা গেল, সন্তানকে-বিদায়-দিতে-আসা মা

ততক্ষণ সেটির দিকে **সতৃষ্ণ** দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। **গ্রহবৈগুণ্যে** কী যে দুর্গতিতে পড়তে হয়েছিল তা কহতব্য নয়। চোখের পলকে বাঞ্ছিততমকে দেখে সদ্য-আসন-ছেড়ে-ওঠা উমার তখন **ন যযৌ ন তস্থৌ** অবস্থা। জাগতিক **লাভালাভ** সদাশয় ব্যক্তিকে কখনই চঞ্চল করে না। গত আটান্তরের বন্যায় গ্রামের **যথাসর্বস্ব** খুইয়ে এখন শহরের ফুটপাতকে আশ্রয় করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলার পর বঙ্কিমচন্দ্রের **সমাচ্ছন্ন** ভাবটি কাটতে সময় লেগেছিল। আজকাল তুচ্ছ কারণে কথাকাটাকাটি হতে-হতে হাতাহাতি লাঠালাঠি, এমনকি **দক্ষযজ্ঞ** পর্যন্ত ঘটে যায়। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(**ক**) উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও ঃ অক্ষর, মাত্রা, আদেশ, ণত্ব-বিধান, ষত্ব-বিধান।

উত্তর ঃ অক্ষর ঃ বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম চেষ্টায় কোনো শব্দের যতটুকু অংশ একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, সেই অংশটুকুর নাম অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণে একটি স্বরধ্বনি থাকবেই। পিতা (পি-তা) দুটি অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ। জানকী (জা-ন-কী) তিনটি অক্ষরযুক্ত শব্দ। পৃথক্ (পৃ-থক্) দুটি অক্ষরযুক্ত শব্দ। মা—একাক্ষর শব্দ।

মাত্রা ঃ অক্ষরের উচ্চারণকালের একককে বলে মাত্রা। সাধারণত হ্রস্বস্বর একমাত্রার। যেমন, অ ই উ ঋ—প্রতিটি স্বরই একমাত্রার। দীর্ঘস্বর হল দু-মাত্রার। যেমন, আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ—প্রতিটি স্বরই দু-মাত্রার—এই হিসাবটা খাঁটী সংস্কৃত উচ্চারণের। খাঁটী বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ-নির্বিশেষে সমস্ত স্বরই একমাত্রার। কৌতুকী (কৌ-তু-কী) —তিন অক্ষরের এই শব্দটিতে একটি করে মোট তিনটি মাত্রা রয়েছে।

আদেশ ঃ কোনো বর্ণ বা শব্দাংশের স্থানে অন্য বর্ণ বা শব্দাংশ এলে তাকে আদেশ বলা হয়। যেমন, আছ্ (ধাতু) + ইলে = থাকিলে। এখানে আছ্ ধাতুর স্থানে থাক্ আদেশ হয়েছে। অব- √ হেড্ + অ + আ = অবহেলা। এখানে ড্ স্থানে ল্ আদেশ হয়েছে।

ণত্ব-বিধান ঃ বাংলা বানানে তৎসম শব্দের কোথায় কোথায় দন্ত্য ন পরিবর্তিত হয়ে **মূর্ধন্য ণ** হয়, যে নিয়মে তা জানা যায়, তাকে ণত্ব-বিধান বলে। প্র-নাম = প্রণাম—নাম কথাটির দন্ত্য ন **মূর্ধন্য ণ** হয়ে গেছে। অপর-অহ্ন = **অপরাহ্ণ**—এখানেও হ্ন হয়ে গেছে হ্ণ। [মনে রেখো হ্ + ন = হ্ন, হ্ + ণ = হ্ণ।]

ষত্ব-বিধান ঃ বাংলা বানানে তৎসম শব্দের কোথায় কোথায় দন্ত্য স পরিবর্তিত হয়ে **মূর্ধন্য ষ** হয়, যে নিয়মে তা জানা যায়, তাকে ষত্ব-বিধান বলে। প্রসাদ কিন্তু বিষাদ ; ভস্ম কিন্তু ভীষ্ম—দুটি ক্ষেত্রেই দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ হয়ে গেছে।

(**খ**) বাক্য কাকে বলে ? বাক্যের সঙ্গে পদের সম্পর্ক কী ? পদ কত প্রকার ? ক্রিয়াপদ কাকে বলে ? অসমাপিকা ক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ যে কয়টি সুসজ্জিত পদের দ্বারা মনের কোনো একটি ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, সেই পদসমষ্টিকে বাক্য বলে।

প্রতিটি পদই বাক্যের এক-একটি অংশ। এইটি হচ্ছে বাক্য ও পদের সম্পর্ক। বাক্যমধ্যে অযথারণে কোনো কথা থাকবেই না।

পদ মোটামুটি পাঁচ প্রকার।

মূল ধাতুর সঙ্গে কিংবা সাধিত ধাতুর সঙ্গে ধাতুবিভক্তি যোগ করে যাওয়া আসা করা বসা থাকা ইত্যাদি যে কার্যবাচক পদের সৃষ্টি হয়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

BANGODARSHAN.COM

পরিচয় **পেয়ে** প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে আমাদের তিনি অভ্যর্থনা জানালেন।—'পেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়া।

(**গ**) শব্দগুলির সার্থক প্রয়োগের দ্বারা বাক্যরচনা কর (যেকোনো পাঁচটি) ঃ কানকাটা, কথা কাটাকাটি, চোখ টিপলেন, পায়ে ঠেলে, বুকের পাটা, হাতের নোয়া, হাতটান, মুখে মুখে।

উত্তর ঃ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তো বটেই, প্রশাসনিক ব্যাপারেও নারী আজ পুরুষের কান **কেটে দিচ্ছে** (পরাভূত করা)। যার সঙ্গেই হোক, **কথাকাটাকাটির** (সমানে উত্তর-প্রত্যুত্তর করা) বদস্বভাবটা বর্জন করা উচিত। মহম্মদ **চোখ টিপতেই** (চোখের ইশারা) সহস্র সশস্ত্র সৈনিক চকিতে কক্ষে প্রবেশ করল। দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন যখন, পরের কথায় আমাকে **পায়ে ঠেলবেন** (আশ্রয়চ্যুত করা) না। বড়োবাবুর মুখের ওপর কেমন উচিত কথাটা শুনিয়ে দিল, একেই তো বলি **বুকের পাটা** (দুঃসাহস)। মঠাধ্যক্ষ আশীর্বাদ করলেন, "হাতের **নোয়া** আর সিঁথির সিঁদুর (সধবার লক্ষণ) তোমার অক্ষয় হোক, মা।" নতুন কাজের লোকটার **হাতটান** (ছোটোখাটো চুরির অভ্যাস) আছে, টাকাকড়ি সাবধানে রেখো। ছড়াগুলো কতকাল ধরে যে **মুখে মুখে** (পুরুষ-পরম্পরায়) চলে এসেছে, কে তার হিসেব করবে ? [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(**ঘ**) যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ অগ্র, দক্ষিণ, উদ্যত, নিম্নগ, ইদানীন্তন, উৎকর্ষ, নির্গুণ, জ্যেষ্ঠা, তন্ময়তা, তারুণ্য, নন্দিত।

উত্তর ঃ বিপরীতার্থক শব্দ ঃ অগ্র—পশ্চাৎ ; দক্ষিণ—উত্তর (দিক্ বোঝালে), বাম (পক্ষ বোঝালে) ; উদ্যত—বিরত ; নিম্নগ—ঊর্ধ্বগ ; ইদানীন্তন—তদানীন্তন ; উৎকর্ষ—অপকর্ষ ; নির্গুণ—সগুণ ; জ্যেষ্ঠা—কনিষ্ঠা ; তন্ময়তা—মন্ময়তা ; তারুণ্য—প্রাবীণ্য ; নন্দিত—নিন্দিত।

(**ঙ**) চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর ঃ সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্য তিনি যাহা পাঠ দিতেন তাহা জমা করিবার নয়, তাহা হজম করিবার, তাহা ছেলেদের মনের খাদ্য হইয়া উঠিত। তিনি তাহাদের মনকে দিতেন অবগাহন-স্নান, তাহার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করিয়া (তিনি) সাহিত্যের উদার মুক্তি দিতে পারিতেন।

উত্তর ঃ [চলিত ভাষায়] সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্য তিনি যা পাঠ দিতেন তা হজম করবার, তা ছেলেদের মনের খাদ্য হয়ে উঠত। তিনি তাদের মনকে দিতেন অবগাহন-স্নান ; তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে (তিনি) সাহিত্যের উদার মুক্তি দিতে পারতেন।

(**চ**) **শব্দগুলির লিঙ্গান্তরিত রূপ লেখ : প্রণেতা, মানবী, মুগ্ধ, শিক্ষক, গৌর।**

উত্তর ঃ প্রণেতা (পুং)—প্রণেত্রী (স্ত্রী) ; মানবী (স্ত্রী)—মানব (পুং) ; মুগ্ধ (পুং)—মুগ্ধা (স্ত্রী) ; শিক্ষক (পুং)—শিক্ষিকা (স্ত্রী) ; গৌর (পুং)—গৌরী (স্ত্রী)।

(**ছ**) **যেকোনো পাঁচটি ইংরেজী শব্দ বাংলা লিপিতে লেখ : Judge, Holychild Institute, Hugo, Knack, Express, Parliament, Roman, Report.**

উত্তর ঃ জাজ ; হোলিচাইল্ড ইনস্টিটিউট ; হুগো, ন্যাক ; এক্সপ্রেস ; পার্লামেন্ট ; রোমান ; রিপর্ট।

(জ) একাধিক শব্দে গঠিত কথাগুলিকে একটি কথায় পরিণত কর (যেকোনো পাঁচটি) : দিনের শেষ, যাহা অনুকরণ করা যায় না, যিনি পূর্বে অধ্যাপক ছিলেন, যাহাকে পরাভূত করা যায় না, যে নারীর পতিও নাই পুত্রও নাই, হরিণের চর্ম, আরোহণ করেছে যে।

উত্তর : সায়াহ্ন ; অননুকরণীয় ; অধ্যাপকবর ; অপরাজেয় ; অবীরা ; অজিন ; আরূঢ়

১৯৮৮ (একসটার্নাল)

৫। পাঠ্যাংশ থেকে প্রস্তুত ব্যাকরণের প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটির উত্তর দাও :

(ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : গগনভেদী, বিশ্বগ্রাসী, সিংহাসন, তুষারজীর্ণ তীর্থোদক।

উত্তর : গগনভেদী = গগন ভেদ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ) ; বিশ্বগ্রাসী = বিশ্বকে গ্রাস করে যে (উপপদ তৎপুরুষ) ; সিংহাসন = সিংহচিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) ; তুষারজীর্ণ = তুষারদ্বারা জীর্ণ (করণ-তৎপুরুষ) ; তীর্থোদক = তীর্থের উদক (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ (যেকোনো পাঁচটি) : আদি, অস্তমিত, সূক্ষ্ম, প্রসারিত দিবস, দিবাকর।

উত্তর : বিপরীতার্থক শব্দ : আদি—অন্ত ; অস্তমিত—উদিত ; সূক্ষ্ম—স্থূল ; প্রসারিত—সঙ্কুচিত ; দিবস—রাত্রি, রজনী ; দিবাকর—নিশাকর।

(গ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো পাঁচটি) : নিরলংকৃত, যাতায়াত, দুর্দম, জন্মান্তর দিঙ্মণ্ডল, তরঙ্গান্দোলন, পশ্চাদাগত।

উত্তর : নিরলংকৃত = নিঃ + অলম্ + কৃত ; যাতায়াত = যাত + আয়াত ; দুর্দম = দুঃ + দম ; জন্মান্তর = জন্ম + অন্তর ; দিঙ্মণ্ডল = দিক্ + মণ্ডল ; তরঙ্গান্দোলন = তরঙ্গ + আন্দোলন ; পশ্চাদাগত = পশ্চাৎ + আগত।

(ঘ) পদপরিবর্তন কর (যেকোনো পাঁচটি) : পৃথিবী, অধিকার, উত্তীর্ণ, নিঃশব্দ, হিংসা মলিন, ভূগোল।

উত্তর : পৃথিবী (বি)—পার্থিব (বিণ) ; অধিকার (বি)—অধিকৃত (বিণ) ; উত্তীর্ণ (বিণ)—উত্তরণ (বি) ; নিঃশব্দ (বিণ)—নৈঃশব্দ্য (বি) ; হিংসা (বি)—হিংসুক (বিণ) ; মলিন (বিণ)—মালিন্য, মলিনতা (বি) ; ভূগোল (বি)—ভৌগোলিক (বিণ)।

(ঙ) কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি) : মেঘে (আচ্ছন্ন) ; আগুনে (পুড়তে লাগল) ; অন্ধকারে (ছেয়ে গিয়েছে) ; হাওয়ায় (শরীর জুড়াল) ; (বল্লমের) খোঁচায় ; চিকিৎসাবিদ্যা (অধ্যয়ন করেন নি) ; পণ্ডিতে (বলিতে পারে না)।

উত্তর : মেঘে = করণে 'এ' বিভক্তি ; আগুনে = অধিকরণে 'এ' বিভক্তি ; অন্ধকারে = করণে 'এ' বিভক্তি ; হাওয়ায় = করণে 'এ' বিভক্তি (হাওয়া + এ : এ বিভক্তিটি য় হয়ে গেছে) ; খোঁচায় = করণে 'এ' বিভক্তি ; চিকিৎসাবিদ্যা = কর্মে শূন্যবিভক্তি ; পণ্ডিতে = কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) যেকোনো পাঁচটির বিবরণ ও উদাহরণ দাও : অপিনিহিতি, স্বরসঙ্গতি, মাত্রা,

BANGODARSHAN.COM

বিপ্রকর্ষ, স্পর্শবর্ণ, মহাপ্রাণধ্বনি, সমীকরণ।

উত্তর : অপিনিহিতি : শব্দের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনযুক্ত কোনো ই-কার বা উ-কার থাকলে, সেই ই-কার বা উ-কারকে ব্যঞ্জনটির অব্যবহিত পূর্বেই উচ্চারণ করবার রীতিকে অপিনিহিতি বলে। ই-কারের অপিনিহিতি : আজি > আইজ ; করিয়া > কইর‍্যা। উ-কারের অপিনিহিতি : সাধু > সাউধ ; মাছুয়া > মাউছুয়া (এখানে উ-কার স্বস্থানে থাকা সত্ত্বেও ব্যঞ্জনটির পূর্বে আর একটি উ এসে গেছে)।

স্বরসঙ্গতি : বাংলায়, বিশেষভাবে চলিত বা মৌখিক বাংলায় কোনো কোনো শব্দে পূর্বস্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের যে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়, উচ্চারণগত সেই বিশিষ্ট রীতির নাম স্বরসঙ্গতি।

পূর্বস্বরের প্রভাবে পরস্বরের পরিবর্তন : খুড়া—খুড়ো, ভিক্ষা—ভিক্ষে।

পরস্বরের প্রভাবে পূর্বস্বরের পরিবর্তন : শিখা—শেখা, শুনা—শোনা।

শব্দমধ্যস্থ বিভিন্ন প্রকৃতির স্বরধ্বনির মধ্যে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যস্থাপনের নামই স্বরসঙ্গতি।

মাত্রা—১৫ পৃষ্ঠায় ৬ (ক) প্রশ্নোত্তর এবং **বিপ্রকর্ষ**—১১ পৃষ্ঠায় ৬ (খ) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ দেখ।

স্পর্শবর্ণ : ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত যে পঁচিশটি বর্ণ উচ্চারণ করবার সময় জিহ্বার কোনো-না-কোনো অংশ কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা বা দন্ত স্পর্শ করে অথবা অধরের সঙ্গে ওষ্ঠের স্পর্শ হয়, সেই পঁচিশটি বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে।

ক্ থেকে ঙ্—জিহ্বামূল কণ্ঠ স্পর্শ করে ; চ্ থেকে ঞ্—জিহ্বার মধ্যভাগ তালু স্পর্শ করে ; ট্ থেকে ণ্—জিহ্বাগ্রভাগ উলটিয়ে মূর্ধা স্পর্শ করে ; ত্ থেকে ন্—জিহ্বাগ্র উপর পাটির দন্ত স্পর্শ করে ; এবং প্ থেকে ম্—উচ্চারণে অধরের সঙ্গে ওষ্ঠের স্পর্শ হয়।

মহাপ্রাণধ্বনি : প্রতিটি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থবর্ণের উচ্চারণে নিশ্বাস যুক্ত হয় বলেই এইসকল বর্ণের কর্ণে শ্রুত ধ্বনিগুলিকে মহাপ্রাণধ্বনি বলা হয়। যেমন, খ্ ঘ্, ছ্ ঝ্, ঠ্ ঢ্, থ্ ধ্, ফ্ ভ্। অল্পপ্রাণ বর্ণের সঙ্গে হ-কার জাতীয় নিশ্বাসধ্বনি যুক্ত হলেই মহাপ্রাণধ্বনির উচ্চারণ হয়। ক্ + হ্ = খ্ ; ব্ + হ্ = ভ্।

সমীকরণ : কোনো শব্দের মধ্যে বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ধ্বনি দুটিকে একই ধ্বনিতে, কখনও-বা একই বর্গের ধ্বনিতে রূপান্তরিত করার নাম সমীকরণ বা সমীভবন। যেমন, চন্দন > চন্নন (পূর্ববর্তী ন্-র প্রভাবে ঠিক পরবর্তী দ ন হয়ে গেছে—প্রগত সমীকরণ)। জন্ম > জম্ম (পরবর্তী ম-র প্রভাবে ঠিক পূর্ববর্তী ন্ ম্ হয়ে গেছে—পরাগত সমীকরণ)। উদ্‌শ্বাস > উচ্ছ্বাস—পরবর্তী শ্-র প্রভাবে পূর্ববর্তী দ্ চ্ হয়েছে, নবজাত সেই চ্-র প্রভাবে পরবর্তী শ্ ছ্ হয়ে গেছে—অন্যোন্য সমীকরণ)।

(খ) উপযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর : ক্ষত্রিয়ের পত্নী = ... ; রাজন্ + ঈ = ... ; রোগিন্ + ঈ = ... ; আচার্যের বৃত্তিগ্রহণকারিণী = ... ; উপাধ্যায়ের পত্নী = ... ।

উত্তর : ক্ষত্রিয়ী ; রাজ্ঞী ; রোগিণী ; আচার্যা ; উপাধ্যায়ানী।

(গ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ (যেকোনো পাঁচটি) : চঞ্চল, দুষ্কর, দ্রুতগামী, বিষ, বিনয়, বিষণ্ণ, ধূর্ত।

উত্তর : বিপরীতার্থক শব্দ : চঞ্চল—স্থির ; দুষ্কর—সুকর ; দ্রুতগামী—শ্লথগামী ; বিষ—অমৃত ; বিনয়—ঔদ্ধত্য ; বিষণ্ণ—প্রসন্ন ; ধূর্ত—সরল।

(ঘ) নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্যগঠন কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, রাই কুড়িয়ে বেল, যত গর্জে তত বর্ষে না, শিব গড়তে বাঁদর, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, সাত খুন মাপ।

উত্তর : বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামলাতে হবে, **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো** কুলদাবাবু এখনও যখন রয়েছেন, তাঁকেই গিয়ে ধরুন না কেন (ভালো কাজ নয়, দুর্নামের কাজটুকুই যাকে দিয়ে করানো হয়)। আসন্ন আন্দোলনে সব কর্মীকেই সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে, **ধরি মাছ না ছুঁই পানির** নীতি আর চলতে দেওয়া হবে না (ভালো কাজের ফলভোগে আগ্রহী অথচ বিপদের ঝুঁকি নিতে একেবারে অনিচ্ছুক)। শিক্ষক-জীবনে প্রভিডেন্ট ফানডের টাকাটাই তো একমাত্র **রাই কুড়িয়ে বেল** (অল্পস্বল্প সঞ্চয় করে দীর্ঘ কাল পরে বড়ো জিনিস গড়ে তোলা)। যেসব প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা বড়ো বড়ো বুলি আওড়ান, সেখানে কাজকর্ম যে কীরকমটা হয় তা কারুরই অজানা নয়, **যত গর্জে কখনই তত বর্ষে না** (আড়ম্বর যেখানে যত বেশী, আন্তরিকতা সেখানে তত কম)। ভাগনেটাকে এনে মানুষ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে সে গোল্লায় যাচ্ছে, এ যে **শিব** গড়তে **বাঁদর** হচ্ছে (ভালো জিনিস গড়ার চেষ্টা পণ্ড হওয়া)। জটিল অঙ্কের ব্যাপারটা স্যারের কাছে গিয়ে মিটিয়ে নিলেই যখন হয়, তখন আর তর্কাতর্কি কেন, এ তো হাতে **পাঁজি মঙ্গলবার** (প্রত্যক্ষভাবেই যখন জানার পথ রয়েছে তখন অনুমানের উপর নির্ভর করা কেন)। দুয়োরানীর ছেলের সামান্য কারণেই শূলদণ্ড হল অথচ সুয়োরানীর ছেলের **সাত খুন মাপ** (একই অপরাধে বিচারের নিদারুণ পক্ষপাতিত্ব)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থপার্থক্য নির্ণয় কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : অবদ্য, অবধ্য ; অপেক্ষা, উপেক্ষা ; মড়া, মরা ; উপযুক্ত, উপর্যুক্ত ; আহরণ, আরোহণ ; আশয়, আশ্রয় ; নন্দিত, নিন্দিত।

উত্তর : অবদ্য—অকথ্য, অবধ্য—বধের অযোগ্য। অপেক্ষা—প্রত্যাশা, উপেক্ষা—অনাদর। মড়া—মৃতদেহ, মরা—মৃত্যুবরণ করা। উপযুক্ত—যোগ্য, উপর্যুক্ত—উল্লিখিত। আহরণ—চয়ন, আরোহণ—উপরে ওঠা। আশয়—আধার বা অন্তঃকরণ, আশ্রয়—আবাস। নন্দিত—বন্দিত, নিন্দিত—নিন্দাপ্রাপ্ত।

(চ) নীচের শব্দগুলির প্রতিশব্দ লেখ দুটো করে (যেকোনো **পাঁচটি**) : ইচ্ছা, ঈশ্বর, অশ্ব, তরঙ্গ, বায়ু, হস্তী, সর্প, সূর্য।

উত্তর : ইচ্ছা = অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা। **ঈশ্বর** = বিধাতা, ভগবান্। **অশ্ব** = তুরঙ্গ, হয়। **তরঙ্গ** = ঢেউ, ঊর্মি। **বায়ু** = অনিল, বাতাস। **হস্তী** = করী, কুঞ্জর। **সর্প** = ভুজঙ্গ, ফণী। **সূর্য** = দিবাকর, সবিতা।

(ছ) সাধু ভাষায় রূপান্তরিত কর : পঁচিশ বছর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার বয়স দশ-এগারো বছর হবে। আমাদের বাসার কাছে ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়ে আমাদের যাতায়াত করতে হত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসে বিপুলকায় একটি বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কী পড়ত।

উত্তর : [সাধু] পঁচিশ বছর পূর্বে একবার আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। তখন আমার

বয়স দশ-এগারো বছর হইবে। আমাদের বাসার কাছে ছিল একটি মুদিখানা। তাহার পাশ দিয়া আমাদের যাতায়াত করিতে হইত। সেই মুদিখানায় একটি বৃদ্ধ গদিতে বসিয়া বিপুলকায় একটি বই লইয়া সাপ-খেলানো সুরে কী পড়িত।

১৯৮৭

৫। নীচের প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটির উত্তর লেখ :

(ক) নির্দেশ-অনুযায়ী পরিবর্তিত কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : (১) তাঁর পিতার চামড়ার ব্যবসা ছিল (পিতাকে কর্তৃপদে ব্যবহার কর)। (২) শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসংগত (প্রশ্নবোধক বাক্যে)। (৩) তাঁকে টিকিট কিনতে হয় নি (কর্তৃবাচ্যে)। (৪) এই কেলুবৃক্ষের কোনো পুষ্প হয় না (অন্বর্থক বাক্যে)। (৫) এত লাভ তাহার অদৃষ্টে আর কখনও হয় নাই (প্রশ্নবোধক বাক্যে)। (৬) একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল (জটিল বাক্যে)। (৭) গোড়া থেকে বলি (ভাববাচ্যে)।

উত্তর : (১) তাঁর পিতা চামড়ার ব্যবসা করতেন (পিতা—কর্তৃপদ)। (২) শিক্ষকতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল কি ? (প্রশ্নবোধক) (৩) তিনি টিকিট কেনেন নি (কর্তৃবাচ্য)। (৪) এই কেলুবৃক্ষ পুষ্পহীন (অন্বর্থক বাক্য)। (৫) এত লাভ তাহার অদৃষ্টে কোনোদিন হইয়াছে কি ? (প্রশ্নবোধক বাক্য) (৬) বাপ্পার যখন একশত বৎসর বয়স তখন তাঁর মৃত্যু হল (জটিল বাক্য)। (৭) গোড়া থেকে বলা যাক (ভাববাচ্য)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের তৎসম রূপ লেখ : কুড়ালি, মাটি, ছিনাথ, শাওন, গাই, পঁচিশ, দুপুর।

উত্তর : তৎসম রূপ : কুড়ালি—কুঠার ; মাটি—মৃত্তিকা ; ছিনাথ—শ্রীনাথ ; শাওন—শ্রাবণ ; গাই—গবী ; পঁচিশ—পঞ্চবিংশতি ; দুপুর—দ্বিপ্রহর।

(গ) বিপরীতার্থক শব্দ বল (যেকোনো পাঁচটি) : বিসর্জন, অনুরাগ, সমষ্টি, নবীন, উত্তম, জনবিরল, আরোহণ।

উত্তর : বিপরীতার্থক শব্দ : বিসর্জন—আবাহন ; অনুরাগ—বিরাগ ; সমষ্টি—ব্যষ্টি ; নবীন—প্রবীণ ; উত্তম—অধম ; জনবিরল—জনাকীর্ণ ; আরোহণ—অবরোহণ।

(ঘ) সাধুভাষায় পরিবর্তিত কর : অনেক দিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করে উঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল।

উত্তর : [সাধু ভাষায়] অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে, বাপ্পা প্রায় বুড়া হইয়াছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় বাপ্পার গলা হইতে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়িয়া পড়িল।

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) উপসর্গ ও অনুসর্গের মধ্যে পার্থক্য কী উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : (১) উপসর্গ সবই অব্যয়, কিন্তু অনুসর্গ কিছু অব্যয়, আর বেশির ভাগই ক্রিয়া—অব্যয়রূপে ব্যবহৃত। যেমন, প্র পরা অপ সম্ ইত্যাদি উপসর্গ অব্যয় ; দিয়ে ধরে করে প্রভৃতি অনুসর্গ মূলত ক্রিয়া—কিন্তু অব্যয়রূপে প্রযুক্ত, যেমন—দিয়ে (দিয়া), ধরে (ধরিয়া), করে (করিয়া) ইত্যাদি। (২) উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বসে ধাতুটির

BANGODARSHAN.COM

অর্থপরিবর্তন ঘটায়, কিন্তু অনুসর্গ বিশেষ্য-বিশেষণের পরে বসে শব্দবিভক্তির কাজ করে। কৃ ধাতুর অর্থ হল করা ; আ-√ কৃ + ঘঞ্ = আকার (চেহারা) ঃ ধাতুর অর্থপরিবর্তন ঘটে গেছে। বুদ্ধির ঘাটতি পরিশ্রম দিয়ে পুষিয়ে নিই—দিয়ে অনুসর্গটি 'পরিশ্রম' পদটির পরে বসে শব্দবিভক্তির কাজ করছে (করণকারক)। (৩) উপসর্গ ধাতুটির সঙ্গে মিলেমিশে বসে, কিন্তু অনুসর্গ মূল পদটির পরে একটু তফাতে বসে। দু নং-এর উদাহরণে 'আকার' শব্দটিতে আ উপসর্গটি 'কার' (√কৃ + ঘঞ্) অংশটির সঙ্গে মিলেমিশে বসেছে। কিন্তু দিয়ে অনুসর্গটি 'পরিশ্রম' বিশেষ্যপদটির পরে একটু তফাতে বসেছে। (৪) উপসর্গ কদাপি ধাতুর পরে বসে না, অথচ অনুসর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদের পরে বসলেও মাঝে মাঝে পদটির পূর্বেও একটু তফাত রেখে বসে। যেমন, বিনা পরিশ্রমে এর চেয়ে ভালো ফসল ফলে না। (৫) প্রতি ও অতি উপসর্গ ছাড়া অন্য উপসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নেই, কিন্তু অনুসর্গের স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে। গুরুজনের প্রতিটি (বিণ) উপদেশ মাথা পেতে নিতে হয়। সেই বাগবাজার থেকে (অনুসর্গ) থেকে-থেকেই (ক্রি-বিণ) সে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসে।

(খ) তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের একটি করে উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ তৎসম—পিতা ; অর্ধ-তৎসম—কেষ্ট ; তদ্ভব—কানাই ; দেশী—ঝিঙে ; বিদেশী—জিনিস (আরবী)।

(গ) শব্দগুচ্ছের সার্থক প্রয়োগ করে পাঁচটি বাক্যরচনা কর ঃ বিন্দুবিসর্গ, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, শিরে সংক্রান্তি, মিছরির ছুরি, আমড়াগাছি, শাপে বর, বাঘের দুধ।

উত্তর ঃ কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও তাঁর পুত্র ভরত জানতেন না (ঘৃণাক্ষরে)। **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো** (১৯ পৃষ্ঠায় দেখ)। দুদিন পরেই পরীক্ষা, একেবারে শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ্), অথচ এখনও গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। কানাইবাবুর কথাগুলি ঠিক মিছরির ছুরি (মিষ্ট অথচ বেদনাদায়ক), সোজা আঁতে গিয়ে বেঁধে। আমড়াগাছি (বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চাটুবাদ) রেখে সোজাসুজি বল দেখি এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী? চিত্তরঞ্জনের আই-সি-এস পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা ভারতবর্ষের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল (আশঙ্কিত অনিষ্টের পরিবর্তে আশাতীতভাবে ইষ্টলাভ)। টুকুরামকে টাকা দিলে বাঘের দুধও (একান্ত দুর্লভ বস্তু) আনতে পারে। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) বাংলা হরফে লেখ (যেকোনো পাঁচটি) ঃ Knight, Rousseau, Psalm, Maupassant, Budget, Einstein, Guitar.

উত্তর ঃ নাইট, রুশো, সাম, মপাসাঁ, বাজেট, আইনস্টাইন, গীটার।

(ঙ) উদাহরণ দাও (যেকোনো পাঁচটি) ঃ (১) নামধাতু, (২) কর্মে অথবা অপাদানে শূন্যবিভক্তি, (৩) যৌগিক ক্রিয়া, (৪) সমধাতুজ কর্ম, (৫) অপত্যার্থে তদ্ধিত-প্রত্যয়, (৬) পুরাঘটিত বর্তমান, (৭) যৌগিক স্বর।

উত্তর ঃ (১) নামধাতু—উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া। (২) কর্মে শূন্যবিভক্তি—তিনি এখন শরৎচন্দ্র পড়ছেন। অপাদানে শূন্যবিভক্তি—দোকান পালিয়ে কোথা গিয়েছিলি রে কেষ্ট (দোকান থেকে কথাটির 'থেকে' অংশটি লোপ পেয়েছে)? (৩) যৌগিক ক্রিয়া—আপনারা সবাই বসে পড়ুন। (৪) সমধাতুজ কর্ম—জন্মশোধ শেষপূজা পূজিয়াছে তারে। (৫) অপত্যার্থে তদ্ধিত-প্রত্যয়—দশরথ + ফিঞ্ (ই) = দাশরথি (এখানে ফিঞ্ বা ই হচ্ছে অপত্যার্থক তদ্ধিত)। (৬) পুরাঘটিত বর্তমান—দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে। (৭) যৌগিক স্বর—ঔ (অউ বা ওউ ঃ একসঙ্গে অন্তত দুটি স্বরের উচ্চারণ)।

(চ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো পাঁচটি) ঃ স্বেচ্ছা, তথাস্তু, বজ্জাত, নায়ক, প্রাগুক্ত, পুরোহিত, স্বল্প।

উত্তর ঃ স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা ; তথাস্তু = তথা + অস্তু ; বজ্জাত = বদ + জাত (বাংলা সন্ধি) ; নায়ক = নৈ + অক ; পুরোহিত = পুরঃ + হিত ; প্রাগুক্ত = প্রাক্ + উক্ত ; স্বল্প = সু + অল্প। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ রূপ লেখ ঃ বাল্মিকী ; অপরাহ্ন ; সমিচীন ; মূর্ধণ্য ; ভৌগলিক ; রুচিবান্ ; মনযোগ ; অনাটন।

উত্তর ঃ বাল্মীকি, অপরাহ্ণ, সমীচীন, মূর্ধন্য, ভৌগোলিক, রুচিমান্, মনোযোগ, অনটন।

১৯৮৭ (একসটার্নাল)

৫। পাঠ্যাংশের ব্যাকরণের যেকোনো তিনটির উত্তর দাও ঃ

(ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি) ঃ বনাকীর্ণ, সিংহাসন, অনেক, কণ্ঠাগতপ্রাণ, মহাশয়, দাঁতকপাটি, নিরলংকৃত, জগদানন্দ।

উত্তর ঃ বনাকীর্ণ = বনে আকীর্ণ (করণ-তৎপুরুষ) ; সিংহাসন = সিংহচিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) ; অনেক = এক নয় (নঞ্-তৎপুরুষ) ; কণ্ঠাগত = কণ্ঠে আগত (অধিকরণ-তৎপুরুষ), কণ্ঠাগতপ্রাণ = কণ্ঠাগত প্রাণ যার (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি) ; দাঁতকপাটি = দাঁতে কপাটি (বন্ধ কপাটের মতো অবস্থা—অধিকরণ-তৎপুরুষ) ; নিরলংকৃত = অলংকৃত নয় (নঞ্-তৎপুরুষ) ; জগদানন্দ = জগতের আনন্দ (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ কৃপণতা, ঔদাসীন্য, নির্মল, অস্তমিত, নির্দোষ, আশীর্বাদ, সজল, বিপদ্।

উত্তর ঃ বিপরীতার্থক শব্দ ঃ কৃপণতা—বদান্যতা ; ঔদাসীন্য—আসক্তি ; নির্মল—সমল ; অস্তমিত—উদিত ; নির্দোষ—দোষী ; আশীর্বাদ—অভিশাপ ; সজল—নির্জল ; বিপদ্—সম্পদ্।

(গ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ কর ঃ নিষ্ঠুর, গর্জন, সমবেত, অদৃষ্ট, সন্ধ্যা, স্মরণীয়, চলন।

উত্তর ঃ নিষ্ঠুর = নিঃ-√স্থা + উর। গর্জন = √গর্জ্ + অনট্ (অন)। সমবেত = সম্-অব-√ই + ক্ত (ত)। দৃষ্ট = √দৃশ্ + ক্ত (ত) ; দৃষ্ট নয় = অদৃষ্ট (নঞ্-তৎপুরুষ সমাস)। সন্ধ্যা = সম্-√ধ্যৈ + অ + আ। স্মরণীয় = √স্মৃ + অনীয়। চলন = √চল্ + অনট্ (অন)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) যেকোনো পাঁচটি বাক্যের বন্ধনীতে দেওয়া নির্দেশ লক্ষ্য করে বাচ্যান্তর কর ঃ (১) তুমি কিছুই জান না। (কর্মবাচ্যে) (২) মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। (কর্মবাচ্যে) (৩) ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি? (ভাববাচ্যে) (৪) গোড়া থেকে বলা যাক। (কর্তৃবাচ্যে) (৫) সইতে হল। (কর্তৃবাচ্যে) (৬) ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। (ভাববাচ্যে)। (৭) হিসাব দেখিলেন। (কর্মবাচ্যে)।

BANGODARSHAN.COM

উত্তর : (১) তোমার কিছুই জানা নাই বা নেই (কর্মবাচ্য)। (২) মেজদার দ্বারা সেটি স্বাক্ষরিত হইল (**কর্মবাচ্য**)। (৩) **ভাই,** তোর কি রাজবাড়ি যাওয়া হবে (ভাববাচ্য)? (৪) গোড়া থেকে বলি (কর্তৃবাচ্য)। (৫) সইলাম (কর্তৃবাচ্য)। (৬) ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হওয়া গেল (ভাববাচ্য)। (৭) তাঁহার দ্বারা হিসাব দেখা হইল (কর্মবাচ্য)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) যেকোনো **পাঁচটি** পদের সাহায্যে বাক্যরচনা কর : গ্রহবৈগুণ্যে, পঞ্চবিংশতি, মূর্ছিত, অস্তমিত, কৃপণতা, ঔদাসীন্য, মারাত্মক, অমায়িক।

উত্তর : গ্রহবৈগুণ্যে পৌরুষসম্পন্ন পুরুষকেও বিপাকে পড়তে হয়, সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই। পরিশ্রম আর অধ্যবসায় সম্বল করে **পঞ্চবিংশতি** বৎসর বয়সেই তিনি যশস্বী হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণের পদতলে **মূর্ছিতা** মোক্ষদা। অপুরা শিষ্যবাড়ি পৌঁছবার পূর্বেই পশ্চিম আকাশে সূর্য **অস্তমিত** হল। মিতব্যয়িতা আর **কৃপণতায়** অনেক পার্থক্য। বৃন্দাবনের বাঁশির ডাক বুকের মধ্যে শুনতে পেলে এ সংসারে মানুষের **ঔদাসীন্য** জাগবেই। বানানভুল, তা সে যেকোনো বিষয়েই হোক না কেন, শিক্ষার্থীর পক্ষে **মারাত্মক** বইকি। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বড়োই **অমায়িক** ছিলেন। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) সাধু ভাষায় পরিবর্তন কর (যেকোনো **পাঁচটি** বাক্য) : ছেলেটি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন্ দিকে যাবে বুঝতে পারে না। মনে হয় বাবার সঙ্গে ইউনিয়ন অফিসে গেলেই হত ; এখন হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় নেই। ছেলেটি বুড়োর মুখের দিকে তাকায়। ওর দাদার মুখের আদল খোঁজে, কিন্তু মিল পায় না। এই বুড়ো অনেক বেশী পোড় খেয়েছে, চোয়াল-ওঠা মুখ বিধ্বস্ত।

উত্তর : [সাধু ভাষায়] ছেলেটি কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কোন্ দিকে **যাইবে** বুঝিতে পারে না। মনে হয়, বাবার সঙ্গে ইউনিয়ন অফিসে গেলেই **হইত** ; এখন হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় **নাই**। ছেলেটি **বুড়ার** মুখের দিকে তাকায়। **উহার** দাদার মুখের আদল **খুঁজে,** কিন্তু মিল পায় না। এই **বুড়া** অনেক বেশী পোড় **খাইয়াছে,** চোয়াল-উঠা মুখ বিধ্বস্ত।

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) যেকোনো পাঁচটির বিবরণ ও উদাহরণ দাও : নামধাতু, সমধাতুজ কর্তা, য়-শ্রুতি, যোগরূঢ় শব্দ, সমীভবন, তদ্ধিত-প্রত্যয়, বর্ণবিপর্যয়, স্বরাগম।

উত্তর : নামধাতু : বিশেষ্য বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়—এই নামশব্দের উত্তর আ প্রত্যয়যোগে সাধিত ধাতুকে নামধাতু বলে। এই ধাতুতে ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করলে নামধাতুজ ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়। কেবল ধাতু তো বাক্যে প্রযুক্ত হয় না।

বিষ (বিশেষ্যপদ) + আ প্রত্যয় = বিষা (বিষাক্ত করা অর্থে) নামধাতু। অর্থের প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি মানবজীবনকে বিষিয়ে তোলে।

মাইকেলী নামধাতুজ ক্রিয়া : "**উত্তরিলা** কাতরে রাবণি।" "বিস্ময়ের জাগরণ **তরঙ্গিয়া** চলিল আকাশে"—রবীন্দ্রনাথ।

সমধাতুজ কর্তা : অকর্মিকা ক্রিয়াটি যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, সেই ধাতুনিষ্পন্ন কোনো বিশেষ্য যদি সেই ক্রিয়াটির কর্তা হয়, তখন সেই কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বলে। শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে। [একই বাড়্ ধাতু থেকে বিশেষ্যপদ বাড় (√বাড়্ + অ) এবং ক্রিয়াপদ

BANGODARSHAN.COM

বেড়েছে (√বাড়্ + এছে) নিষ্পন্ন হয়েছে ; তাই **বাড়** সমধাতুজ কর্তা।]

য়-শ্রুতি : পাশাপাশি দুটি স্বরবর্ণ থাকলে বর্ণ দুটির মাঝখানে ব্যঞ্জনের অভাবজনিত শূন্যতাটুকু পূর্ণ করতে যে অর্ধস্ফুট য়্-এর আগম হয়, তারই নাম য়-শ্রুতি। মা আমায় ঘুরাবি কত?—পদাংশটি গাইবার সময় শোনাবে—মায় আমায় ঘুরাবি কত? কিন্তু এই য় বানানে লেখা হয় না, কেবল শ্রুতিতেই ধরা পড়ে। নাম তাই য়-শ্রুতি।

যোগরূঢ় শব্দ : যে শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থগুলির মধ্যে একটি বিশেষ অর্থেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, সেই শব্দকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। একাধারে যৌগিক ও রূঢ় বলেই নাম যোগরূঢ়। যেমন, পঙ্কজ। শেওলা, শালুক, কেঁচো, মাগুর, পাঁকাল, পদ্ম—অনেককিছুই পঙ্কে জন্মে। কিন্তু পঙ্কজ শব্দটি উচ্চারণ করামাত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে পদ্মফুল। পদ্ম পঙ্কে জন্মে, তাই পঙ্কজ যৌগিক, আবার অন্য সমস্ত অর্থ বাদ দিয়ে কেবল পদ্ম অর্থেই পঙ্কজ শব্দটি লোকপ্রসিদ্ধ হয়ে গেছে ; তাই শব্দটি রূঢ়ও বটে। অতএব **পঙ্কজ** শব্দটি যোগরূঢ়।

সমীভবন : ১৮ পৃষ্ঠায় সমীকরণ দেখ। **তদ্ধিত-প্রত্যয় :** ৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

বর্ণবিপর্যয় : চলিত বাংলায় উচ্চারণদোষে কোনো শব্দমধ্যস্থ দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর স্থান-পরিবর্তন করলে তাকে বর্ণবিপর্যয় বা বর্ণবিপর্যাস বলে। যেমন, পিশাচ—পিচাশ [এখানে শ্ ও চ্ পরস্পর স্থান-পরিবর্তন করেছে।] বাতাসা—বাসাতা [এখানে স্ ও ত্ পরস্পর স্থান-পরিবর্তন করেছে।]

স্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে মধ্যে বা শেষে স্বরের আবির্ভাব ঘটলে তাকে স্বরাগম বলে। যেমন, স্কুল—ইস্কুল (শব্দের আদিতে ই এসেছে) ; মুক্তা—মুকুতা (এখানে শব্দমধ্যে উ এসে ক্-তে যুক্ত হয়েছে) ; বেঞ্চ—বেঞ্চি (ইংরেজী শব্দটির শেষে উচ্চারণে কোনো স্বর ছিল না, ই-কারের আগম হয়েছে)।

(খ) যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর : খয়েরি, বাষ্পীয়, আঘাত, বিরত, পাটনাই, বেনারসী, বাবুগিরি, রাঁধুনি।

উত্তর : খয়েরি = খয়ের + ই (বাংলা তদ্ধিত) ; বাষ্পীয় = বাষ্প + ঈয় (সংস্কৃত তদ্ধিত) ; আঘাত = আ-√হন্ + ঘঞ্ (অ)—সংস্কৃত কৃৎ ; বিরত = বি-√রম্ + ক্ত (ত)—সংস্কৃত কৃৎ ; পাটনাই = পাটনা + ই (সেই স্থানে জাত অর্থে বাংলা তদ্ধিত) ; বেনারসী = বেনারস + ঈ (সেই স্থানে জাত অর্থে বাংলা তদ্ধিত) ; বাবুগিরি = বাবু + গিরি (আচরণ অর্থে বিদেশী তদ্ধিত) ; রাঁধুনি = √রাঁধ্ + উনি (বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) যেকোনো **পাঁচটি** বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ দিয়ে সার্থক বাক্যরচনা কর : অরণ্যে রোদন, বকধার্মিক, মায়াকান্না, টাকার কুমির, পুকুরচুরি, খয়ের খাঁ, চোখের বালি, বুদ্ধির ঢেঁকি।

উত্তর : সাম্রাজ্যবাদীর কাছে পঞ্চশীলের মাহাত্ম্যব্যাখ্যা **অরণ্যে রোদন** (নিষ্ফল আবেদন) ছাড়া আর কিছুই নয়। গায়ে নামাবলী দেখে আর মুখে হরিবোল শুনে ভুলে যাবেন না উনি একটি **বকধার্মিক** (ভণ্ড)। তোমার ওই **মায়াকান্নায়** (কপট অশ্রু) গলে যাবার লোক গণেশ গোসাঁই নয়। সাদামাটা চাল-চলন দেখে কে বুঝবেন যে নিত্যবাবু একজন টাকার **কুমির** (বিপুল সম্পত্তির অধিকারী)? ছোটোখাটো চুরিচামারি কারখানায় প্রায়ই হচ্ছিল, কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি, এখন **পুকুরচুরি** (বড়ো রকমের জোচ্চুরি) হতেই কর্তাব্যক্তিরা নড়েচড়ে

বসেছেন। ইংরেজ সরকার ভারতে একদল **খয়ের খাঁ** (তোষামোদকারী) তৈরি করার মতলবেই 'রায়বাহাদুর' 'রায়সাহেব' ইত্যাদি উপাধির সৃষ্টি করেছিল। সতিন-ছেলেটি হয়েছে নতুনবউ-এর **চোখের বালি** (অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টিকারী), ওকে বিদায় না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। কেষ্টর মতো **বুদ্ধির ঢেঁকিও** (নিরেট নির্বোধ) প্রভুর সেবায় জীবন দিয়ে পাঠকদের অশ্রুজলে চিরঞ্জীব হয়ে রয়েছে। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) এক কথায় প্রকাশ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : জানবার ইচ্ছা, ময়ূরের ডাক, দিনের পূর্বভাগ, বুদ্ধের উপাসক, সুমিত্রার পুত্র, সমান পতি যাদের, কু যে অন্ন, নাড়ীজ্ঞান নেই যার, মিশির ন্যায় কালো।

উত্তর : জিজ্ঞাসা। কেকা। **প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ।** বৌদ্ধ। সৌমিত্রি। সপত্নী। **কদন্ন। আনাড়ী।** মিশকালো।

(ঙ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : অগ্রজ, রাজর্ষি, দুর্ভিক্ষ, বেপরোয়া, সরসিজ, সপ্তাহ, দেশান্তর, বিলাতফেরত।

উত্তর : অগ্রজ = অগ্রে জন্মেছেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। রাজর্ষি = রাজা যিনি ঋষিও তিনি (সাধারণ **কর্মধারয়**)। দুর্ভিক্ষ = **ভিক্ষার অভাব** (অব্যয়ীভাব)। বেপরোয়া = পরোয়া নেই যার (**নঞর্থক বহুব্রীহি**)। সরসিজ = সরসি (সরস্ শব্দের অধিকরণের একবচনে—বিভক্তি **অক্ষুণ্ণ**) জন্মে যা (**অলুক্ উপপদ তৎপুরুষ**)। সপ্তাহ = **সপ্ত অহ্নের** সমাহার (দ্বিগু)। দেশান্তর = অন্য দেশ (নিত্য-সমাস)। বিলাতফেরত = বিলাত থেকে ফেরত (অপাদান-তৎপুরুষ)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) **সন্ধিবিচ্ছেদ** কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : বনস্পতি, মহত্ত্বয়, দ্যুলোক, গবেষণা, প্রত্যক্ষ, রূপান্তর, উজ্জ্বল।

উত্তর : বনস্পতি = বন + পতি (নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি) ; মহত্ত্বয় = মহৎ + ভয় ; দ্যুলোক = দিব্ + লোক (নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি) ; গবেষণা = গো + এষণা ; প্রত্যক্ষ = প্রতি + অক্ষ ; রূপান্তর = রূপ + অন্তর ; উজ্জ্বল = উদ্ + জ্বল।

(ছ) স্থূলাক্ষর শব্দগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : (১) **বিপদে** মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা। (২) আমি যখন তাঁর **দুয়ারে** ভিক্ষা নিতে যাই। (৩) ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী **তরুবরে**। (৪) লক্ষ্মণ পশিল **মায়াবলে** দেবালয়ে। (৫) **বৃষ্টিতে** দেশ পচে গেল। (৬) **তাস** খেলে পড়া নষ্ট কত ছেলে করে। (৭) **সর্বশিষ্যে** জ্ঞান দেন গুরুমহাশয়।

উত্তর : (১) বিপদে = অপাদানে এ। (২) দুয়ারে = সামীপ্যাধিকরণে এ। (৩) তরুবরে = কর্মে এ। (৪) মায়াবলে = করণে এ। (৫) বৃষ্টিতে = করণে তে। (৬) তাস = করণে শূন্যবিভক্তি (**তাস দিয়ে—'দিয়ে'** অনুসর্গটির লোপ হয়েছে)। (৭) সর্বশিষ্যে = সম্প্রদানে এ। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

১৯৮৬

৫। পাঠ্যাংশ থেকে প্রস্তুত নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটির উত্তর দাও :

(ক) চলিত ভাষায় পরিবর্তন কর : আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র

BANGODARSHAN.COM

হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে।

উত্তর : [চলিত] আমাদের দেশের মধ্যে যাঁরা খুব বড়ো বলে আমাদের নিকট পরিচিত ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে **ধরামাত্র তাঁরা** সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র **হয়ে** পড়েন এবং এই যে বাঙালিত্ব **নিয়ে** আমরা অহোরাত্র আস্ফালন **করে** থাকি **তাও** অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে।

(খ) নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দগুলির কোনটি কোন্ শ্রেণীর তা নির্দেশ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : (i) রাত্রিশেষে ঘোরতর **কুজ্ঝটিকা** দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল। (ii) সে এক-একবার **ছই**-এর উপর উঠিয়া **ডিঙা** গণিয়া দেখে। (iii) অর্ধেক রাত্রে **বজ্রনাদ** সহকারে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল। (iv) সপ্তাহ পরে এইসব **টিকিটের** দময় ধরিয়া **কৈফিয়ৎ** তলব করা হইত। (v) বিদ্রোহী ভিলেরা তাদের ঘর **দুয়ার** জ্বালিয়ে দিয়েছিল। (vi) কিন্তু সবাই **লণ্ঠন** লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

উত্তর : (i) কুজ্ঝটিকা—তৎসম। (ii) ছই—তদ্ভব (<সং ছদি)। ডিঙা—দেশী। (iii) বজ্রনাদ—তৎসম। (iv) টিকিট—ইংরেজী। কৈফিয়ত—আরবী। (v) দুয়ার—তদ্ভব (<দ্বার)। (vi) লণ্ঠন—ইংরেজী (< Lantern)। বানানটি হওয়া উচিত লন্ঠন।

(গ) যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করে দেখাও : মহোচ্চতা, দিঙ্‌নিরূপণ, কুজ্ঝটিকা, প্রত্যাগমন, নিরলংকৃত, হরিদ্বর্ণ, তন্মধ্যে।

উত্তর : মহোচ্চতা = মহা + উচ্চতা ; দিঙ্‌নিরূপণ = দিক্ + নিরূপণ ; কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা ; প্রত্যাগমন = প্রতি + আগমন ; নিরলংকৃত = নিঃ + অলম্ + কৃত ; হরিদ্বর্ণ = হরিৎ + বর্ণ ; তন্মধ্যে = তদ্ + মধ্যে। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) দ্বিরুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : (i) তার কান ধরিয়া .... করিয়া টানিয়া আনিল। (ii) শতদ্রু নদী রৌপ্যপত্রের ন্যায় সূর্যকিরণে .... করিতেছে। (iii) তুষের আগুন প্রথমে ....জ্বলতে থাকে। (iv) একটা বল্লম .... শব্দে কেল্লার ছাদে এসে পড়ল। (v) বনে আর সাড়াশব্দ নেই, কেবল মাঝে মাঝে ঝিঁঝির ....। (vi) একখানা কালো মেঘ মাঝে মাঝে .... গর্জন হানছে। (vii) তাঁর পবিত্র শরীর আগুনের মতো .... জ্বলে গেল।

উত্তর : (i) হিঁ হিঁচ় ; (ii) চিকমিক বা ঝিকমিক ; (iii) ধিকিধিকি ; (iv) শনশন ; (v) ঝিঁঝিঁ ; (vi) গুরুগুরু ; (vii) হুহু বা ধুধু।

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) প্রত্যয় কাকে বলে? কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পার্থক্য কী? একটি করে বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের **উদাহরণ** দাও।

উত্তর : প্রত্যয় : শব্দ-প্রকৃতি ও ধাতু-প্রকৃতির উত্তর যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করে নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করা হয় সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে।

কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পার্থক্য : (১) কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় ধাতুতে, তদ্ধিত-প্রত্যয় যুক্ত হয় শব্দে। (২) কৃৎ-প্রত্যয়ে বাচ্যসম্পর্ক থাকে, কিন্তু ধাতুর উত্তর যুক্ত হয় না বলে তদ্ধিতের সঙ্গে বাচ্যের কোনো সম্পর্কই থাকে না। তদ্ধিত-প্রত্যয়ের লক্ষ্যের বিষয় হল অর্থ।

(ঙ) ধাতুতে একটিমাত্র কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় (ধাতুবয়ব প্রত্যয় বাদে), কিন্তু শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্যয় একের বেশী যুক্ত হতে পারে।

বাংলা কৃৎ ঃ √পড্ + অন্ত = পড়ন্ত (বাংলা কৃদন্ত শব্দ)।

বাংলা তদ্ধিত ঃ তেল (শব্দ) + আ = তেলা (বাংলা তদ্ধিতান্ত শব্দ)।

[প্রয়োগ চাইলে ঃ **পড়ন্ত** বেলায় আমাদের হেমন্ত চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গেল। **তেলা** মাথায় তেল দেওয়া মানুষের স্বভাব।]

(খ) যেকোনো **পাঁচটি** পদকে বিশেষ্যে পরিণত কর ঃ ব্যবহিত, আর্ষ, বিজিত, ব্যাহত, বিনষ্ট, ভুক্ত, ক্ষীণ।

উত্তর ঃ পরিবর্তিত বিশেষ্যপদ ঃ ব্যবধান, ঋষি, বিজয়, ব্যাঘাত, বিনাশ, ভোজন, ক্ষীণতা (ক্ষয়)।

(গ) নীচের তালিকায় শুদ্ধ ও ভুল শব্দ মিশে আছে। তার থেকে যেকোনো **পাঁচটি** শুদ্ধ শব্দ বেছে নিয়ে লেখ, **পাঁচটি** অশুদ্ধকেও আলাদা দেখাও ঃ সভ্যতা, সখ্যতা, উৎকর্ষ, উৎকর্ষতা, পৌত্তলিক, ভৌগলিক, দ্বন্দ, মুমুক্ষু, মুমুর্ষু, শরীরী, শারিরীক, উদারতা, প্রসারতা, প্রজ্জ্বলন, প্রোজ্জ্বল।

উত্তর ঃ শুদ্ধ শব্দ ঃ সভ্যতা, উৎকর্ষ, পৌত্তলিক, মুমুক্ষু, শরীরী, উদারতা, প্রোজ্জ্বল।

অশুদ্ধ শব্দ ঃ সখ্যতা, উৎকর্ষতা, ভৌগলিক, দ্বন্দ, মুমুর্ষু, শারিরীক, প্রসারতা, প্রজ্জ্বলন।

(ঘ) একই ধাতুর আগে আ-, বি-, উপ-, প্র-, ও সম্- এই পাঁচটি উপসর্গ জুড়ে শব্দ তৈরী করে **পাঁচটি** বাক্যরচনা কর।

উত্তর ঃ কৃ ধাতুর অর্থ করা। √কৃ + ঘঞ্ = কার।

আ- √কৃ + ঘঞ্ = **আকার** (মূর্তি) ; বি- √কৃ + ঘঞ্ = **বিকার** (রূপান্তর) ; উপ- √কৃ + ঘঞ্ = **উপকার** (মঙ্গল) ; প্র- √কৃ + ঘঞ্ = **প্রকার** (রকম) ; সম্- √কৃ + ঘঞ্ = **সংস্কার** (শুদ্ধি)। এক-একটি উপসর্গের প্রয়োগে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটে গেল।

এখন **বাক্যরচনা ঃ** (i) আমরা অনেকেই আকারে মানুষ কিন্তু চরিত্রে পশু। (ii) আমাদের মনোমধ্যে একই সঙ্গে **বিকার** ও তার প্রতিকার চলছেই। (iii) পরের উপকার করতে না পারি, অপকার করব কেন? (iv) সর্বপ্রকার জড়তা পরিহার করাতেই চলিষ্ণুতার সৃষ্টি। (v) প্রকৃতির রাজ্যে দূষণ আর **সংস্কার** হাত ধরাধরি করে চলেছে।

(ঙ) নীচের বাক্যগুলিতে যেসব ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে তার যেকোনো **পাঁচটিকে** প্রযোজক বা নিজন্ত ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করে বাক্যগুলিকে প্রয়োজনমতো রূপান্তরিত কর ঃ (i) আমি এখন খানদুই গান শুনব। (ii) শিশুটি তার খাটে ঘুমোচ্ছে। (iii) সেদিন মাঝনদীতেই নৌকাটি ডুবে গিয়েছিল। (iv) উনি বৈঠকে বসতে রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত। (v) কাচের গ্লাসটা কাল ভেঙে গেছে। (vi) উনি ছেলেটিকে তৎক্ষণাৎ ডেকে আনলেন। (vii) গাছের একটা পাকা আম তলায় পড়ল।

উত্তর ঃ (i) আমি এখন খানদুই গান শোনাব। (ii) শিশুটিকে তার খাটে ঘুম পাড়ানো হচ্ছে। (iii) সেদিন মাঝনদীতেই নৌকাটি ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। (iv) ওঁকে বৈঠকে বসতে রাজী করানো গেল শেষ পর্যন্ত। (v) কাচের গ্লাসটা কাল ভেঙে ফেলেছে।

BANGODARSHAN.COM

(vi) উনি ছেলেটিকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়ে আনলেন। (vii) গাছের একটা পাকা আম তলায় পড়ল। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(চ) নীচের শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সার্থক প্রয়োগ করে **পাঁচটি** বাক্যরচনা কর ঃ পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, ভস্মে ঘি ঢালা, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, অষ্টরম্ভা, অর্ধচন্দ্র, কপাল ফাটা, মাছের পাহারায় বেড়াল।

উত্তর ঃ কবিগুরুর আশঙ্কা হল অতটুকু ঘরে ওঁদের সকলকে রাত্রিযাপন করতে হলে কারো কারো পঞ্চত্বপ্রাপ্তি (মৃত্যু) ঘটতে পারে। পড়াশোনায় যে ছেলের আগ্রহই নেই তার জন্য মাসে মাসে কয়েকশো টাকা খরচ করা তো ভস্মে ঘি ঢালা (অপব্যয় করা)। আয়ারল্যানডের অদূরে অতলান্তিক-বুকে ভারতীয় জাম্বো জেট অতর্কিতে বিধ্বস্ত হওয়ায় বেশকিছু ভারতীয় পরিবারে **বিনামেঘে বজ্রাঘাত** হল (কোনোপ্রকার পূর্বাভাস ছাড়াই মহাসর্বনাশ ঘটা)। মামার বিষয়সম্পত্তি হাতাবে বলে যশগুল হয়ে রয়েছ, অথচ ওদিকে মহিমবাবু মিশনকে সবকিছু দান করে দিচ্ছেন ; তোমার ভাগে **অষ্টরম্ভাই** সার (পুরোপুরি ফাঁকি)। প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করতে না পারি কিন্তু তাকে **অর্ধচন্দ্র** (গলাধাক্কা) দিয়ে বিদায় করা চরম অমানবিকতা। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের এখন **কপাল ফাটা** (দুর্ভাগ্য), সে কপাল কেমন করে জোড়া লাগবে কর্তৃপক্ষ হদিশ পাচ্ছেন না। ভবানীবাবুকে দিয়েছেন ভাঁড়ারের ভার, জিনিসপত্র নয়ছয় না হয়ে যাবে না, **মাছের পাহারায়** কখনও বেড়ালকে রাখে (চূড়ান্তভাবে লোলুপ)? [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ছ) নির্দেশ-অনুযায়ী বাক্য-পরিবর্তন কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (i) পড়াটা শেষ কর, তারপর ক্রিকেট-ব্যাট হাতে নেবে। (সরল বাক্যে) (ii) ছেলেটি এত অল্প বয়সেই বেশ ভালো কবিতা লেখে। (যৌগিক বাক্যে) (iii) ভোরের অম্লান সূর্যোদয় দেখে কে মুগ্ধ হয় না? (যৌগিক বাক্যে) (iv) হারিয়ে যাওয়া বাছুরটা কি ফিরে এসেছে? (জটিল বাক্যে) (v) যার বুদ্ধি নেই, কেবল সেই এমন কাজ করতে পারে। (সরল বাক্যে) (vi) তুমি ফার্স্ট ডিভিশন পেলে বাবা একটা সাইকেল কিনে দেবেন। (জটিল বাক্যে)।

উত্তর ঃ (i) পড়াটা শেষ করে ক্রিকেট-ব্যাট হাতে নেবে। (সরল) (ii) ছেলেটির বয়স বেশ অল্প, অথচ এই বয়সেই ভালো কবিতা সে লেখে। (যৌগিক) (iii) ভোরের সূর্যোদয়ে কোনো মালিন্য থাকে না, তাই সে দৃশ্য দেখে কে না মুগ্ধ হয়? (যৌগিক) (iv) যে বাছুরটা হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা কি ফিরে এসেছে? (জটিল) (v) নির্বুদ্ধিই কেবল এমন কাজ করতে পারে। (সরল) (vi) যদি তুমি ফার্স্ট ডিভিশন পাও বাবা একটা সাইকেল কিনে দেবেন। (জটিল)। [**প্রতিটি বাক্যই নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

১৯৮৬ (একসটার্নাল)

৫। যেকোনো **তিনটির** উত্তর কর ঃ

(ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (**পাঁচটি**) ঃ তীর্থোদক, উত্তরোত্তর, গগনভেদী, হাঁ-করা, আটচালা, বিশ্বগ্রাসী, তৃণশূন্য, সিংহাসন।

উত্তর ঃ তীর্থোদক = তীর্থের উদক (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। উত্তরোত্তর = উত্তর (এক পর্যায়) থেকে উত্তর (পরবর্তী পর্যায়) (অপাদান-তৎপুরুষ)। গগনভেদী = গগন ভেদ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। হাঁ-করা = হাঁ-করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। আটচালা = আটটি চাল যার (সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি)। বিশ্বগ্রাসী = বিশ্বকে গ্রাস করে যে (উপপদ

তৎপুরুষ)। তৃণশূন্য = তৃণের দ্বারা শূন্য (অ-কারক-তৎপুরুষ)। সিংহাসন = সিংহচিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) নীচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ঃ প্রত্যক্ষ, সুলভ, প্রসারিত, উৎপত্তি, আদি, অস্তমিত, অনুরাগ, সূক্ষ্ম।

উত্তর ঃ বিপরীতার্থক শব্দ ঃ প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ ; সুলভ—দুর্লভ ; প্রসারিত—সঙ্কুচিত ; উৎপত্তি—বিলয় ; আদি—অন্ত ; অস্তমিত—উদিত ; অনুরাগ—বিরাগ ; সূক্ষ্ম—স্থূল।

(গ) নীচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ কর ঃ রম্য, কর্মচারী, বৈগুণ্য, অবিশ্রান্ত, উৎসর্গ, অণুবীক্ষণ, শ্রান্ত, জিজ্ঞাসা।

উত্তর ঃ রম্য = √রম্ + যৎ। কর্মচারী = কর্ম- √চর্ + ণিন্ (কর্তৃকারকের একবচন)। বৈগুণ্য = বিগুণ + ষ্ণ্য। বিশ্রান্ত = বি- √শ্রম্ + ক্ত (ত), বিশ্রান্ত নয় = অবিশ্রান্ত (নঞ্-তৎপুরুষ সমাস)। উৎসর্গ = উদ্- √সৃজ্ + ঘঞ্ (অ)। অণুবীক্ষণ = অণু- বি-√ঈক্ষ্ + অন। শ্রান্ত = √শ্রম্ + ক্ত (ত)। জিজ্ঞাসা = √জ্ঞা + সন্ + অ + আ। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নীচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের বাচ্যান্তর কর ঃ (১) নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। (কর্মবাচ্যে) (২) অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। (কর্তৃবাচ্যে) (৩) তাঁকে টিকিট কিনতে হয়নি। (কর্তৃবাচ্যে) (৪) মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই। (কর্তৃবাচ্যে) (৫) আমি তাঁকে আহ্বান করি নি। (কর্মবাচ্যে) (৬) সেখান থেকে এলেন। (ভাববাচ্যে) (৭) ঘোড়া ফেরাও। (ভাববাচ্যে) (৮) কোনো পর্বত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। (কর্তৃবাচ্যে)।

উত্তর ঃ (১) নবকুমার ব্যাঘ্রের হস্তে নিহত হইয়াছে (কর্মবাচ্য)। (২) অদূরেই নিবিড় বনে আমার প্রবেশ করা হইল (ভাববাচ্য ঃ বাক্যটি তো কর্তৃবাচ্যেই রয়েছে ; কেননা, 'হইলাম' অকর্মিকা ক্রিয়াটি উহ্য কর্তা 'আমি'-র অনুগামী। (৩) তিনি টিকিট কেনেননি (কর্তৃবাচ্য)। (৪) মহাশয় আসিয়া ভালো করেন নাই (কর্তৃবাচ্য)। (৫) আমার দ্বারা তিনি আহূত হন নি (কর্মবাচ্য)। (৬) সেখান থেকে (তাঁর) আসা হল (ভাববাচ্য)। (৭) তোমার দ্বারা ঘোড়া ফেরানো হোক (**কর্মবাচ্য ঃ** কর্তৃবাচ্যের বাক্যটিতে সকর্মিকা ক্রিয়ার কর্ম তো ঘোড়া রয়েইছে ; সুতরাং কর্মবাচ্যেই আনতে হবে ; ক্রিয়াটি যখন অকর্মিকা, কেবল তখনই ভাববাচ্যে আনা ছাড়া উপায় থাকে না)। (৮) কোনো পর্বতকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে (কর্তৃবাচ্য)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) যেকোনো পাঁচটি পদের সাহায্যে বাক্যরচনা কর ঃ কলধৌত, দোয়াড়ি, সাঙ্ঘা, গ্রন্থবৈগুণ্য, দক্ষযজ্ঞ, উত্তরোত্তর, চক্রবাল, পারমার্থিক, বিশ্বাসঘাতক।

উত্তর ঃ অগ্নিপরীক্ষার পর সীতার সর্বাঙ্গে **কলধৌত**-দ্যুতি (স্বর্ণ বা রৌপ্যের জ্যোতি) ঝলমলিয়ে উঠল। ছোটোখাটো নদীতে মাছ ধরবার জন্য জেলেরা **দোয়াড়ি** (বাখারির তৈরী একধরনের ফাঁদ) পেতে রাখে। বিহারীলাল তাঁর সাঙ্গার (নৌবহরের) নৌকাগুলি গুনে দেখতে লাগলেন। **গ্রন্থবৈগুণ্যে** অনেক প্রতিভাবান্ মানুষেরও জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এ বছর সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে যা হল—চেঅার ছোঁড়াছুঁড়ি, ফোটো ভাঙাভাঙি—সে এক **দক্ষযজ্ঞ** কাণ্ড (সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থা)। ঠাকুর করুন, জীবনে যেন **উত্তরোত্তর** (ক্রমশ) এমনিধারা

BANGODARSHAN.COM

উন্নতি করতে পার। **চক্রবাল** (দিঙ্মণ্ডল) বিদায়ী সূর্যের আলোয় করুণ হয়ে উঠল। আমরা আর্থিক দিকটায় এত নজর দিই যে **পারমার্থিক** (ঈশ্বরবিষয়ক) দিকটুকু অবহেলিতই থেকে যায়। **বিশ্বাসঘাতক** (বেইমান) মীরজাফরের দল সব যুগেই জন্মগ্রহণ করে। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) সাধু ভাষায় পরিবর্তিত কর (যেকোনো পাঁচটি বাক্য) ঃ (১) ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তার থেকে মাখন হয়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসত। (২) জিনিস রইল পড়ে, আমরা এগিয়ে চললুম। (৩) দুটি তরুণ যুবক এসে পড়লেন আমার কাছে। (৪) তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে। (৫) কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর ছেড়ে যেতে হল। (৬) বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিনীকে ডেকে পাঠালেন। (৭) মা গঙ্গা আমাকে জলকাদার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন। (৮) আর কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না।

উত্তর ঃ [সাধু ভাষায়] (১) ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা **তাহা হইতে** মাখন **হইয়া** ছাড়িয়া **বাহির হইয়া** আসিত। (২) জিনিস **পড়িয়া রহিল,** আমরা **আগাইয়া চলিলাম।** (৩) দুইটি তরুণ যুবক আমার কাছে **আসিয়া** পড়িলেন। (৪) **তাঁহাকে যাহারা** শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে **পাইয়াছে তাহারা** ধন্য **হইয়াছে।** (৫) কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর **ছাড়িয়া যাইতে হইল।** (৬) বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিনীকে **ডাকিয়া** পাঠাইলেন। (৭) মা গঙ্গা আমাকে সেই জলকাদার মধ্যে **হিঁচড়াইয়া আনিয়া** সাবধান **করিয়া দিয়াছিলেন।** (৮) আর **কেহ হইলে** এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত **হইতাম** না।

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (**পাঁচটি**) ঃ বিদ্বজ্জন, প্রত্যভিযোগ, পবিত্র, অনশন, উপর্যুপরি, দুরবস্থা, পশ্বধম, উল্লাস।

উত্তর ঃ বিদ্বজ্জন = বিদ্বৎ + জন ; প্রত্যভিযোগ = প্রতি + অভিযোগ ; পবিত্র = পো + ইত্র ; অনশন = অন্ + অশন (এটি সন্ধির প্রশ্নই নয়) ; উপর্যুপরি = উপরি + উপরি ; দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা ; পশ্বধম = পশু + অধম ; উল্লাস = উদ্ + লাস।

(খ) নীচের শব্দগুলির যেকোনো পাঁচটির বুৎপত্তি নির্ধারণ কর ঃ উৎকৃষ্ট, ম্রিয়মাণ, জলো, বেনে, চাকরগিরি, দাশরথি, মহিমা, পাগলাটে।

উত্তর ঃ উৎকৃষ্ট = উদ্-√কৃষ্ + ক্ত (ত)। ম্রিয়মাণ = √ম্ + শানচ্। জলো < জলুয়া = জল + উয়া। বণিক্ > বানিয়া > বাইন্যা > বেন্যা > বেনো > বেনে (অভিশ্রুতি)। চাকরগিরি = চাকর + গিরি। দাশরথি = দশরথ + ঞি (ই)। মহিমা = মহৎ + ইমন্ (কর্তৃকারকের একবচন)। পাগলাটে = পাগলা + টিয়া = পাগলাটিয়া > পাগলাটে। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) অনুসর্গ কাকে বলে? এক বা একাধিক বাক্যে **পাঁচটি** অনুসর্গের ব্যবহার দেখাও।

উত্তর ঃ অনুসর্গ ঃ যে-সকল অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে পৃথগ্‌ভাবে বসে শব্দবিভক্তির কাজ করে, তাদের অনুসর্গ বলা হয়।

(i) বুদ্ধির ঘাটতি পরিশ্রম **দিয়ে** পুষিয়ে নিই। (ii) যত্ন বিনা কোন্ কার্য সিদ্ধ হয় ভবে? (iii) "মায়ের চেয়ে মধুরতর আর তো কিছু নেই।" (iv) আমি দুর্গাপুর হয়ে যাচ্ছি।

(v) ঠাকুরের প্রসাদ মাথায় করে নিতে হয়। এখানে দিয়ে, বিনা, চেয়ে, হয়ে, করে—মোট পাঁচটি অনুসর্গ দেওয়া হল।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ (পাঁচটি) : গোরুবাছুর, লোকদেখানো, মড়াকান্না, হাড়ভাঙা, বেগুনভাজা, পাঁচফোড়ন, পোড়াকপালে, দলাদলি।

উত্তর : গোরুবাছুর = গোরু ও বাছুর (দ্বন্দ্ব)। লোকদেখানো = লোককে দেখানো (কর্ম-তৎপুরুষ)। মড়াকান্না = মড়ার জন্য কান্না (নিমিত্ত-তৎপুরুষ)। হাড়ভাঙা = হাড় ভাঙে যাতে (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। বেগুনভাজা = বেগুনকে ভাজা (কর্ম-তৎপুরুষ), অথবা ভাজা যে বেগুন (সাধারণ কর্মধারয়)। পাঁচফোড়ন = পাঁচ ফোড়নের সমাহার (দ্বিগু)। পোড়াকপালে = পোড়া কপাল যার (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। দলাদলি = দলে দলে মতবিরুদ্ধতা (প্রতিযোগিতামূলক ব্যতিহার বহুব্রীহি)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) বাক্যে ব্যবহার করে নীচের যেকোনো পাঁচ জোড়া শব্দের অর্থের বিভিন্নতা দেখাও : স্বার্থ, সার্থ ; উপাদান, উপাধান ; স্বত্ব, সত্ত্ব ; আবরণ, আভরণ ; কপাল, কপোল ; পূর্বাভাস, পূর্বাভাষ ; কুল, কূল ; গোলক, গোলোক।

উত্তর : স্বার্থ—নিজের উপকার ; সার্থ—বণিগ্‌দল। জগতে অধিকাংশ লোকই স্বার্থের পিছনে অন্ধবৎ ছোটে। সার্থ আসমকা ডাকাতদলের খপ্পরে পড়ল।

উপাদান—উপকরণ ; উপাধান—বালিশ। ভালো শিল্পদ্রব্য পেতে হলে উপাদানও ভালো হওয়া চাই। বিনা উপাধানে হাতের উপর মাথা রেখেই স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আবরণ—আচ্ছাদন ; আভরণ—অলংকার। দারুণ শীতেও দাদাঠাকুরের দেহে সামান্য একখানি চাদর ছাড়া অন্য আবরণ দরকার হত না। যার দেহ স্বাভাবিক লাবণ্যে ভরপুর থাকে, তার কি অন্য কোনো আভরণের প্রয়োজন হয়?

স্বত্ব—অধিকার ; সত্ত্ব—সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। রজনীবাবু যৌথ কারবারের স্বত্ব ভাইকে বিক্রয় করে দিলেন। সত্ত্ব-গুণসম্পন্ন মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়।

কপাল—অদৃষ্ট ; কপোল—গণ্ড। কপাল নেহাত মন্দ, তাই পৈতৃক ভদ্রাসনটুকুও হাতছাড়া হল। "কপোল বাহিয়া ঝরে জাহ্নবীর ধারা।"

পূর্বাভাস—পূর্বের অস্পষ্ট ইঙ্গিত ; পূর্বাভাষ—মুখবন্ধ। বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক, ভূমিকম্পের পূর্বাভাস-লাভ এখনও তার আয়ত্তের অতীত। পূর্বাভাষ পাঠ করেই গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝে নিলাম।

কূল—বংশ বা ফলবিশেষ ; কূল—নদী বা সমুদ্রের তীর। "এ সন্তান হতে তব বৃদ্ধি পাবে কুলের গৌরব।" কল্যাণকারিণী নদী মাঝে মাঝে কূল ছাপিয়ে জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে।

গোলক—গোলাকার বস্তু ; গোলোক—বৈকুণ্ঠ। আমাদের পৃথিবী একটি বিরাট্ গোলক। গোলোকের কমলাই তো মর্তমাটিতে মা সারদা।

(চ) বাক্য পরিবর্তন কর (পাঁচটি) : (১) আমি শুধু একথা বলতেই এসেছিলাম। (নঞর্থক বাক্যে) (২) তুমি যতক্ষণ ঘুমোবে, তার মধ্যে আমার বইটা পড়া শেষ হয়ে

BANGODARSHAN.COM

যাবে। (সরল বাক্যে) (৩) আমি কি তাকে কম বিশ্বাস করি? (অস্ত্যর্থক বাক্যে) (৪) হাতের লেখা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। (প্রশ্নবোধক বাক্যে) (৫) তোমার ছেলেবেলায় রেডিও টেলিভিশন কিছুই ছিল না। (জটিল বাক্যে) (৬) যে ব্যক্তি ঋণ করেছে তাকে মুখ দেখলেই চেনা যায়। (প্রথম কয়েকটি শব্দকে একপদে পরিণত কর) (৭) সে স্টেশনে এসে পৌঁছনোমাত্রই গাড়িটা ছেড়ে দিল। (যৌগিক বাক্যে) (৮) নিজের কাজ নিজে কর। (জটিল বাক্যে)।

উত্তর : (১) এই কথাটুকু ছাড়া অন্য কিছু বলতে আমি আসিনি (নঞর্থক)। (২) তোমার ঘুমোতে ঘুমোতেই বইটা আমার শেষ হয়ে যাবে (সরল)। (৩) আমি তাকে প্রভূত বিশ্বাস করি (অস্ত্যর্থক)। (৪) হাতের লেখা কি অসুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত (প্রশ্নবোধক)? (৫) তুমি যখন ছেলেমানুষ ছিলে তখন রেডিও টেলিভিশন কিছুই ছিল না (জটিল)। (৬) ঋণী ব্যক্তির মুখ দেখলেই চেনা যায় (প্রথম দিকের কয়েকটি পদের একপদী রূপ)। (৭) সে স্টেশনে এসে পৌঁছল, আর সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটাও ছেড়ে দিল (যৌগিক) (৮) যে কাজটা নিজের, সেটা নিজে কর (জটিল)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) সূর্য কথাটির পাঁচটি প্রতিশব্দ লেখ।

উত্তর : সূর্য = অরুণ, অর্ক, আদিত্য, প্রভাকর, দিনেশ, মার্তণ্ড, দিবাকর, অংশুমালী, সবিতা।

১৯৮৫

৫। পাঠ্যাংশ থেকে প্রস্তুত প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটির উত্তর দাও :

(ক) যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর কর : (i) 'আরোহী'-তে হ্ব-এ দীর্ঘ ঈকার, কিন্তু 'আরোহিগণ'-এ হ্রস্ব ইকার হল কেন? (ii) 'পুনরুজ্জীবিত' কথাটি কোন্ দুটি শব্দের মিলনে তৈরি? (iii) 'বুনো' কথাটির প্রকৃতি-প্রত্যয় বল। (iv) 'ভেড়াগুলি যায়' আর 'ভেড়াগুলি যায়-যায়' এ দুয়ের তফাত কী? (v) 'দোয়াড়ি' কী বস্তু? (vi) 'ঔপনিষদ' কথাটির মূল রূপ ও অর্থ বজায় রেখে একটু অন্যভাবে আরেকটি বিশেষ্য গঠন কর। (vii) 'সমষ্টি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কী?

উত্তর : (i) সংস্কৃত 'আরোহিন্' শব্দের কর্তৃকারকের একবচনে আরোহী রূপটি পাওয়া যায়। তাই তৎসম 'আরোহী' রূপটি ঈ-কারান্ত অবস্থায় বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু ইন প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে গণ বৃন্দ প্রভৃতির সমাস হলে মূল শব্দের শেষস্থ ন্ লোপ পায়। তাই আরোহিন্ + গণ = আরোহিগণ। [অনুরূপভাবে কর্মিবৃন্দ, শুল্কিগণ, জ্ঞানিসংবর্ধনা ইত্যাদি।]

(ii) পুনরুজ্জীবিত = পুনঃ + উজ্জীবিত (উদ্ + জীবিত)।

(iii) বুনো < বন্যঃ = বন + উয়া।

(iv) ভেড়াগুলি যায়—এখানে সাধারণ যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ভেড়াগুলি যায়-যায়—ভেড়াগুলির মরণ যে সন্নিকট সেই কথাই বলা হচ্ছে।

(v) ছোটো ছোটো নদীতে মাছ ধরবার জন্য বাখারির তৈরী এক ধরনের ফাঁদ পাতা হয়, তারই নাম দোয়াড়ি।

(vi) ঔদাসীন্য = উদাসীন + ষ্ণ্য (বিশেষ্য) ; উদাসীন + তা = উদাসীনতা—মূল উদাসীন শব্দে তা প্রত্যয়যোগে আরেকটি বিশেষ্য পাওয়া গেল।

(vii) সমষ্টি—ব্যষ্টি (বিপরীতার্থক শব্দ ।

(খ) অনুসর্গ কাকে বলে সে কথা বলে নিয়ে নীচের গদ্যাংশ থেকে অন্তত **তিনটি** অনুসর্গের উল্লেখ কর ঃ পাস্তুর এ-সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করে সুনিশ্চিত হলেন যে পাউসেটের সিদ্ধান্ত ভুল ; তিনি বহুলোকের সম্মুখে ঘর অন্ধকার করে পাত্রস্থিত পারার উপর উজ্জ্বল আলো ফেললেন, দেখলেন যে, পারার উপর বহু ধূলিকণা রয়েছে। তিনি বললেন যে, ওইসব ধূলিকণাতে জীবাণু আছে, আর যখন ফ্লাস্কের মধ্যে খড় দেওয়া হল তখন ওই খড়ের সঙ্গে অনেক জীবাণু ভিতরে চলে গেল।

উত্তর ঃ অনুসর্গ—৩১ পৃষ্ঠায় দেখ।

নির্বাচিত অনুসর্গগুলি = সম্মুখে, উপর, মধ্যে, সঙ্গে।

(গ) ব্যাসবাক্য দিয়ে নীচের যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের সমাস বল ঃ তুষারজীর্ণ, চঞ্চল-রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত, মাঝিমাল্লা, সিংহাসন, ত্রিকূট, গগনভেদী, জগদ্‌বিখ্যাত, হাঁ-করা ছেলে।

উত্তর ঃ তুষারজীর্ণ = তুষারে জীর্ণ (করণ-তৎপুরুষ)। রবির রশ্মি = রবিরশ্মি (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ), রবিরশ্মির মালা = রবিরশ্মিমালা (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ), চঞ্চল যে রবিরশ্মিমালা = চঞ্চল-রবিরশ্মিমালা (সাধারণ কর্মধারয়), তার দ্বারা প্রদীপ্ত = চঞ্চল-রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত (করণ-তৎপুরুষ)। মাঝিমাল্লা = মাঝি ও মাল্লা (দ্বন্দ্ব)। সিংহাসন = সিংহচিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। ত্রিকূট = ত্রি কূটের সমাহার (দ্বিগু)। গগনভেদী = গগন ভেদ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। জগদ্‌বিখ্যাত = জগতে বিখ্যাত (অধিকরণ-তৎপুরুষ)। হাঁ করে থাকে যে = হাঁ-করা (উপপদ তৎপুরুষ), হাঁ করা যে ছেলে = হাঁ-করা ছেলে (সাধারণ কর্মধারয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নীচের যেকোনো **পাঁচটি** শব্দ বা প্রয়োগ দিয়ে **পাঁচটি** সার্থক বাক্যরচনা কর ঃ সায়ংকালে, ঔৎসুক্যসহকারে, ত্রাহি ত্রাহি, গ্রহবৈগুণ্য, বদান্যতা, লোকহিতৈষিতা, লোল, দক্ষযজ্ঞ।

উত্তর ঃ সমস্তদিন পদব্রজে চলে **সায়ংকালে** (সন্ধ্যায়) গন্তব্যস্থলে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হলাম। শিশু চিত্রীটি পরম **ঔৎসুক্যসহকারে** প্রদর্শনীর চিত্ররাজি দেখতে লাগল (আগ্রহের সঙ্গে)। গভীর রাত্রে **ত্রাহি ত্রাহি** (রক্ষা কর, রক্ষা কর) আর্তনাদ শুনে ধড়ফড়িয়ে তো উঠে পড়লাম। **গ্রহবৈগুণ্যে** (গ্রহের প্রতিকূলতায়) অনেক প্রতিভাবানের জীবনও ব্যর্থ হয়ে গেছে। দেশবন্ধুর **বদান্যতা** (দানশীলতা) সর্বজনবিদিত। বিদ্যাসাগরমশায়ের **লোকহিতৈষিতা** (জনকল্যাণসাধনের ইচ্ছা) আমাদের অনুসরণযোগ্য। আগন্তুকের প্রস্তাবটা শোনামাত্র বড়োবাবু তার দিকে **লোল** (লোলুপ) কটাক্ষপাত করলেন। বার্ষিক অধিবেশনের নামে সেদিন সভাগৃহে যা ঘটল —হইচই, চেআর ছোঁড়াছুঁড়ি, ছবিগুলো টেনে ফেলে চূর্ণ করা—এককথায় **দক্ষযজ্ঞই** (চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা) বলা চলে। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ **জলো, পাগলাটে, শাঁখারি, মাস্টারি, নোংরামি, খেলুড়ে, খাগড়াই।**

BANGODARSHAN.COM

উত্তর ঃ জলো < জলুয়া = জল + উয়া। পাগলাটে = পাগলা + টে। শাঁখারি = শাঁখা + আরি। মাস্টারি = মাস্টার + ই। নোংরামি = নোংরা + আমি। খেলুড়ে < খেলুড়িয়া = খেলা + উড়িয়া। খাগড়াই = খাগড়া + ই। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) নীচের শূন্য 'ড্যাশ' অংশে ঠিক বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছটি বসিয়ে শুদ্ধ বানান লেখ ঃ পু…, শূ… [ন্য / ণ্য] ; পৌ… হিত্য, পৌ…সভা [রো / র] ; অ…পক, অ … বসায় [ধ্য / ধ্যা] ; পুর … র, পরি … র [স্কা / স্কা] ; … র্বা, … র্গা [দূ / দু]।

উত্তর ঃ পুণ্য, শূন্য ; পৌরোহিত্য, পৌরসভা ; অধ্যাপক, অধ্যবসায় ; পুরস্কার, পরিষ্কার ; দূর্বা, দুর্গা।

(গ) বাংলা হরফে লেখ ঃ Shakespeare, Wordsworth, Shelley, Keats, Æsop.

উত্তর ঃ শেকসপিয়ার ; ওয়ার্ডসওয়ার্থ ; শেলী ; কীটস ; ঈশপ।

(ঘ) শব্দগুচ্ছের বদলে একটি শব্দ বসিয়ে বাক্যগুলিকে আবার লেখ ঃ (i) লক্ষ্মণ রাবণের পুত্রকে হত্যা করল। (ii) যে ঈশ্বর বা দেবতায় বিশ্বাস করে না তাকে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। (iii) লোকটি নিজেকে ভারী পণ্ডিত মনে করে। (iv) আপনি আমার আগে জন্মেছেন, তাই আপনাকে প্রণাম করি। (v) আগুন সবকিছু খায়।

উত্তর ঃ (i) লক্ষ্মণ **রাবণিকে** হত্যা করল। (ii) **নাস্তিককে** নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। (iii) লোকটি ভারী **পণ্ডিতম্মন্য**। (iv) আপনি আমার **অগ্রজ**, তাই আপনাকে প্রণাম করি। (v) আগুন **সর্বভুক্**।

(ঙ) কাকে শব্দ বলে? পদের সঙ্গে শব্দের পার্থক্য কী? তৎসম শব্দ কাকে বলে? একটি দেশী শব্দের উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ শব্দ ঃ বাক্যমধ্যস্থ প্রতিটি পদের বিভক্তিহীন অথচ অর্থপূর্ণ মূল অংশই হল শব্দ।

শব্দ ও পদের পার্থক্য ঃ (১) শব্দ হচ্ছে নামপদের বিভক্তিহীন মূল অংশ, আর পদ হচ্ছে বিভক্তিযুক্ত শব্দ। (২) কেবল শব্দ কদাপি বাক্যে স্থান পায় না, বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা একমাত্র পদেরই রয়েছে।

তৎসম শব্দ ঃ যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসে অবিকৃত রূপে চলছে, তাদের তৎসম শব্দ বলে।

দেশী শব্দ ঃ ঢেঁকি, খোকা, ঝিঙে, ডিঙি।

(চ) নীচের পাঁচটি বাক্যে 'যাওয়া' দিয়ে পাঁচটি যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার আছে। 'যাওয়া'-র আগে অন্য মূল ক্রিয়া জুড়ে প্রতিটি বাক্যেই এমন নতুন যৌগিক ক্রিয়া বসাও যাতে 'যাওয়া'-র আগের অর্থ একই থাকে ঃ

(i) মেয়েটা তখন থেকে **কেঁদে যাচ্ছে**। ('কেঁদে'-র বদলে)

(ii) কাপটা হাত থেকে পড়ে গেল। ('পড়ে'-র বদলে)

(iii) আপনি এত রেগে **যাচ্ছেন** কেন? ('রেগে'-র বদলে)

(iv) আপনারা সব বসে **যান**। ('বসে'-র বদলে)

(v) কথাটা শুনে ও থমকে গেল। ('থমকে'-র বদলে)

উত্তর ঃ (i) মেয়েটা তখন থেকে **লিখে যাচ্ছে**। (ii) কাপটা হাত থেকে খসে গেল।

(iii) আপনি এত চটে যাচ্ছেন কেন? (iv) আপনারা সব শুনে যান। (v) কথাটা শুনে ও হকচকিয়ে গেল। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) একটি মূল বাক্যকেই পরিবর্তিত করে বিষয়গুলির উদাহরণ দাও : অস্ত্যর্থক বাক্য, নাস্ত্যর্থক বাক্য, প্রশ্নবোধক বাক্য, যৌগিক বাক্য, বাচ্যান্তর।

উত্তর : মূল বাক্যটি হল : (i) ভালো ফল পেতে হলে বৃক্ষমূলে সযত্ন জলসেচন করব। (অস্ত্যর্থক)

(ii) বৃক্ষমূলে সযত্ন জলসেচন না করলে ভালো ফল পাব না। (নাস্ত্যর্থক)

(iii) বৃক্ষমূলে সযত্ন জলসেচন না করলে কি ভালো ফল পাব? (প্রশ্নবোধক)

(iv) বৃক্ষমূলে সযত্ন জলসেচন করব, তবেই তো ভালো ফল পাব। (যৌগিক)

(v) ভালো ফল পেতে হলে (আমাকে) বৃক্ষমূলে সযত্ন জলসেচন করতে হবে। (কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে)

১৯৮৫ (কম্পার্টমেনটাল)

৫। পাঠ্যাংশ থেকে প্রস্তুত নীচের প্রশ্নগুলির যেকোনো **দুটির** উত্তর দাও :

(ক) সন্ধি ভেঙে দেখাও (যেকোনো পাঁচটির) : যাতায়াত, কুজ্‌ঝটিকা, নিরলংকৃত, সর্বতোভাবে, অত্যাচার, দিগ্বিজয়ী, লোকারণ্য।

উত্তর : যাতায়াত = যাত + আয়াত ; কুজ্‌ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা ; নিরলংকৃত = নিঃ + অলম্ + কৃত ; সর্বতোভাবে = সর্বতঃ + ভাবে ; অত্যাচার = অতি + আচার ; দিগ্বিজয়ী = দিক্ + বিজয়ী ; লোকারণ্য = লোক + অরণ্য। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) নীচের যেকোনো পাঁচটি শব্দ বেছে তাদের শ্রেণী কী হবে বল (তৎসম, তদ্ভব, ধ্বন্যাত্মক, দেশী, বিদেশী ইত্যাদি) : জল, লণ্ঠন, মেয়ে, বরখাস্ত, ডিঙি, শনশন, তেষ্টা, ভটচায্যি।

উত্তর : জল—তৎসম ; লনঠন—বিদেশী (< ইংরেজী Lantern) ; মেয়ে—তদ্ভব ; বরখাস্ত—ফারসী ; ডিঙি—দেশী ; শনশন—ধ্বন্যাত্মক ; তেষ্টা—অর্ধ-তৎসম ; ভটচায্যি—তদ্ভব।

(গ) নীচের যেকোনো পাঁচটি বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ দিয়ে বাক্যরচনা কর : প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া, প্রমাদ ঘটা, গলদ্ঘর্ম হওয়া, লাইন টেনে চলা, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়া, ধন্য ধন্য পড়ে যাওয়া, পিঠ বাঁচানো।

উত্তর : একে দারুণ গরম, তার উপর একটানা লোডশেডিং, **প্রাণ ওষ্ঠাগত** হয়ে যাচ্ছে (জীবন যায়-যায় অবস্থা)। পৃথিবীটা এমনই পিচ্ছিল যে, অতি-সাবধানীরও **প্রমাদ ঘটে** (নিদারুণ অবস্থা হওয়া), অসতর্ক মানুষের তো কথাই নেই। ক্লাসে বসে একটা অঙ্ক মেলাতেই এমন **গলদ্ঘর্ম** হলে পরীক্ষাকক্ষে পাস নম্বরটা অন্তত তুলবে কী করে (খুব বেশী ক্লান্ত)? জনগণের কাছ থেকে **লাইন টেনে চললে** (ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা) জননেতা হওয়া যায় না। আট পুরুষ অত্যাচার সয়ে-সয়ে ভিল প্রজাদের **ধৈর্যের বাঁধ** একদিন ভেঙে পড়ল (ধৈর্যচ্যুত হওয়া)। লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য হতেই অর্জুনের নামে **ধন্য ধন্য** পড়ে গেল (প্রশংসনীয় সাধুবাদ শুরু হওয়া)। সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে এখন আর কেউ **পিছিয়ে** আসেন না,

BANGODARSHAN.COM

সকলেই নিজের **পিঠ বাঁচাতে** (আত্মরক্ষায়) ব্যস্ত। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নীচের যেকোনো পাঁচটির বাক্যরূপান্তর কর : (i) ক্রমে আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। (কর্তৃবাচ্যে) (ii) মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই। (কর্তৃবাচ্যে ও প্রশ্নে) (iii) সব মন্দিরে সে গিয়াছে, সব জায়গায় পূজা দিয়াছে, সময়টা তার খুব সুখেই কাটিয়াছে। (সরল বাক্যে) (iv) শিলং পাহাড়ে এসে দেখি, পাহাড়টা ঠিক আছে। (জটিল বাক্যে) (v) একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে। (যৌগিক বাক্যে) (vi) বাপ্পা কবচ মহারানীর হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়ো তো শুনি' (পরোক্ষ উক্তিতে) (vii) এই আবিষ্কারটির জন্যই তিনি জগদ্বাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন। (নেতিবাচক প্রশ্নে)

উত্তর : (i) ক্রমে আরও নিবিড় বনে আমার প্রবেশ করা হইল (**ভাববাচ্যে** : প্রদত্ত বাক্যটি তো কর্তৃবাচ্যেই রয়েছে, কেননা 'প্রবিষ্ট হইলাম' ক্রিয়াটির কর্তা আমি তো উহ্য রয়েছে)। (ii) মহাশয় আসিয়া কি ভালো করিয়াছেন? (কর্তৃবাচ্য ও প্রশ্ন) (iii) সব মন্দিরে গিয়া সব জায়গায় পূজা দেওয়ায় সময়টা তার খুব সুখেই কাটিয়াছে (সরল)। (iv) শিলং পাহাড়ে এসে দেখি যে পাহাড়টা ঠিক আছে (জটিল)। (v) একটা সৃষ্টির সংকল্প নিলেম আর সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে (যৌগিক)। (vi) বাপ্পা কবচ মহারানীর হাতে দিয়ে, শুনবেন বলে সেটি পড়তে তাঁকে অনুরোধ করলেন (পরোক্ষ উক্তি)। (vii) শুধু এই আবিষ্কারটির জন্যই কি তিনি জগদ্বাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন না (নেতিবাচক প্রশ্ন)? **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) উদাহরণসহ আলোচনা কর (যেকোনো পাঁচটি) : অপিনিহিতি, স্বরভক্তি, স্বরলোপ, স্বরাগম, র-লোপ, সমীভবন, শিস্‌ধ্বনি।

উত্তর : অপিনিহিতি—১৮ পৃষ্ঠায়, স্বরভক্তি—১১ পৃষ্ঠায়, স্বরাগম—২৪ পৃষ্ঠায়, সমীভবন—১৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

স্বরলোপ : উচ্চারণ সহজ করবার জন্য কখনও কখনও শব্দস্থ স্বরবর্ণের বিলোপসাধন করা হলে তাকে স্বরলোপ বলা হয়। যেমন, অপিধান > পিধান ; এনোনা > নোনা (দুটি ক্ষেত্রেই আদি স্বর লোপ পেয়েছে)।

শব্দমধ্যস্থ স্বরের লোপ হলে তাকে সম্প্রকর্ষ বলা হয়। যেমন, নাতিনী > নাতনী (ই লোপ পেয়েছে) ; জোনাকি > জোনাক (শব্দের শেষ ই লুপ্ত)।

র-লোপ : উচ্চারণক্লেশ লাঘব করবার জন্য শব্দমধ্যস্থ র্ বা রেফ যখন লোপ পায় তখন তাকে র-লোপ বলে। যেমন, কার্পাস > কাপাস, ফের্ > ফেউ।

শিস্‌ধ্বনি : উষ্মবর্ণের অন্তর্গত শ ষ স এই তিনটি বর্ণ উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু নির্গত হবার ফলে প্রলম্বিত একটি শিসধ্বনির সৃষ্টি হয় বলে এই বর্ণত্রয়কে শিস্‌ধ্বনি বলা হয়।

(খ) নীচের প্রায়-সমোচ্চারিত কিন্তু ভিন্নার্থক যেকোনো পাঁচটি শব্দযুগ্মককে সার্থক বাক্যে ব্যবহার কর : লক্ষণ—লক্ষ্মণ, আপন—আপণ, স্বার্থ—সার্থ, গোলক—গোলোক, নীর—নীড়, আসার—আষাঢ়, উপাদান—উপাধান।

উত্তর ঃ লক্ষণ—চিহ্ন ; লক্ষ্মণ—সৌমিত্রি। কথাটা শুনেই তার চোখে-মুখে বিরক্তির **লক্ষণ** ফুটে উঠল। রামানুজ **লক্ষ্মণ** হলেন ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন, আর ভরত ভ্রাতৃপ্রেমের পলান্ন।

আপন—নিজের ; আপণ—দোকান। বিচারককে হতে হবে **আপন-পর-নির্বিশেষে** ন্যায়নিষ্ঠ। "এবার তোর ভরা **আপণ** বিলিয়ে দে তুই যারে-তারে।"

স্বার্থ—নিজের মঙ্গল ; সার্থ—সঙ্গী, বণিগ্‌দল। মানুষমাত্রই **স্বার্থের** পূজারী। **সার্থভ্রষ্ট** হস্তিশাবকটি আর একটু হলেই বাঘের পেটে চলে যেত।

গোলক—গোলাকার বস্তু ; গোলোক—বৈকুণ্ঠ। পৃথিবী বিরাট্ **একটি গোলক** ছাড়া আর কিছু নয়। **গোলোকের** মা কমলাই তো মর্তমাটিতে মা সারদা।

নীর—চোখের জল ; নীড়—পাখির বাসা। "আঁখিনীরে ভাসি মাতা নিবেদিল মর্মকথা দেবতার পায়।" "নীড়ে ফেরে কলহাস্য-মুখরিত বিহঙ্গের দল।"

আসার—প্রবল বৃষ্টি ; আষাঢ়—বাংলা বৎসরের তৃতীয় মাস। "সরসা হয়েছে ধরা শ্রাবণের আসার-ধারায়।" "আষাঢ়ে মাঠের শেষে নীল মেঘ উঠে ভেসে।"

উপাদান—উপকরণ ; উপাধান—বালিশ। সাধারণ **উপাদানে** যিনি উপাদেয় খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করেন তিনি শিল্পী বইকি। তাঁর জন্য দুগ্ধফেননিভ শয্যা আর কুসুম-কোমল **উপাধানের** ব্যবস্থা করবে।

(গ) নীচের যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় দেখাও ঃ বৈচিত্র্য, আণবিক, বর্ধিষ্ণু, গরিমা, দণ্ডায়মান, দাতা, পাঠক।

উত্তর ঃ বৈচিত্র্য = বিচিত্র + ষ্ণ্য (য)। আণবিক = অণু + ষ্ণিক (ইক)। বর্ধিষ্ণু = √বৃধ্ + ইষ্ণু। গরিমা = গুরু + ইমন্ (কর্তৃকারকের একবচন)। দণ্ডায়মান = √দণ্ডায় (দণ্ডতুল্য আচরণার্থক নামধাতু) + শানচ্। দাতা = √দা + তৃ (কর্তৃকারকের একবচন)। পাঠক = √পঠ্ + ণক (অক)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) এককথায় প্রকাশ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ যে নারী সূর্য দর্শন করে না ; পতিপুত্রহীনা নারী ; যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে ; হস্তীর ডাক ; ময়ূরের ডাক ; ঘোড়ার রব ; নূপুরের আওয়াজ।

উত্তর ঃ অসূর্যম্পশ্যা। অবীরা। প্রোষিতভর্তৃকা। বৃংহিত। কেকা। হ্রেষা। নিক্কণ।

(ঙ) বিদেশী উপসর্গ (বা উপসর্গস্থানীয় শব্দ) ব্যবহার করে **পাঁচটি** শব্দ রচনা কর।

উত্তর ঃ বিদেশী উপসর্গ—ফারসী ঃ গর বদ বে ফি। ইংরেজী ঃ সাব মিনি।

এইসব উপসর্গযোগে শব্দ ঃ গরমিল, বদনাম, বে-আন্দাজ, ফি-সন, সাব-স্টেশন, মিনিহোটেল, মিনিমঠ।

(চ) অধিকরণে শূন্যবিভক্তি এবং অন্য চারটি কারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখিয়ে **পাঁচটি** বাক্যরচনা কর।

উত্তর ঃ অধিকরণে শূন্যবিভক্তি ঃ রায়বাবু তো এখন **বাড়ি** নেই। কর্তৃকারকে 'এ' ঃ মরা **লোকে** তো আর কথা কয় না। কর্মকারকে 'এ' ঃ "ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী **তরুবরে!**" করণে 'এ' ঃ "আলতাপরা পায়ের **ছোঁয়ায়** (ছোঁয়া + এ ঃ আ-কারের পর থাকায় এ বিভক্তি য় হয়ে গেছে) রক্তকমল ফোটে।" অপাদানে 'এ' ঃ "**গণ্ডে** ঝরে জাহ্নবী উতলা।" **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

BANGODARSHAN.COM

(ছ) 'মুখ' কথাটিকে পাঁচটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে **পাঁচটি** বাক্যরচনা কর।

উত্তর ঃ এই ছেলেই তোমার বংশের **মুখ** (গৌরব) রাখবে বলে মনে হচ্ছে। **মুখে** (কথাবার্তায়) মধু অথচ বুকে বিষ এমন মানুষ থেকে শতেক যোজন দূরে থাকিস। **মুখ** তুলে চাও (প্রসন্ন হওয়া), মা জগদীশ্বরী। ভদ্রলোকের যা **মুখ** (কটু কথাবার্তা), ওঁর বাড়ি আমায় আর যেতে বলবেন না। চাকরবাকরকে কখনও **মুখ** (তিরস্কার) করবে না। এতটুকু মেয়ের **মুখ** (আস্বাদ-জ্ঞান) বলিহারি দিদি, তরকারিতে কোথায় একটু নুন কম হয়েছে কি, না হয়েছে, ঠিক ধরে ফেলেছে। এতদিন অনেক সহ্য করে এবার ছোটোবউমা **মুখ** খুলেছে (প্রথম প্রতিবাদ করা)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ করবে।]**

১৯৮৫ (একস্টার্নাল)

৫। নীচের প্রশ্নগুলির যেকোনো **তিনটির** উত্তর দাও ঃ

(ক) স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক-বিভক্তি বল (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (১) শতদ্রু নদী **সূর্যকিরণে** চিকচিক করিতেছে। (২) **তীর্থদর্শনে** পরকালের কর্ম হয়। (৩) **ঝড়ে** আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে। (৪) **কাল** এসে পৌঁছেছি শিলং পর্বতে। (৫) **পাথরে** পা কেটে গেল। (৬) তাহার **কান** ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। (৭) **বাড়ি** থেকে কিছু খেতে পায় না।

উত্তর ঃ (১) সূর্যকিরণে—হেতু অর্থে অ-কারকে এ বিভক্তি। (২) তীর্থদর্শনে —অ-কারকে এ (দর্শন ঘটলে—এই অসমাপিকা ক্রিয়াটি ভাববাচক বিশেষ্য দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে)। (৩) ঝড়ে—কর্তৃকারকে এ। (৪) কাল—কালাধিকরণে শূন্যবিভক্তি। (৫) পাথরে—করণে এ। (৬) কান—কর্মে শূন্যবিভক্তি। (৭) বাড়ি—স্থানাধিকরণে শূন্যবিভক্তি (বাড়িতে কথাটির তে বিভক্তি লোপ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) সন্ধি ভেঙে দেখাও (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ মহদ্ভয়, দিঙ্‌নিরূপণ, পুরস্কার, তীর্থোদক, সন্ন্যাসী, মহর্ষি, তত্ত্বাবধান।

উত্তর ঃ মহদ্ভয় = মহৎ + ভয় ; দিঙ্‌নিরূপণ = দিক্ + নিরূপণ ; পুরস্কার = পুরঃ + কার ; তীর্থোদক = তীর্থ + উদক ; সন্ন্যাসী = সম্ + ন্যাসী ; মহর্ষি = মহা + ঋষি ; তত্ত্বাবধান = তদ্ + ত্ব + অবধান।

(গ) নীচের শব্দগুলির যেকোনো **পাঁচটির** তৎসমরূপ লেখ ঃ কুড়ালি, বাঘ, দুপুর, পঁচিশ, মাটি, গাই, ভিখারী, ছিনাথ।

উত্তর ঃ কুড়ালি < কুঠার ; বাঘ < ব্যাঘ্র ; দুপুর < দ্বিপ্রহর ; পঁচিশ < পঞ্চবিংশতি ; মাটি < মৃত্তিকা ; গাই < গবী ; ভিখারী < ভিক্ষুক ; ছিনাথ < শ্রীনাথ।

(ঘ) বাক্যের (বা বাচ্যের) শ্রেণী বল (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (১) যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপর তোমার এত করুণা তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা। (২) কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস। (৩) তুমি অধম —তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? (৪) মাঝির হুকুমে সব পালগুলি গুটানো ও নামানো হইয়াছিল। (৫) তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভুলতে পারবে না। (৬) সে রাত্রি কী ভয়ানক রাত্রি! (৭) তুমি কখনো ঝুলনপূর্ণিমায় এক রাখাল-বালককে বিয়ে করেছিলে?

উত্তর : (১) জটিল বাক্য। (২) যৌগিক বাক্য। (৩) যৌগিক বাক্য। (৪) কর্মবাচ্য। (৫) কর্তৃবাচ্য। (৬) বিস্ময়সূচক বাক্য। (৭) প্রশ্নসূচক বাক্য।

(ঙ) নীচের যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের পদান্তর কর : শঙ্কা (বিশেষণে), ব্যস্ত (বিশেষ্যে), খেলুড়ে (স্ত্রীলিঙ্গে), বদান্যতা (বিশেষণে), জীর্ণ (বিশেষ্যে), ব্যবহার (বিশেষণে) ধৈর্য (আরেকটি প্রত্যয় জুড়ে ভিন্ন বিশেষ্যে)।

উত্তর : শঙ্কিত (বিণ), ব্যস্ততা (বি), খেলুড়ী (স্ত্রী), বদান্য (বিণ), জীর্ণতা (বি), ব্যবহৃত বা ব্যবহার্য (বিণ), ধীরতা (তা প্রত্যয় জুড়ে আরেকটি বিশেষ্য)।

(চ) চলিত ভাষায় লেখ : "যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগন-সহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দম-নদীজল-বর্ণ ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ।"

উত্তর : [চলিত ভাষায়] যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালাপ্রদীপ্ত হয়ে গগনপ্রান্তে গগন-সঙ্গে মিশেছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দম-নদীজল-বর্ণ ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ।

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) যেকোনো **পাঁচটির** বিবরণ ও উদাহরণ দাও : ঊর্ধ্বস্বর, যৌগিক স্বর, সানুনাসিক স্বর, নাসিক্য কণ্ঠ্যব্যঞ্জন, ঘৃষ্টধ্বনি, তালব্য শিস্‌ধ্বনি, অন্তঃস্থবর্ণ।

উত্তর : ঊর্ধ্বস্বর : যে-সব স্বরের উচ্চারণকালে জিহ্বা মুখগহ্বরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করে, সেইসব স্বরকে ঊর্ধ্বস্বর বলা হয়। যেমন, সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে ই-কারের উচ্চারণকালে জিহ্বা সর্বোচ্চ স্থানে একেবারে তালুর কাছাকাছি অবস্থান করে। পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে উ-কারের উচ্চারণকালে জিহ্বা তালুর পিছনের দিকে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করে। এইজন্য ই-কার ও উ-কারকে ঊর্ধ্বস্বর বলা হয়।

সানুনাসিক স্বর : কোনো স্বর উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু নাসাবিবরে প্রবেশ করে অনুরণিত হলে তাকে সানুনাসিক স্বর বলে। যেমন, আঁ, গোঁগোঁ (...ওঁ...)।

নাসিক্য কণ্ঠ্যব্যঞ্জন : ক-বর্গের পঞ্চমবর্ণ ঙ উচ্চারণকালে মুখগহ্বর ও নাসাবিবর এই উভয় পথে শ্বাসবায়ু নির্গত হওয়ার ফলে বর্ণটি অনুরণিত হয় ; তাই ঙ বর্ণটিকে নাসিক্য কণ্ঠ্যব্যঞ্জন বলা হয়।

তালব্য শিস্‌ধ্বনি : শ্ ষ্ স্ এই তিনটি অঘোষ উষ্মবর্ণ—যাদের উচ্চারণ বাংলায় এখন কেবল তালব্য শ্-এর উচ্চারণে দাঁড়িয়ে গেছে—তাদের উচ্চারণ করবার সময় প্রলম্বিত শ্বাসবায়ু নির্গত হওয়ার ফলে একটি শিস্‌ধ্বনির সৃষ্টি হয় ; তাই এই বর্ণত্রয়কে তালব্য শিস্‌ধ্বনি বলা হয়।

ঘৃষ্টধ্বনি : শব্দমধ্যস্থ কোনো কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে একই সঙ্গে স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণ উচ্চারিত হলে তাকে ঘৃষ্টধ্বনি বলে। যেমন, গাছতলা > গাছ্‌তলা > গাছ্‌সতলা। কিছু > কিচ্ছু > কিৎসু। বাতাসে বাগ্‌যন্ত্রের সামান্য ঘর্ষণ লাগে বলেই নাম ঘৃষ্টধ্বনি।

অন্তঃস্থবর্ণ : একদিকে স্পর্শবর্ণ, অন্যদিকে উষ্মবর্ণ, এই দুটি শ্রেণীর অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে অবস্থান বলে এবং উচ্চারণে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যবর্তী বলে য্ র্ ল্ ব্ এই চারটি বর্ণকে অন্তঃস্থবর্ণ বলে।

BANGODARSHAN.COM

যৌগিক স্বর : যে কয়েকটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকার ফলে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাদের যৌগিক স্বর (সন্ধিস্বর বা সন্ধ্যক্ষর) বলে। যেমন, ঐ (অই বা ওই), ঔ (অউ বা ওউ)।

(খ) নীচের শব্দগুলির যেকোনো **পাঁচটির** বিপরীতার্থক শব্দ লেখ : শীতল, নিঃশব্দ, সমতল, সুযোগ, সুকৃতি, সৃষ্টি, পূর্বসূরী, অগ্রবর্তী।

উত্তর : বিপরীতার্থক শব্দ : উষ্ণ ; সশব্দ ; উচ্চাবচ বা অসমতল ; দুর্যোগ ; দুষ্কৃতি ; ধ্বংস ; উত্তরসূরী ; পশ্চাদ্‌বর্তী।

(গ) উপসর্গ কাকে বলে ? 'মান' কথাটির আগে **পাঁচটি** বিভিন্ন উপসর্গ জুড়ে **পাঁচটি** ভিন্নার্থক শব্দ রচনা কর।

উত্তর : উপসর্গ : যে-সকল অব্যয় কোনো প্রত্যয়যুক্ত হয় না, যেগুলি ধাতুর পূর্বে বসে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, তাদের উপসর্গ বলা হয়। যেমন প্র, পরা, অপ, সম্ ইত্যাদি।

'মান' কথাটির পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ একে একে বসিয়ে যে শব্দ পাচ্ছি : প্র + মান = **প্রমাণ** (নজির) ; অপ + মান = অপমান (অসম্মান) ; সম্ + মান = **সম্মান** (খাতির) ; অনু + মান = **অনুমান** (আন্দাজ) ; নিঃ + মান = **নির্মাণ** (রচনা) ; পরি + মান = **পরিমাণ** (মাপ) ; অভি + মান = **অভিমান** (স্নেহভাজন বা গুরুজনের ব্যবহারে মনোবেদনা)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই **মান** কথাটির অর্থপরিবর্তন ঘটে গেছে।

(ঘ) **পাঁচটি** বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ দিয়ে সার্থক বাক্যরচনা কর : ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা, ডুমুরের ফুল, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ, অন্ধের যষ্টি, লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।

উত্তর : ভগবান্ নিটোল শরীরটা দিয়েছেন, বুদ্ধিও দিয়েছেন, এসবের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে ভাগ্যোন্নতি ঘটাতে হবে, **ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখলে** কিছুই হবে না (বাস্তবে চেষ্টা না করে অলস কল্পনায় মত্ত থাকা)। নাটকের মহড়া দিতে সকলে আসছে, বাবলুও তো বেশ আসছিল, হঠাৎ সে গেল কোথায়! **ডুমুরের ফুল** (অদৃশ্য) হয়ে গেল নাকি? সব ব্যাপারেই নাক গলানো গঙ্গারামের স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, অথচ ওর কর্তৃত্ব কারোরই পছন্দ নয়, একেই বলে **গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল** (সব কাজেই যে কর্তৃত্ব করতে অগ্রসর হয় অথচ যার কর্তৃত্ব কেউ মানে না)। বেড়ালছানাগুলিই অপুত্রিকা বৃদ্ধার শেষ বয়সে **অন্ধের যষ্টি** (অসহায়ের শেষ সম্বল) হয়ে রয়েছে। দুটাকা মিনিবাসের ভাড়া বাঁচাবার জন্য সমস্ত পথটা হেঁটেই এলাম, কিন্তু **লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে গেল**—জুতোটা গেল ছিঁড়ে, পায়ে পড়ল ফোসকা (সামান্য লাভ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া)। সারাটা জীবন পরের সর্বনাশ করে শেষবয়সে ধর্ম ধর্ম করলে কি ভগবানের মন পাওয়া যায়, এ তো **শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা** (যৎসামান্য সৎকার্যের দ্বারা অতীতের অনেক দুষ্কার্য গোপনের চেষ্টা)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) নীচের যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের শুদ্ধ রূপ লেখ : শ্রমজীবি, বুৎপন্ন, যদ্যাপি, অদ্যাপিও, শুদ্ধাশুদ্ধি, দূরপনেয়, আকাংখা।

উত্তর : শ্রমজীবী, ব্যুৎপন্ন, যদ্যপি, অদ্যাপি, শুদ্ধাশুদ্ধি, দুরপনেয়, আকাঙ্ক্ষা।

(চ) বাচ্য পরিবর্তন কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : (১) আমাকে এখন দু-ঘন্টা ঘুমোতে

হবে। (২) বহুলোক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো কঞ্জুস আর দেখিনি। (৩) এখানে খাবার জল পাওয়া যায় না। (৪) আপনি কাল লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন কি? (৫) এ নিয়ে বিকেলে খুব একচোট হাসাহাসি হল। (৬) যাকে যাই বলো, কেউ ঠিক সময়ে কাজ করে না। (৭) পরে এসব কথা বলা যাবে, এখন থাক।

উত্তর : (১) আমি এখন দু-ঘণ্টা ঘুমোব (ভাববাচ্য > কর্তৃবাচ্যে)। (২) বহুলোক দেখা হয়েছে, কিন্তু তোমার মতো কঞ্জুস আর দেখা হয়নি (কর্তৃবাচ্য > কর্মবাচ্যে)। (৩) এখানে খাবার জল পাচ্ছি না (কর্মবাচ্য > কর্তৃবাচ্যে)। (৪) আপনার কাল লাইব্রেরিতে যাওয়া হয়েছিল কি? (কর্তৃবাচ্য > ভাববাচ্যে) (৫) এ নিয়ে বিকেলে পরস্পর খুব একচোট হাসলাম (ভাববাচ্য > কর্তৃবাচ্যে)। (৬) যাকে যাই বলা হোক, কারোর দ্বারা ঠিক সময়ে কাজ করা হয় না (কর্তৃবাচ্য > কর্মবাচ্যে)। (৭) পরে এসব কথা বলব, এখন নয় (কর্মবাচ্য > কর্তৃবাচ্যে)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) নীচের ক্রিয়াগুলির মধ্যে যেকোনো **পাঁচটির** শ্রেণী নির্দেশ কর : (১) ছেলেটি রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ল। (২) তুমি খুকিকে খাইয়েছ তো? (৩) ছেলেটি রোদে ঠায় দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে। (৪) এ কলম আমি অনেকদিন ব্যবহার করছি। (৫) তখন থেকে খাঁচার বাঘটা গর্জাচ্ছে কেন? (৬) তোমার সঙ্গে এখন কথা কইতে নারব। (৭) আজ বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি।

উত্তর : (১) বসে পড়ল—যৌগিক ক্রিয়া। (২) খাইয়েছ—প্রযোজিকা ক্রিয়া। (৩) দাঁড়িয়ে—অসমাপিকা ক্রিয়া। (৪) ব্যবহার করছি—সংযোগমূলক ক্রিয়া। (৫) গর্জাচ্ছে—নামধাতুজ ক্রিয়া। (৬) নারব—নঞর্থক পঙ্গু ক্রিয়া। (৭) ঘুমিয়েছি—মূলত অকর্মিকা ক্রিয়া, এখানে ঘুম এই সমধাতুজ কর্ম থাকায় **ক্রিয়াটি সকর্মিকা হয়ে গেছে।**

১৯৮৪

৫। পাঠ্যবিষয় থেকে প্রস্তুত নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির যেকোনো **দুটির** উত্তর দাও :

(ক) নীচের প্রশ্নগুলি থেকে যেকোনো **পাঁচটির** উত্তর কর :

(অ) 'হরিদ্বর্ণ' কোন্ কোন্ শব্দের সন্ধি করে তৈরি? (আ) 'তরঙ্গান্দোলনকম্প' শব্দের সমাস ও ব্যাসবাক্য কী হবে? (ই) "তাঁর সাংসারিক অভাবমোচনের জন্য"—'সাংসারিক' শব্দটি কীভাবে তৈরী হয়েছে? (ঈ) "তাঁহার সমগ্র জীবনকেই পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।"—'বলিয়া' কী ধরনের পদ? (উ) "তুষের আগুন যেমন প্রথমে ধিকি-ধিকি, শেষে ধূ-ধূ করে জ্বলে ওঠে"—'ধিকি-ধিকি' ও 'ধূ-ধূ' কী ধরনের পদ? (ঊ) "মেজদার ছিল ফিটের ব্যামো"—'ব্যামো' কথাটি কোন্ শব্দের কথ্যরূপ? (ঋ) "বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য আফিং খাইয়া ধূপপান করিতেছেন।"—'আফিং' শব্দটির উৎস কী?

উত্তর : (অ) হরিদ্বর্ণ = হরিৎ + বর্ণ।

(আ) তরঙ্গান্দোলন = তরঙ্গের আন্দোলন (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ), তরঙ্গান্দোলনকম্প = তরঙ্গান্দোলন-জনিত কম্প (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।

(ই) সাংসারিক = সংসার + ষ্ণিক (ইক)।

(ঈ) বলিয়া—অব্যয়পদ এখানে অনুসর্গরূপে প্রযুক্ত।

BANGODARSHAN.COM

(উ) ধিকি-ধিকি ও ধূ-ধূ—ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

(ঊ) ব্যামো কথাটি সংস্কৃত ব্যামোহ কথাটির কথ্য রূপ।

(ঋ) আফিং < আফিম < অহিফেন (সংস্কৃত)।

(খ) নিম্নোদ্ধৃত গদ্যাংশকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর : তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ ভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল।

উত্তর : [চলিত ভাষা] তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ এসে পড়ছিল। সঙ্গমস্থলে দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ ভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করছিল।

(গ) স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি) :

(অ) এ সংবাদ তিনি **অন্য** যাত্রীর **মুখে** পাইয়াছিলেন। (আ) **ইহাতে** আলকাতরা জন্মে। (ই) অনেক **কষ্টের** সংগ্রহ করা তেলের পিপা। (ঈ) **ঝড়ে** আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে। (উ) **ভয়ে** প্রাণ কাঁপতে লাগল। (ঊ) তিনি **আপনাকে** একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। (ঋ) বাপ্পাকে **কম্বলে** ঢেকে নিয়ে রানী দাঁড়িয়ে রইলেন।

উত্তর : (অ) সংবাদ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। (আ) ইহাতে—অপাদানে তে বিভক্তি। (ই) কষ্টের—ক্রিয়াবিশেষণে অ-কারকে এর বিভক্তি (কষ্ট করে অর্থে)। (ঈ) ঝড়ে—কর্তৃকারকে এ। (উ) ভয়ে—হেতু অর্থে অ-কারকে এ। (ঊ) আপনাকে—কর্মে কে (আপনি + কে)। (ঋ) কম্বলে—করণে এ।

(ঘ) পদান্তর কর (যেকোনো পাঁচটি) : প্রবিষ্ট (বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে) ; ঔৎসুক্য (বিশেষ্য থেকে বিশেষণে) ; ক্ষীণ (বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে) ; সন্দিগ্ধ (বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে) ; ম্লান (বিশেষ্য থেকে বিশেষণে) ; ফুটন্ত (বিশেষণ থেকে ক্রিয়ায়) ; নৈপুণ্য (বিশেষ্য থেকে আরেকটি বিশেষ্যরূপে) ; পর্বত (বিশেষ্য থেকে বিশেষণে)।

উত্তর : প্রবেশ (বিশেষ্য) ; উৎসুক (বিশেষণ) ; ক্ষীণতা বা ক্ষয় (বিশেষ্য) ; সন্দিগ্ধতা (বিশেষ্য) ; স্নাত (বিশেষণ) ; ফুটা (ক্রিয়া) ; নিপুণতা (আরেকটি বিশেষ্য) ; পার্বত (বিশেষণ)।

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) নীচের শব্দগুলির যেকোনো **পাঁচটির** বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে সার্থক বাক্যরচনা কর : মহত্ত্ব, নিকৃষ্ট, তিরস্কার, অস্তমিত, নিশ্চয়তা, প্রত্যক্ষ, ঊর্ধ্ব।

উত্তর : বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে বাক্যরচনা : মহত্ত্ব—নীচত্ব। আজকাল অধিকাংশ মানুষের ব্যবহারে নীচত্বের প্রকাশ ঘটে।

নিকৃষ্ট—উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট জিনিসের প্রতি আকর্ষণ কার না থাকে?

তিরস্কার—পুরস্কার। ছোটো ছেলেমেয়েদের **পুরস্কার** দিলে তাদের উৎসাহ বাড়ে বইকি।

অস্তমিত—উদিত। সূর্যদেব **উদিত** হবার পূর্বেই স্নানাহ্নিক সমাপ্ত হওয়া চাই।

নিশ্চয়তা—অনিশ্চয়তা। সামনের সপ্তাহেও পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের মধ্যেই অনিশ্চয়তা রয়েছে।

প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ। শ্যামলবাবুর পরাজয়ের পশ্চাতে প্রফুল্লবাবুর পরোক্ষ মদত কম ছিল না।

ঊর্ধ্ব—অধঃ। অধঃস্থ কর্মচারীদের প্রতিও তাঁর ব্যবহার বড়োই মধুর ছিল।

(খ) শুদ্ধ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : জাত্যাভিমান, বয়োপ্রাপ্ত, ঘনিষ্ট, চক্ষুরোগ, যক্ষা, স্বত্বাধিকার, ব্যবসা।

উত্তর : জাত্যভিমান ; বয়ঃপ্রাপ্ত ; ঘনিষ্ঠ ; চক্ষুরোগ ; যক্ষ্মা ; স্বত্ব অথবা অধিকার ; ব্যবসায়।

(গ) সূত্র বর্ণনা করে সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : বাঙ্ময়, নাবিক, মন্বন্তর, হিতৈষণা, সন্তাপ, ষণ্নবতি, কুজ্ঝটিকা, অব্জ।

উত্তর : বাঙ্ময় = বাক্ + ময়। ন বা ম পরে থাকায় প্রথমপদের শেষস্থ ক্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণ ঙ্ হয়েছে।

নাবিক = নৌ + ইক। পরপদের প্রথমবর্ণ যেকোনো স্বর হলে প্রথমপদের শেষস্থ ঔ স্থানে আব্ হয়।

মন্বন্তর = মনু + অন্তর। উ ঊ ভিন্ন অন্য স্বর দ্বিতীয়পদের প্রথমে থাকলে প্রথমপদের শেষস্থ উ ঊ স্থানে ব্ হয় ; সেই ব্ ব-ফলা হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় ; পরপদের প্রথম স্বরটি সেই ব্-ফলায় যুক্ত হয়।

হিতৈষণা = হিত + এষণা। অ-কার আ-কারের পর এ-কার ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয় ; সেই ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সন্তাপ = সম্ + তাপ। চ্ থেকে ম্ পর্যন্ত যেকোনো বর্ণ পরপদের প্রথমবর্ণ হলে পূর্বপদের শেষস্থ ম্ স্থানে পরবর্তী বর্গীয় বর্ণটির পঞ্চমবর্ণ হয়।

ষণ্নবতি = ষট্ + নবতি। ন বা ম পরে থাকায় প্রথমপদের শেষবর্ণ ট্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণ ণ্ হয় এবং পরবর্তী ন্ ণ্ হয়ে পূর্ববর্তী ণ-এ যুক্ত হয়।

কুজ্ঝটিকা = কুৎ + ঝটিকা। জ্ বা ঝ্ পরে থাকলে প্রথমপদের শেষস্থ ত্ স্থানে জ্ হয়।

অব্জ = অপ্ + জ। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থবর্ণ অথবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরপদের প্রথমবর্ণ হলে পূর্বপদের শেষস্থ প্ স্থানে ওই বর্গের তৃতীয়বর্ণ ব্ হয়।

(ঘ) **পাঁচটি** উপসর্গ যোগ করে নীচের কথাটিকে **পাঁচটি** শব্দে পরিণত কর এবং তা দিয়ে **পাঁচটি** বাক্য রচনা কর : হার।

উত্তর : নবগঠিত শব্দগুলি—প্রহার, সংহার, বিহার, উদ্ধার, পরিহার, উপহার, আহার। অপরাধীকে **প্রহার** দিলে তার চরিত্র-সংশোধন হবে কি? আরক্ষা-বিভাগের সংরক্ষক-মূর্তির সঙ্গে নয়, **সংহার**-মূর্তির সঙ্গেই জনগণের নিত্যপরিচয়। পরিমিত ও নিয়মিত **আহার** ও মুক্তবায়ুতে **বিহার** স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। রামচন্দ্র সীতাকে **উদ্ধার** করলেন বটে কিন্তু সেজন্য তাঁকে মূল্যও কম দিতে হয়নি। অসৎসঙ্গ সর্বতোভাবে **পরিহার** করাই উচিত। **উপহার** পেলে ছেলেমেয়ে খুশী হয়, উৎসাহও পায়।

(ঙ) সংজ্ঞা লিখে যেকোনো **পাঁচটির** উদাহরণ দাও : যৌগিক স্বর, ঘৃষ্টধ্বনি, অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন, পদান্বয়ী অব্যয়, পুরাঘটিত বর্তমান, রূপক কর্মধারয়, সমধাতুজ কর্ম, জটিল বাক্য।

উত্তর-সংকেত : যৌগিক স্বর—৪০ পৃষ্ঠায়, ঘৃষ্টধ্বনি—৩৯ পৃষ্ঠায়, অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন—১২ পৃষ্ঠায় দেখ।

BANGODARSHAN.COM

পদান্বয়ী অব্যয় : যে অব্যয় বাক্যমধ্যস্থ একটি পদের সঙ্গে অন্য পদের অন্বয় দেখিয়ে দেয়, তাকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। "মাথার **উপরে** রাজে নীল চন্দ্রাতপ।" "নাম বিলায়ে প্রেমের গোরা নিতাই **সাথে** নেচে যায়।"

পুরাঘটিত বর্তমান—কাজটি শেষ হয়ে গিয়েছে অথচ তার ফল এখনও বর্তমান রয়েছে বোঝালে ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমান কাল হয়। যেমন, "নৃপতির গর্ব নাশি করিয়াছ পথের ভিক্ষুক।" "সে যে প্রাণ **পেয়েছে** পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য।"

রূপক কর্মধারয় : উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করে পূর্বপদ উপমেয়ের সঙ্গে পরপদ উপমানের যে সমাস হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন, এ **শোকানল** নির্বাপিত হবার নয়। শোকানল = শোকরূপ অনল। "চরিতার্থ ভক্তগণ আচার্যের **কথামৃত**-পানে।" কথামৃত = কথারূপ অমৃত।

সমধাতুজ কর্ম : ক্রিয়াটি যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন সেই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ্যপদ ক্রিয়াটির কর্ম হলে সেই কর্মটিকে সমধাতুজ কর্ম বলে। যেমন, "অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।" হাসি (√হাস্ + ই) বিশেষ্যপদটি এবং **হাসিছেন** (√হাস্ + ইছেন) ক্রিয়াটি একই হাস্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। তাই **হাসি** সমধাতুজ কর্ম। "ছেলেবেলার বেলে **খেলা** খেলছি দিবারাত্রি।" এখানে **খেলা** (√খেল্ + আ) আর **খেলছি** (√খেল্ + ছি) উভয়েই খেল্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। তাই **খেলা** বিশেষ্যপদটি সমধাতুজ কর্ম।

জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং তার অধীন এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলে। যখন প্রয়োজন হবে, আমার কাছে চলে আসবে। "সেই সত্য যা রচিবে তুমি।"

(চ) 'হাত' অথবা 'মাথা' কথাটি **পাঁচটি** অর্থে প্রয়োগ করে **পাঁচটি** সার্থক বাক্যরচনা কর।

উত্তর : হাত : (১) মেনাহাতি নিহত হওয়ায় রাজা সীতারাম রায়ের **ডানহাতখানাই** (প্রধান সহায়) গুঁড়ো হয়ে গেল। (২) শহর-পরিক্রমার আগে **ডানহাতের ব্যাপারটা** (আহার) সেরে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। (৩) স্কুলে ছাত্রভরতির ব্যাপারে বরেনবাবুর কোনো **হাতই** (কর্তৃত্ব) নেই। (৪) এত কাজ জমে রয়েছে যে, আপনার নতুন কাজটায় **হাত দিতে** (আরম্ভ করা) পারছি না। (৫) স্কুল-মাস্টারিটুকু যতদিন চলে চলুক, **হাতের পাঁচ** (শেষ সম্বল) জমিজমা তো রইলই। (৬) টাকা দিয়ে হিতেশবাবুকে **হাত করা** (বশে আনা) যাবে, স্বপ্নেও ভাববেন না। (৭) ভিক্ষে করব তবু আত্মীয়-স্বজনের কাছে **হাত পাতব** (প্রার্থী হওয়া) না। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

মাথা : (১) নিবারণবাবুই তো এখন গ্রামের **মাথা** (প্রধান নেতা)। (২) অঙ্কে তো তার চমৎকার **মাথা** (বুদ্ধি) ছিল, পরীক্ষার ফল এত হতাশাব্যঞ্জক হল কেন? (৩) ভাইদের মধ্যে মন্মথবাবুই **মাথায়** (উচ্চতায়) বড়ো। (৪) দেশের প্রাচীন গৌরব বুকের মধ্যে গেঁথে নিয়ে আমাদের আবার **মাথা তুলে** (উন্নতি করা) দাঁড়াতে হবে। (৫) আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে **মাথায় তুলেছেন** (আশকারা দেওয়া), এখন মারধর করেও কিছু হবে না। (৬) পুলিস অফিসরের ছেলেটা ডাকাতদলের সঙ্গে ধরা পড়ায় তার বাবার **মাথাটা** লোকসমাজে **কাটা** পড়ল (অত্যধিক লজ্জা পাওয়া)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) নীচের প্রবাদ বা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছের যেকোনো **পাঁচটি** নিয়ে **পাঁচটি** সার্থক বাক্যরচনা কর ঃ **আক্কেল গুড়ুম**, জিলিপির প্যাঁচ, ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়, কচ্ছপের কামড়, তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা, তুলসীবনের বাঘ, ভূতের বেগার, শাপে বর।

উত্তর ঃ (১) আটাশ টাকার টেস্ট পেপার, চাইছেন চল্লিশ টাকা—শুনেই তো **আক্কেল গুড়ুম**, মশায় (আকস্মিক হতবুদ্ধিতা)। (২) গায়ে নামাবলী দেখে আর মুখে মধুবুলি শুনে কদাপি ভুলবেন না মশায়, ভদ্রলোকের পেটে-পেটে **জিলিপির পেঁচ** (ভয়ানক কুটিল বুদ্ধি)। (৩) গত মাসের ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির জ্বালা জুড়োতে-না-জুড়োতে আরেকটা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে পিলে চমকে উঠল—**ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়** (কোনো ব্যাপারে একবার যিনি দারুণ ভুগেছেন, সে রকম কিছু-একটা আভাসেই তিনি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন)। (৪) চাকরির জন্য ছেলেটি তো রামবাবুকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে চলেছে, যাহোক একটাকিছু না পেলে ও ছাড়বেই না—একেই বলে **কচ্ছপের কামড়** (মরলেও ছাড়ে না)। (৫) পার্কার পেনটা খুইয়েছি শুনলে বাবা **তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন** (অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া), তাই তো একটা ইমিটেশন উইলসন পকেটে রেখেছি। (৬) কপালে চন্দনফোঁটা আর মুখে হরিনাম শুনে আদৌ ভুলবেন না, ভোলাবাবু একেবারে **তুলসীবনের বাঘ** (সাধুর ভেকধারী ভয়ানক শয়তান) ; শিকারের জন্য ওত পেতেই রয়েছেন। (৭) একটা কানাকড়িও যে কাজে আসবার সম্ভাবনা নেই, তেমন কাজের পেছনে এমন **ভূতের বেগার** খেটে (পণ্ডশ্রম) লাভটা কী? (৮) চিত্তরঞ্জন দাশের আই-সি-এস পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা নিখিল ভারতের পক্ষে **শাপে বর** (আশঙ্কিত অনিষ্টের পরিবর্তে আশাতীতভাবে ইষ্টলাভ) হয়েছিল। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

১৯৮৪ (কম্পার্টমেনটাল)

৫। পাঠ্যবস্তু থেকে প্রস্তুত নীচের প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটির উত্তর দাও ঃ

(ক) উক্তি পরিবর্তন কর ঃ মাঝি বলিল, "দত্ত মহাশয়, আজ বড়ো সুবিধা নয়, ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন, ওখানা ভালো নয়। একটু বাদেই ঝড় উঠিবে।"

উত্তর ঃ (পরোক্ষ উক্তিতে) ঃ দত্তমহাশয়কে সসম্ভ্রম সম্বোধন করিয়া মাঝি জানাইল যে, সেদিন বড়ো সুবিধা যাইবে না। সেই সঙ্গে একখানি বিশেষ মেঘের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, যে মেঘখানি তিনি (দত্তমহাশয়) দেখিতেছেন, সেখানা ভালো নয়। মাঝি আরও জানাইল যে একটু বাদেই ঝড় উঠিবে।

(খ) যেকোনো **পাঁচটি** শব্দের সাহায্যে **পাঁচটি** সার্থক বাক্যরচনা কর ঃ অবি ; সমভিব্যাহারিগণ ; পঞ্চত্ব ; অর্বাচীন ; দাউ-দাউ ; লোল ; শেজ ; সম্মানসৌভাগ্য।

উত্তর ঃ পরীক্ষার জন্য পঞ্চবিংশতি সুস্থকায় **অবি** (মেষ) দরকার হল। নবকুমারের **সমভিব্যাহারিগণ** (সঙ্গিগণ) অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলেন। এমন দারুণ গ্রীষ্মে **এই ক্ষুদ্র গৃহে** এতগুলি মানুষ আশ্রয় নিলে অনেকেরই **পঞ্চত্বপ্রাপ্তির** (মৃত্যু ঘটা) সম্ভাবনা। প্রাচীনদের সঙ্গে **অর্বাচীনদের** (নবীন) মতভেদ প্রায়ই ঘটে। উদ্বাস্তুদের ছাউনিগুলো **নিমেষে দাউ-দাউ** (আগুন জ্বলার শব্দ) করে জ্বলে গেল। অফিসরটি টাকার বানডিলটার দিকে **লোল** (লোলুপ) দৃষ্টিতে একবারটি দেখেই আবেদনপত্রটি মঞ্জুর করলেন। ভয়ে মেজদা **পা ছড়িয়ে** দেওয়ায় **শেজটা** (কাচের মধ্যস্থ আলো) উলটে গিয়ে নিভে গেল। আচার্য **বসু অল্পবয়সেই যথেষ্ট**

BANGODARSHAN.COM

সম্মানসৌভাগ্যের অধিকারী হলেন (গৌরব)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নীচের উদ্ধৃতাংশে স্থূলাক্ষর পদগুলির যেকোনো **পাঁচটির** সমাস ও ব্যাসবাক্য লেখ ঃ অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালা-**প্রদীপ্ত** হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। **নিকটস্থ** জল সচরাচর **সকর্দম-নদীজল-বর্ণ**, কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি **নীলপ্রভ** ; আরোহীরা **নিশ্চিন্ত** সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা **মহাসমুদ্রে** আসিয়া পড়িয়াছেন।

উত্তর ঃ রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত **[১৯৮৫ সালের ৫ (গ) দেখ]**। গগনপ্রান্তে = গগনের প্রান্ত (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ), তাতে। নিকটস্থ = নিকটে থাকে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। সকর্দম = কর্দমের সঙ্গে বিদ্যমান (সহার্থক বহুব্রীহি), নদীজল = নদীর জল (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ), সকর্দম যে নদীজল = সকর্দম-নদীজল (সাধারণ কর্মধারয়), সকর্দম-নদীজলের মতো বর্ণ যার = সকর্দম-নদীজল-বর্ণ (উপমাত্মক বহুব্রীহি)। নিশ্চিন্ত = নিঃ (নেই) চিন্তা যাতে (নঞর্থক বহুব্রীহি)। মহাসমুদ্রে = মহান্ যে সমুদ্র (সাধারণ কর্মধারয়), তাতে। নীলপ্রভ = নীল প্রভা যার (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। **[প্রতিটি সমাস নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) চলিত ভাষায় রূপান্তর কর ঃ জোয়ারের বিলম্ব আছে—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস-আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। তখন নাবিকেরা তরী তীরলগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

উত্তর ঃ [চলিত ভাষায়] জোয়ারের বিলম্ব আছে—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস-আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করতে পারবেন। তখন নাবিকেরা তরী তীরলগ্ন করলে আরোহিগণ অবতরণ করে প্রাতঃকৃত্য সমাপনে প্রবৃত্ত হলেন।

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) নীচের যেকোনো পাঁচটি শব্দ বেছে নিয়ে কোন্‌টিতে বিবৃত অ [অ] এবং কোন্‌টিতে সংবৃত অ [ও] উচ্চারণ হচ্ছে তা নির্দেশ কর ঃ অত, অতীন্দ্র, অধীন, অধীর, অতুল, অতুলনীয়, অস্থি, অস্থির।

উত্তর ঃ অত = অতো [প্রথমটি বিবৃত অ, শেষ অ-কারটি সংবৃত অ]

অতীন্দ্র = ওতীন্দ্রো [প্রথমটি সংবৃত অ, শেষ অ-কারটিও সংবৃত অ]

অধীন = ওধিন্ [প্রথমটি সংবৃত অ, শব্দের শেষস্থ অ-র উচ্চারণ লুপ্ত]

অধীর = অধির্ [প্রথমটি বিবৃত অ, শব্দাত্মিক অ অনুচ্চারিত]

অতুল = অতুল্ [প্রথমটি বিবৃত অ, ব্যক্তির নাম বোঝালে কিন্তু প্রথমটি সংবৃত অ হবে ; এবং শব্দাত্মিক অ অনুচ্চারিত]।

অতুলনীয় = [অতুলোনিয়ো প্রথমটি বিবৃত অ, ল-এর সঙ্গে যুক্ত অ-কারটি সংবৃত, শেষ অ-কারটিও সংবৃত।]

অস্থি = ওস্থি [অ-কারটি সংবৃত।]

অস্থির = অস্থির্ [প্রথম অ বিবৃত অ, শেষ অ-কারের উচ্চারণ লোপ।]

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো পাঁচটি) ঃ মরূদ্যান, অতীষ্ট, রাজর্ষি, গায়ক, অভ্যুদয়, উত্থান, ধনঞ্জয়।

উত্তর : মরূদ্যান = মরু + উদ্যান ; অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট ; রাজর্ষি = রাজা + ঋষি ; গায়ক = গৈ + অক ; অভ্যুদয় = অভি + উদয় ; উত্থান = উদ্ + স্থান ; ধনঞ্জয় = ধনম্ + জয়। **[প্রতিটি সন্ধিবিচ্ছেদ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) লিঙ্গান্তর কর (যেকোনো পাঁচটি) : কবি, সাধক, সভাপতি, গোসাঁই, বেগম, বিদুষী, ভর্তা।

উত্তর : কবি (পুং)—মহিলা কবি (স্ত্রী) ; সাধক (পুং)—সাধিকা (স্ত্রী) ; সভাপতি (পুং)—সভানেত্রী (স্ত্রী) ; গোসাঁই (পুং)—গোসাঁই-মা বা মা-গোসাঁই (স্ত্রী) ; বেগম (স্ত্রী)—বাদশাহ্ (পুং) ; বিদুষী (স্ত্রী)—বিদ্বান্ (পুং) ; ভর্তা (পুং)—ভর্ত্রী (স্ত্রী)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নীচের যেকোনো পাঁচটি শব্দকে বিশেষ্য হলে বিশেষণে এবং বিশেষণ হলে বিশেষ্যে রূপান্তরিত কর : ঋষি, সিক্ত, জঙ্গল, গ্রহণ, বিনষ্ট, অভ্যাস, জাত, ব্যাঘাত।

উত্তর : ঋষি (বি)—আর্ষ (বিণ) ; সিক্ত (বিণ)—সেচ, সেচন (বি) ; জঙ্গল (বি)—জঙ্গলী (বিণ) ; গ্রহণ (বি)—গৃহীত (বিণ) ; বিনষ্ট (বিণ)—বিনাশ (বি) ; অভ্যাস (বি)—অভ্যস্ত (বিণ) ; জাত (বিণ)—জাতি (বি) ; ব্যাঘাত (বি)—ব্যাহত (বিণ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) নীচের বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ দিয়ে সার্থক বাক্যরচনা কর (যেকোনো পাঁচটি) : টাকার কুমির ; গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ; শিয়রে সংক্রান্তি ; বেঙের আধুলি ; আকাশকুসুম ; ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ; জিলিপির প্যাঁচ ; বিদুরের খুদ।

উত্তর : সাদামাটা চালচলন দেখে কে বুঝবে যে নেত্যবাবু একটি টাকার কুমির (বিপুল সম্পত্তির মালিক)? লীগের চূড়ান্ত খেলাটা আগে শেষ হোক, না হলে উৎসবের সাড়ম্বর আয়োজন গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল হয়ে উঠতে পারে (কার্যারম্ভের আগেই ফল উপভোগের কল্পনায় মশগুল)। পরীক্ষা এসে গেছে শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ), এখনও গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছিস! গরিবের সবই তো নিয়েছেন হুজুর, বেঙের আধুলি (দরিদ্রের যৎসামান্য সঞ্চয়) এই বাস্তুভিটেটুকুর দিকে আর নজর দেবেন না দয়া করে। স্কুল-মাস্টারি করে খাস শহরের বুকে একখানা বাড়ি তৈরি করার চিন্তা আকাশকুসুম (অবাস্তব সুখ-কল্পনা) বইকি। পুলিস যখন হাল ছেড়ে দিল, অনুতপ্ত হত্যাকারী তখন নিজেই এসে ধরা দিল, একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে (সত্যের প্রকাশ একদিন ঘটবেই)। মধুমাখানো কথা শুনে ভুলবেন না যেন, ওঁর পেটে-পেটে জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল বুদ্ধি)। গরিবের ভাঙা কুঁড়েতে গায়ের ধুলো দিয়েছেন যখন, তখন এই বিদুরের খুদেই (দরিদ্রের শ্রদ্ধাদত্ত সামান্যতম আয়োজন) সন্তুষ্ট হতে হবে। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) তিনটি বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয় ব্যবহার করে অন্তত পাঁচটি শব্দরচনা কর।

উত্তর : বিদেশী তদ্ধিত : গিরি, খানা, গর, খোর, দার, বাজ প্রভৃতি।

গিরি : গুরুগিরি, দাবোগাগিরি, বাবাগিরি (বিদ্রূপে)।

খানা : চিড়িয়াখানা, মুদিখানা, বৈঠকখানা।

গর : কারিগর, সওদাগর।

খোর : ঘুষখোর, ছুটিখোর, আফিমখোর।

BANGODARSHAN.COM

দার : জমিদার, জমাদার, সমজদার, পেশাদার, চটকদার, উপায়দার।

বাজ : মামলাবাজ, ফন্দিবাজ, দাঙ্গাবাজ।

(ছ) বন্ধনীর নির্দেশ মেনে অন্তত পাঁচটি বাক্যের বাক্যবৈশিষ্ট্যের রূপান্তর কর : (অ) আজ খুব খিচুড়ি খেয়েছি। (কর্মবাচ্যে) (আ) এখানে ফুলকপির সিঙাড়া পাওয়া যায়। (কর্তৃবাচ্যে) (ই) এই গরমে ঘুমোব কী করে? (ভাববাচ্যে) (ঈ) চালাকির দ্বারা মহৎকার্য করা হয় না। (প্রশ্নবাক্যে) (উ) রমেশ বলেছিল, "আমি কক্ষনো দরকার ছাড়া মুখ খুলি না।" (পরোক্ষ উক্তিতে) (ঊ) এ কথা শুনে আমি অবাক্ হলাম। (নেতিবাচক বাক্যে) (ঋ) যে বুদ্ধিমান্ এবং যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই সাফল্য পায়। (সরল বাক্যে)

উত্তর : (অ) আজ খুব খিচুড়ি খাওয়া হয়েছে (কর্মবাচ্য)। (আ) এখানে ফুলকপির সিঙাড়া পেতে পারি (কর্তৃবাচ্য)। (ই) এই গরমে ঘোমানো হবে কী করে (ভাববাচ্য)? (ঈ) চালাকির দ্বারা কি মহৎ কার্য করা যায় (প্রশ্নসূচক বাক্য)? (উ) রমেশ বলেছিল যে দরকার ছাড়া সে কক্ষনো মুখ খোলে না (পরোক্ষ উক্তি)। (ঊ) একথা শুনে আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হল না। (নেতিবাচক বাক্য)। (ঋ) বুদ্ধিমান্ অক্লান্ত পরিশ্রমীই সাফল্য পায় (সরল বাক্য)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

১৯৮৪ (একসটার্নাল)

৫। পাঠ্যবিষয় থেকে গৃহীত প্রশ্নগুলির যেকোনো তিনটির উত্তর দাও :

(ক) বন্ধনীর নির্দেশ মেনে যেকোনো পাঁচটি বাক্যের রূপান্তর কর :

(অ) আরো নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। (কর্তৃবাচ্যে লেখ) (আ) জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। ('ভুলিব না' ভাববাচ্যে লেখ) (ই) এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী ছিলেন। (যৌগিক বাক্যে পরিণত কর) (ঈ) এত লাভ তাহার অদৃষ্টে আর কখনোই হয় নাই। (প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপান্তরিত কর) (উ) তখন বৃষ্টি থেমেছে। ('থেমেছে'-কে যৌগিক ক্রিয়ায় পরিণত কর) (ঊ) কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। ('ঘা দিলেন'-এর বদলে তৎসম শব্দ ও অন্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার কর) (ঋ) আমাকে যেন কিলায়কে কাঁঠাল পাকায় দিয়া। (অশুদ্ধ হিন্দি থেকে বাংলা প্রবচনটি উদ্ধার কর)।

উত্তর : (অ) ক্রমে আরো নিবিড় বনে আমার প্রবেশ করা হইল (ভাববাচ্য : প্রদত্ত বাক্যটি তো কর্তৃবাচ্যেই রয়েছে, কেননা, 'প্রবিষ্ট হইলাম' সংযোগমূলক এই ক্রিয়াটির কর্তা আমি উহ্য রয়েছে, আর ক্রিয়াটি তো সেই উহ্য কর্তারই অনুগত)। (আ) জন্মজন্মান্তরেও ভুলা যাইবে না (ভাববাচ্য)। (ই) বাঙালীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এত প্রভেদ ছিল, তৎসত্ত্বেও তিনি খাঁটি বাঙালী ছিলেন (যৌগিক)। (ঈ) এত লাভ তাহার অদৃষ্টে আর কখনো ঘটিয়াছে কি? (প্রশ্নবোধক বাক্য) (উ) তখন বৃষ্টি ধরে (বা থেমে) গেছে (যৌগিক ক্রিয়া)। (ঊ) কমলাবতীর বাড়ির দরজায় করাঘাত করলেন ('ঘা দিলেন'-এর বদলে তৎসম শব্দ 'করাঘাত' এবং অন্য একটি ক্রিয়াপদ 'করলেন' ব্যবহার করা হল)। (ঋ) আমাকে যেন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দিয়েছে (বিশুদ্ধ বাংলা প্রবচন)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) নীচের যেকোনো পাঁচটি শব্দগুচ্ছ সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর : প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া, প্রমাদ ঘটা, দাঁতকপাটি লাগা, ন যযৌ ন তস্থৌ, তৃণের অপেক্ষাও তুচ্ছ গণনা করা, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া।

উত্তর : একে নিদারুণ গরম, তার উপর একটানা বিশ ঘণ্টা লোডশেডিং, প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত হয়ে গেল (প্রাণ যায়-যায় অবস্থা)। সামান্য অসতর্ক হলেই সামাজিক ব্যাপারে কত যে প্রমাদ ঘটে যায় (ভুলত্রুটি হওয়া)। বিহারী দত্তের মেয়েটি সমুদ্রের গর্জন সহ্য করতে না পারায় তার দাঁতকপাটি লেগে গেল (অজ্ঞান অবস্থায় রুদ্ধ কপাটের মতো দু-পাটি দাঁত জোরে জুড়ে গেল)। জীবনের অভিলষিততমকে চকিতে দেখে সদ্য-আসন-ছেড়ে-ওঠা উমার তখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা (অচল-অনড়)। পাশবিক বলে বলীয়ান মানুষ সমস্ত ধরাকে তৃণের অপেক্ষাও তুচ্ছ গণনা করে (তীব্রভাবে তাচ্ছিল্য করা)। রাজপুত রাজাদের হাতে আট পুরুষ ধরে অত্যাচার সইতে সইতে ভিলদের ধৈর্যের বাঁধ শেষে ভেঙে পড়ল (ধৈর্যচ্যুতি ঘটা)। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কন্যার অপ্রত্যাশিত ফলাফল দেখে মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল (ম্লান হওয়া)। [প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ (যেকোনো পাঁচটি) : আপাদমস্তক, ব্যাঘ্রভয়, চড়ন্দার, ইষ্টদেবতা, জলকাদা, রোদনপ্রবণতা, ধনুঃশর, সাহিত্যসম্ভোগ।

উত্তর : আপাদমস্তক = পদ থেকে মস্তক পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব)। ব্যাঘ্রভয় = ব্যাঘ্র থেকে ভয় (অপাদান-তৎপুরুষ)। চড়ন্দার = চড়ন (আরোহণ) করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। ইষ্টদেবতা = ইষ্ট যে দেবতা (সাধারণ কর্মধারয়)। জলকাদা = জল ও কাদা (দ্বন্দ্ব)। রোদনপ্রবণতা = রোদনে প্রবণতা (অধিকরণ-তৎপুরুষ)। ধনুঃশর = ধনুঃ ও শর (দ্বন্দ্ব)। সাহিত্যসম্ভোগ = সাহিত্যকে (সাহিত্যরস) সম্ভোগ (কর্ম-তৎপুরুষ)। [প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(ঘ) অশুদ্ধির কারণ বলে তা সংশোধন কর (যেকোনো পাঁচটি) : দূর্দশাগ্রস্থ, তিরষ্কার, কাষ্ঠারোহন, পক্ক, সন্যাসী, স্বাতন্ত্রতা, অমনযোগী, কূলশীল।

উত্তর : দুর্দশাগ্রস্ত (√গ্রস্ + ক্ত = গ্রস্ত)। তিরস্কার (তিরঃ অ-কারের পরস্থিত বিসর্গস্থানে স হয়)। কাষ্ঠাহরণ (শব্দটি আহরণ, আরোহণ নয় ; এবং ণত্ববিধিমতে তৎসম শব্দটিতে মূর্ধন্য ণ হবেই)। পক্ব (√পচ্ + ক্ত = পক্ব : ধাতুর চ্ স্থানে ক্, প্রত্যয়ের ত স্থানে ব)। সন্ন্যাসী = সম্ + ন্যাসী (প্রথমপদের শেষস্থ ম স্থানে ন হবেই, তাই ন্ন্যা)। স্বাতন্ত্র্য = স্বতন্ত্র + ষ্ণ্য, অথবা স্বতন্ত্রতা = স্বতন্ত্র + তা ; সুতরাং 'স্বতন্ত্র' শব্দে হয় ষ্ণ্য, না হয় তা যেকোনো একটি প্রত্যয় যোগ করতে হবে ; একইসঙ্গে দুটি প্রত্যয় যোগ করা চলবে না। অমনোযোগী = অমনঃ + যোগী (সন্ধির ভুল ছিল)। কুলশীল (কুল = বংশ ; কূল = নদী বা সমুদ্রের তীর ; শব্দনির্বাচনের ভুল ছিল)। [প্রতিটি সংশোধন নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(ঙ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি) : দুগ্ধ, সৌন্দর্য, প্রত্যাগমন, খেলুড়ি, গোঁগোঁয়ানি, পরিধেয়তা, বৈজ্ঞানিক, পরিবর্তিত।

উত্তর : দুগ্ধ = √দুহ্ + ক্ত (ত) (সংস্কৃত কৃৎ)। সৌন্দর্য = সুন্দর + ষ্ণ্য (সংস্কৃত তদ্ধিত)। প্রত্যাগমন = প্রতি-আ-√গম্ + অনট্ (সংস্কৃত কৃৎ)। √খেল্ + উড়িয়া =

BANGODARSHAN.COM

খেলুড়িয়া > খেলুড়ে (অভিশ্রুতি) ; স্ত্রীলিঙ্গে = খেলুড়ী। গোঁগোঁয়ানি = গোঁগোঁ (যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ) + আনি (বিদেশী তদ্ধিত)। পরিধেয় = পরি- √ধা + য = (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়) ; পরিধেয় + তা (সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়) = পরিধেয়তা। বৈজ্ঞানিক = বিজ্ঞান + ষ্ণিক (ইক) (সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়)। পরিবর্তিত = পরি-√বৃৎ + ণিচ্ + ক্ত (ত) (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(চ) নীচের বাক্যগুলির যেকোনো পাঁচটির সমাপিকা ক্রিয়াগুলির কাল বা ভাব নির্দেশ কর : (অ) প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। (আ) নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্য দিয়া যাইতেছে। (ই) সব পালগুলি নামানো হইয়াছিল। (ঈ) এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারে নি। (উ) সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। (ঊ) পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা করো। (ঋ) এইভাবে দিন কাটছিল।

উত্তর : (অ) চলিলাম = সাধারণ অতীত, নির্দেশক ভাব। (আ) যাইতেছে = ঘটমান বর্তমান, নির্দেশক ভাব। (ই) হইয়াছিল = পুরাঘটিত অতীত, নির্দেশক ভাব। (ঈ) পারে নি = সাধারণ অতীত, নির্দেশক ভাব। (উ) বাস করতুম = নিত্যবৃত্ত অতীত, নির্দেশক ভাব। (ঊ) চিন্তা করো = ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা, অনুজ্ঞা ভাব। (ঋ) কাটছিল = ঘটমান অতীত, নির্দেশক ভাব। [প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) যেকোনো পাঁচটি শব্দে মূর্ধন্য ণ হয়েছে কেন এবং যেখানে দন্ত্য ন আছে সেখানে মূর্ধন্য ণ হয়নি কেন—তা লেখ (অন্তত দুটি দন্ত্য ন-যুক্ত শব্দ গ্রহণ করতে হবে) : শ্রবণ, প্রাঙ্গণ, পরিমাণ, রচনা, সর্জন, পুরাতন, রটনা, হিরণ্ময়, মৃন্ময়।

উত্তর : শ্রবণ = শ্ + র্ + অ + ব্ + অ + ণ (র্ ও ন-এর মাঝখানে স্বরবর্ণ অ, প-বর্গীয় বর্ণ ব এবং স্বরবর্ণ অ ব্যবধান ভেদ করেও র্-এর প্রভাব দন্ত্য ন-কে মূর্ধন্য ণ করে দিয়েছে)।

প্রাঙ্গণ = প্ + র্ + আ + ঙ্ + গ্ + অ + ণ (র্ ও ন-এর মাঝখানে স্বরবর্ণ আ, ক-বর্গীয় বর্ণ ঙ্ ও গ্ এবং স্বরবর্ণ অ ব্যবধান ভেদ করেও র্-এর প্রভাবে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়ে গেছে)।

পরিমাণ = প্ + অ + র্ + ই + ম্ + আ + ণ (র্ ও ন-এর মাঝখানে স্বরবর্ণ ই, প-বর্গীয় বর্ণ ম্ এবং স্বরবর্ণ আ ব্যবধান ভেদ করেও র্-এর প্রভাবে দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হয়ে গেছে)।

রচনা = র্ + অ + চ্ + অ + ন্ + আ (র্-এর শক্তি স্বরবর্ণ অ-কে ভেদ করেই চ্-র কাছে গিয়ে থমকে গেছে ; ফলে দন্ত্য ন অক্ষত রয়েছে)।

সর্জন = স্ + অ + র্ + জ্ + অ + ন্ + অ (র্-এর শক্তি প্রথম পাদক্ষেপেই আটকে গেছে চ-বর্গের বর্ণ জ্-এর কাছে ; ফলে দন্ত্য ন অক্ষুণ্ণ রয়েছে)।

পুরাতন = প্ + উ + র্ + আ + ত্ + অ + ন + অ (র্-এর শক্তি আ অতিক্রম করে ত্-এর কাছে থমকে দাঁড়িয়েছে ; ফলে দন্ত্য ন অক্ষত রয়ে গেছে)।

রটনা = র্ + অ + ট্ + অ + ন্ + আ (র্-এর শক্তি স্বরবর্ণ অ-কার ভেদ করেই ট্-এর কাছে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে ; ফলে দন্ত্য ন অক্ষত রয়েছে)।

হিরণ্ময় = হ্ + ই + র্ + অ + ণ্ + ময় (র্-এর শক্তি অ-কার ভেদ করেই মূর্ধন্য ণ-কে পেয়ে গেছে)।

মৃন্ময় = মৃৎ + ময় ঃ সন্ধির ফলে ত্-স্থানে ন্ হয়েছে ; ফলে পূর্ববর্তী ঋ-কারের প্রভাব ত-বর্গের কাছে এসেই ধমকে দাঁড়িয়েছে ; দন্ত্য ন অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে।

[**ণত্ব-বিধির অন্যতম প্রধান সূত্র ঃ** তৎসম শব্দে ঋ র্ ষ্ এবং দন্ত্য ন-এর মাঝখানে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য্ ব্ হ্ ং ব্যবধান থাকলেও দন্ত্য ন **মূর্ধন্য ণ** হয়ে যায় ; অন্য বর্ণ ব্যবধান থাকলে দন্ত্য ন অক্ষত থাকে।]

(খ) প্রত্যয় কাকে বলে? কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের তফাত কী? একটি করে বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উদাহরণ দাও।

উত্তর-সংকেত ঃ প্রত্যয়, কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রত্যয়ের পার্থক্য—২৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

বাংলা কৃৎ ও বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়ের উদাহরণ—২৭ পৃষ্ঠায় দেখ।

(গ) লিঙ্গান্তর কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ মূর্তিমান্, শিক্ষক, নন্দন, শ্রোতা, রূপসী, খেঁদী, প্রাপক, বিঘ্ননাশিনী।

উত্তর ঃ মূর্তিমান্ (পুং)—মূর্তিমতী (স্ত্রী) ; শিক্ষক (পুং)—শিক্ষিকা (স্ত্রী) ; নন্দন (পুং)—নন্দনা (স্ত্রী) ; শ্রোতা (পুং)—শ্রোত্রী (স্ত্রী) ; রূপসী—নিত্য স্ত্রী ; খেঁদী (স্ত্রী)—খেঁদা (পুং) ; প্রাপক (পুং)—প্রাপিকা (স্ত্রী) ; বিঘ্ননাশিনী (স্ত্রী)—বিঘ্ননাশী (পুং)। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ঘ) নীচের শব্দদ্বৈতগুলির যেকোনো **পাঁচটিকে** সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ হাসি-হাসি, টাকা-টাকা, তেতো-তেতো, ভেবে-ভেবে, হাতে-হাতে, পড়-পড়, ঠিক-ঠিক, যায়-যায়।

উত্তর ঃ হাসি-হাসি মুখে যাচ্ছ, যেন কাঁদ-কাঁদ মুখে ফিরতে না হয়। দিনরাত **টাকা-টাকা** করে পাগল হয়ে গেলাম, পড়াশোনার চিন্তা করি কখন বল? পটোলটা যেন **তেতো-তেতো** লাগছে (সন্দেহের ভাব রয়েছে)। সংসার কী করে চলবে, **ভেবে-ভেবে** (অবিরাম ভাবনায়) সাধারণ বাঙালী সারা হয়ে যাচ্ছে। পারিশ্রমিক **হাতে-হাতে** (সঙ্গে-সঙ্গে) পেলেই তার মাধুর্য উপলব্ধি করা যায়। এমন **পড়-পড়** (পতনোন্মুখ) বাড়িতে রয়েছেন কেন? নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে উত্তর **ঠিক-ঠিক** (যথোচিত) মিলে গেলেই পুরো নম্বর। মেষগুলির তখন **যায়-যায়** (মুমূর্ষু) অবস্থা। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ঙ) **একটিমাত্র বাক্যে** সংহত করে লেখ ঃ আমি এখন বাড়িতে ফিরব। তারপর ভাত খাব। তবেই আমি বিকেলে আসতে পারব। তোমার সঙ্গে পড়াশোনা করতে পারব। এখন এই কথাটুকুই তোমায় দিচ্ছি।

উত্তর ঃ (i) বাড়ি ফিরে ভাত খেয়ে বিকেলে এখানে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে পড়াশোনা করার কথাটুকুই তোমাকে এখন দিচ্ছি (সরল)। (ii) এখন বাড়ি ফিরে ভাত খেয়ে বিকেলে এখানে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে যে পড়াশোনা করতে পারব সেই কথাটুকুই এখন তোমায় দিচ্ছি (জটিল)। (iii) বাড়ি ফিরে ভাত খেয়ে বিকেলে এখানে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে পড়াশোনা করতে পারব, এই কথাটুকুই তোমায় এখন দিচ্ছি (যৌগিক)। [যেকোনো একটি বাক্য লিখলেই হবে। তবে তিন রকমেই লেখার অভ্যাসটুকু করে রাখা ভালো। যদি সরল,

BANGODARSHAN.COM

জটিল বা যৌগিক—নির্দিষ্ট করেই বলে দেন, তখন আর ঠকতে হবে না।]

(চ) বাংলা শব্দভাণ্ডারের নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলির শ্রেণী ও উৎস জানাও (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ ডিঙি, রিকশা, পিদিম, আলকাতরা, আকাশ, বরিষন, আস্তাবল, দরজা।

উত্তর ঃ ডিঙি—দেশী শব্দ ; রিক্শা—জাপানী শব্দ ; পিদিম—অর্ধ-তৎসম ; আলকাতরা—পোর্তুগীজ শব্দ ; আকাশ—তৎসম শব্দ ; বরিষন—তদ্ভব শব্দ, কেবল কবিতায় প্রযোজ্য। আস্তাবল—ইংরেজী (< stable) ; দরজা—ফারসী শব্দ।

(ছ) বাক্যের মধ্যে নীচে দাগ দিয়ে নীচের যেকোনো **পাঁচটির** উদাহরণ দাও ঃ কর্তায় 'এ' বিভক্তি ; করণে 'শূন্য' বিভক্তি ; করণে 'এ' বিভক্তি ; সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি ; অপাদানে 'এ' বিভক্তি ; অধিকরণে 'শূন্য' বিভক্তি ; অধিকরণে 'কে' বিভক্তি।

উত্তর ঃ (i) কর্তৃকারকে 'এ' = "এই ত সিদ্ধান্ত গীতাভাগবতে গায়।" (ii) করণে 'শূন্য' = ছেলেরা এই বৃষ্টিতে কি এখনো **ফুটবল** খেলছে (ফুটবল দিয়ে কথাটির দিয়ে অনুসর্গের লোপে শূন্যবিভক্তি)? (iii) করণে 'এ' = নতুন **কলমে** তাড়াতাড়ি লেখা যায় কি? (iv) সম্প্রদানে 'এ' = সর্বকর্মফল **ভগবানে** করিনু অর্পণ। (v) অপাদানে 'এ' = তোমার **চোখে** (চোখ থেকে অর্থে) জল ঝরছে কেন, মা? (vi) অধিকরণে 'শূন্য' = রায়বাবু এখন **বাড়ি** নেই (বাড়িতে কথাটির তে বিভক্তিলোপ)। (vii) অধিকরণে 'কে' = "ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল!" [**প্রতিটি উদাহরণ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

১৯৮৩

৫। পাঠ্যবিষয় থেকে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটির উত্তর দাও ঃ

(ক) নীচের প্রশ্নগুলির যেকোনো **পাঁচটির** উত্তর দাও ঃ (অ) "তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে দিন কাটিয়ে দিলেন।" 'দিন কাটিয়ে দেওয়া' কী ধরনের ক্রিয়া? (আ) "তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নে।" 'নে' কী ধরনের পদ? (ই) "দিঙ্‌নিরূপণ" কোন্ কোন্ শব্দের সন্ধি করে তৈরী? (ঈ) "সবই বিকাইয়া গিয়াছে।" 'বিকা' কী জাতীয় ধাতু? (উ) "মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল।" 'মুষলধারে' পদটির শ্রেণী কী? (ঊ) "কৈফিয়ত তলব করা হইত।" 'হইত' ক্রিয়াপদের কাল ও ভাব কী? (ঋ) "সমুদ্রের গোঁগোঁয়ানি সহিতে পারিতেছে না।" 'গোঁগোঁয়ানি' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় লেখ।

উত্তর ঃ (অ) **দিন কাটিয়ে দেওয়া** = দিন কাটানো—সংযোগমূলক ক্রিয়া, কাটিয়ে দেওয়া—যৌগিক ক্রিয়া। (আ) **না**—এই অব্যয়টি নঞর্থক ক্রিয়াপদ হিসেবে উত্তমপুরুষে ও মাঝে মাঝে তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষে বিকল্প রূপগ্রহণ করে নে হয়ে যায়। (ই) **দিঙ্‌নিরূপণ** = দিক্ + নিরূপণ। (ঈ) **বিকা** = নিজন্ত বা কর্মবাচ্যের ধাতু। (উ) **মুষলধারে** = ক্রিয়াবিশেষণ, 'হতে লাগল' এই ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করছে। (ঊ) **হইত** = নিত্যবৃত্ত অতীত কাল এবং নির্দেশক ভাব। (ঋ) **গোঁগোঁয়ানি** = গোঁগোঁ + আনি (ভাব বা আচরণার্থক তদ্ধিত-প্রত্যয়)। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ প্রদীপ্ত, রবিরশ্মিমালা, ব্যাঘ্রভয়ে, তুষার-পরিণত, প্রতিদিন, অহোরাত্র, নির্বিঘ্ন।

উত্তর ঃ প্রদীপ্ত = প্র (প্রকৃষ্টরূপে) যে দীপ্ত (সাধারণ কর্মধারয়) [সংস্কৃতের প্রাদিতৎ

সমাস মাননীয় মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ বাংলা ব্যাকরণ থেকে বাতিল করে দিয়েছেন।] রবিরশ্মি = রবির রশ্মি (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ), তার মালা (সমষ্টি) = রবিরশ্মিমালা (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। ব্যাঘ্রভয়ে = ব্যাঘ্র থেকে ভয় (অপাদান-তৎপুরুষ), তাতে। তুষার-পরিণত = তুষারে পরিণত (কর্ম-তৎপুরুষ)। প্রতিদিন = দিন দিন (অব্যয়ীভাব)। অহোরাত্র = অহঃ ও রাত্রি (দ্বন্দ্ব)। নির্বিঘ্ন = নিঃ (নেই) বিঘ্ন যাতে (নঞর্থক বহুব্রীহি)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি) : লাবণ্য, চড়ন্দার, ব্যবহার, মুঙ্গেরি, বক্তব্য, ঘোলাটে, ভাগ্যবান্।

উত্তর : লাবণ্য = লবণ + ষ্ণ্য (ভাবার্থে সংস্কৃত তদ্ধিত)। চড়ন্দার = চড়ন + দার (অভ্যস্ত অর্থে বিদেশী তদ্ধিত)। ব্যবহার = বি-অব-√হৃ + ঘঞ্ (অ) : সংস্কৃত কৃৎ। মুঙ্গেরি = মুঙ্গের + ই (সম্বন্ধার্থে বাংলা তদ্ধিত)। বক্তব্য = √বচ্ + তব্য (উচিত অর্থে সংস্কৃত কৃৎ)। ঘোলাটে = ঘোলা + টিয়া = ঘোলাটিয়া > ঘোলাটে (ভাবার্থে বাংলা তদ্ধিত)। ভাগ্যবান্ = ভাগ্য + মতুপ্ (অ-কারান্ত শব্দের পর মতুপ্ প্রত্যয়ের ম ব হয়ে যায়, তখন ভাগ্যবৎ শব্দের কর্তৃকারকের একবচনে হবে ভাগ্যবান্)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নীচের পদ বা বাক্যাংশের সাহায্যে সার্থক বাক্যরচনা কর (যেকোনো পাঁচটি) : পদব্রজে, ন যযৌ ন তস্থৌ, ধূ-ধূ, দক্ষযজ্ঞ, গ্রহবৈগুণ্য, আপাদমস্তক, পঞ্চত্ব।

উত্তর : সেই দীর্ঘপথ আমরা **পদব্রজেই** (হেঁটে) অতিক্রম করলাম। গাড়ি জঙ্গলের মধ্যে গভীর রাত্রে হঠাৎ বিকল হওয়ায় সপরিবার আমাদের তখন **ন যযৌ ন তস্থৌ** অবস্থা (একান্ত অনড়)। মহর্ষির পবিত্র দেহ সেই অগ্নিতে **ধূ-ধূ** করে জ্বলে উঠল (প্রজ্বলিত অগ্নির অব্যক্ত শব্দ)। বিয়েবাড়িতে যেইমাত্র বরযাত্রীরা খেতে বসেছেন, অমনি দমকা ঝড়ে প্যানডেল গেল উড়ে, বৃষ্টি আর লোডশেডিং-এ সে কী **দক্ষযজ্ঞ** কাণ্ড (চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা)। নিতান্ত **গ্রহবৈগুণ্যে** (দুর্ভাগ্যের আঘাতে) কত যে প্রতিভাবানের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, তার হিসেব কে রাখে? দেরিতে-আসা ছেলেটির **আপাদমস্তক** (পা থেকে মাথা পর্যন্ত) একবারটি লক্ষ্য করে ভারপ্রাপ্ত অফিসর তাকে পরীক্ষাকক্ষে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এই স্বল্প-পরিসর কক্ষে এতগুলি লোককে রাত্রিবাস করতে হলে কয়েকজনের **পঞ্চত্বপ্রাপ্তি** (মৃত্যু) ঘটতে পারে। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) স্থূলাক্ষরটি কোন্ পদ বল (যেকোনো পাঁচটি) : (অ) হরিণের **খুটখাট** শোনা গেল। (আ) সে **স্থির** দাঁড়িয়ে আছে। (ই) শিকারের বেশ **সুবিধা**। (ঈ) গবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া **প্রহৃষ্ট** হইলাম। (উ) তুষারপরিণত **হিম** জলে স্নান করিয়া স্ফূর্তিধারণ করিলাম। (ঊ) 'লাও' তো বটে, কিন্তু আনে কে? (ঋ) সে দিনটা আমার **খুব** মনে পড়ে।

উত্তর : (অ) খুটখাট—ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। (আ) স্থির—ক্রিয়াবিশেষণ, দাঁড়িয়ে আছে ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করছে। (ই) বেশ—বিশেষ্যের বিশেষণ, পরবর্তী সুবিধা বিশেষ্যটিকে বিশেষিত করছে। (ঈ) প্রহৃষ্ট—বিধেয় বিশেষণ, উহ্য কর্তা আমি সর্বনামটিকে বিশেষিত করছে। (উ) হিম—বিশেষ্যের বিশেষণ, পরবর্তী জল বিশেষ্যপদটিকে বিশেষিত করছে। (ঊ) তো—বাক্যালংকার অব্যয়, সমস্ত বাক্যটির মাধুর্য বাড়িয়ে তুলেছে। (ঋ) খুব—

BANGODARSHAN.COM

ক্রিয়াবিশেষণ, মনে পড়ে ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করছে। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) যেকোনো **পাঁচটির** পদপরিবর্তন কর : ঘর, হিম, ব্যবধান, ক্ষয়, ভূগোল, দাঁত, অণু।

উত্তর : ঘর (বি)—ঘরোয়া (বিণ) ; হিম (বি)—হিমেল (বিণ) ; ব্যবধান (বি)—ব্যবহিত (বিণ) ; ক্ষয় (বি)—ক্ষীণ, ক্ষয়িষ্ণু (বিণ) ; ভূগোল (বি)—ভৌগোলিক (বিণ) ; দাঁত (বি)—দাঁতাল, দেঁতো (বিণ) ; অণু (বি)—আণবিক (বিণ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) নির্দেশানুযায়ী **পাঁচটির** পরিবর্তন কর : (অ) গান শুনলে (ভাববাচ্যে)। (আ) সে এলে আমি যাব (জটিল বাক্যে)। (ই) তুমি এবার তার হাতে ধরা পড়বে (কর্তৃবাচ্যে)। (ঈ) রবীন্দ্রনাথের নাম সকলে জানেন (প্রশ্নবাচক বাক্যে)। (উ) যারা পরিশ্রম করে তারা সফল হয় (সরল বাক্যে)। (ঊ) সদা সত্য কথা বলা উচিত (অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে)। (ঋ) তার কষ্টের কোনো শেষ নেই (উচ্ছ্বাস বা আবেগসূচক বাক্যে)।

উত্তর : (অ) গান শোনা হল (ভাববাচ্য)। (আ) যদি সে আসে তবে আমি যাব (জটিল বাক্য)। (ই) সে এবার তোমাকে ধরবে (কর্তৃবাচ্য)। (ঈ) রবীন্দ্রনাথের নাম কে না জানেন (প্রশ্নবাচক বাক্য)? (উ) পরিশ্রমীরা সফল হয় (সরল বাক্য)। (ঊ) সদা সত্য কথা বলবে (অনুজ্ঞাবাচক বাক্য)। (ঋ) কী কষ্টই না সে পাচ্ছে (আবেগসূচক বাক্য)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নীচের যেকোনো **পাঁচটি** পদকে একবার বিশেষ্য হিসেবে এবং আর একবার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার কর : উত্তর, গরম, জোর, হলুদ, সত্য, গুরু, পুণ্য।

উত্তর : উত্তর : প্রশ্নের উত্তর (বি) সঠিক হলেই নম্বর পাবে। সূর্যোদয়ে বুঝলাম নৌকা **উত্তর** (বিণ) মুখেই চলেছে।

গরম : এত **প্রচণ্ড গরমে** (বি) একটানা লোডশেডিং জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। **গরম** (বিণ) লুচি খানকয়েক আনতে বলুন।

জোর : জোর (বি) যার মুলুক তার। বালসেনা **জোর** (বিণ) কদমেই চলেছে।

হলুদ : হলুদ বনের (বি) কোণে নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে কোন্ সে অলক্ষণে। **হলুদ** (বিণ) রঙের শাড়িতে খিউলিকে কী মানান না মানিয়েছে!

সত্য : "**সত্য** (বিণ) বার্তা শিশুতেই জানে।" **সত্যের** (বি) চেয়ে বড়ো কিছু আছে না কি?

গুরু : গুরুপদে (বি) নমিলা রাজন। জীবনে **গুরু** (বিণ) দায়িত্ব এই প্রথম পেলাম।

পুণ্য : শুধু পাপের ঊর্ধ্বে নয়, **পুণ্যেরও** (বি) ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। **পুণ্য** (বিণ) কার্যে অর্থদানেই অর্থের সার্থকতা।

(ঘ) যেকোনো **পাঁচটির** বাংলা লিপ্যন্তর কর : Bureau, Ayodhya, George, Ghost, Nazi, Maupassant, The Thames, Psychology.

উত্তর : বুরো ; অযোধ্যা ; জর্জ ; গোস্ট ; নাৎসি ; মপাসাঁ ; দ্যা টেমস ; সাইকলাজি।

(ঙ) শুদ্ধ কর (যেকোনো পাঁচটি) : মধুসুদন, বিদ্যান, কল্যাণীয়াষু, সুধিগণ, অত্যাধিক, কুৎসিৎ, লজ্জাস্কর।

উত্তর : মধুসূদন, বিদ্বান, কল্যাণীয়াসু, সুধীগণ, অত্যধিক, কুৎসিত, লজ্জাকর।

(চ) অনুসর্গ ও উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য কী বুঝিয়ে বল এবং উভয়ের দুটি করে উদাহরণ দাও।

উত্তর : অনুসর্গ ও উপসর্গের পার্থক্য ২০-২১ পৃষ্ঠায় দেখ। অনুসর্গ—বিনা, বিনে, থেকে, চেয়ে, তরে ইত্যাদি। উপসর্গ—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব ইত্যাদি।

(ছ) সন্ধিযুক্ত কর (যেকোনো পাঁচটি) : সার + অঙ্গ, সর্ব + এব, পরি + ছদ, মাতৃ + আদেশ, নিঃ + রক্ত, মসী + আধার, সু + আগত।

উত্তর : সার + অঙ্গ = সারঙ্গ (নিপাতনসিদ্ধ স্বরসন্ধি) ; সর্ব + এব = সর্বৈব ; পরি + ছদ = পরিচ্ছদ ; মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ ; নিঃ + রক্ত = নীরক্ত ; মসী + আধার = মস্যাধার ; সু + আগত = স্বাগত। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

১৯৮২

৫। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটির উত্তর দাও :

(ক) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর : ওপারে গিয়েই মোটরগাড়িতে চড়ব বলে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসে আছি—গিয়ে শুনি ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেছে বলে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারে নি।

উত্তর : [**সাধুভাষায়**] ওপারে **গিয়াই** মোটরগাড়িতে **চড়িব বলিয়া খাইয়া-দাইয়া সাজিয়া-গুজিয়া গুছাইয়া-গাছাইয়া বসিয়া** আছি—**গিয়া** শুনি ব্রহ্মপুত্রে বন্যা **আসিয়াছে বলিয়া** এখনো ঘাটে মোটর **নামাইতে** পারে **নাই**।

(খ) উক্তি পরিবর্তন কর : বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি তো আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল, সেইজন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।"

উত্তর : [**পরোক্ষ উক্তিতে**] বৃদ্ধ যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে সে কেন আসিয়াছে। উত্তরে যুবা বলিলেন যে তিনি তো পূর্বেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার সমুদ্র দেখিবার বড়ো সাধ ছিল, সেইজন্যই তিনি আসিয়াছেন। পরে আশ্চর্য হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিলেন যে, তাঁহার দেখা অতি অপূর্ব দৃশ্যটি তিনি জন্মজন্মান্তরেও ভুলিবেন না।

(গ) **একটিমাত্র বাক্যে** পরিণত কর : কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন।

উত্তর : কিছুতেই তিনি নিরস্ত না হয়ে দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে বেতন অস্বীকার করে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে (সরল বাক্য)।

(ঘ) পদ-পরিবর্তন কর (যেকোনো **পাঁচটির**) : বিস্ময়, সীমা, দক্ষিণ, অনুকূল, **আশ্রম,** পরিণত, অভিনন্দন, বিশুদ্ধ।

উত্তর : বিস্ময় (বি)—বিস্মিত (বিণ) ; সীমা (বি)—সীমিত (বিণ) ; দক্ষিণ (বি)—দক্ষিণা (বিণ : দক্ষিণদিক থেকে আগত) ; অনুকূল (বিণ)—আনুকূল্য

BANGODARSHAN.COM

(বি) ; আশ্রম (বি)—আশ্রমিক (বিণ) ; পরিণত (বিণ)—পরিণতি (বি) ; অভিনন্দন (বি)—অভিনন্দিত (বিণ) ; বিশুদ্ধ (বিণ)—বিশুদ্ধি (বি)।

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) নিম্নোক্ত বাক্যটির মধ্য থেকে চারটি বিদেশী শব্দ ও একটি দেশী শব্দ খুঁজে বের কর : ইরানী বেগম একটি গোলাপফুল শখের ফুলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপজলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন।

উত্তর : ইরানী—ফারসী ; বেগম—তুর্কী ; গোলাপ—ফারসী ; শখ—আরবী ; বাগ—ফারসী ; খাসমহল—আরবী ; ফোয়ারা—আরবী। [দেশী শব্দ একটিও নেই অথচ খুঁজে বার করার প্রশ্ন এসেছে। ফুল—তদ্ভব শব্দ<ফুল্ল।] [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো পাঁচটি) : যথার্থ, ব্যবহার, সদিচ্ছা, উল্লাস, সংলগ্ন, বিচ্ছেদ, অপেক্ষা, স্বচ্ছ।

উত্তর : যথার্থ = যথা + অর্থ ; ব্যবহার = বি + অবহার (এটি সন্ধির প্রশ্নই নয়, প্রত্যয়ের প্রশ্ন) ; সদিচ্ছা = সৎ + ইচ্ছা ; উল্লাস = উদ্ + লাস ; সংলগ্ন = সম্ + লগ্ন ; বিচ্ছেদ = বি + ছেদ ; অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা ; স্বচ্ছ = সু + অচ্ছ। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(গ) নির্দেশ-অনুযায়ী যেকোনো পাঁচটি বাক্যের রূপান্তর সাধন কর : (অ) তাকে বাঘে খেয়েছে। (নঞর্থক বাক্যে রূপান্তরিত কর) (আ) আমি তাকে বিশ্বাস করি না। (অস্ত্যর্থক বাক্যে পরিণত কর) (ই) পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। (প্রশ্নবোধক বাক্যে রূপ দাও) (ঈ) ছেলেটি খুব অসহায়। (বিস্ময়বোধক বাক্যে রূপান্তরিত কর) (উ) 'ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই।' (জটিল বাক্যে পরিবর্তিত কর) (ঊ) 'সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে।' (যৌগিক বাক্যে পরিণত কর) (ঋ) 'নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে তো যায় না।' (সরল বাক্যে রূপ দাও)।

উত্তর : (অ) বাঘ ছাড়া তাকে অন্য কোনো জন্তু খায়নি (নঞর্থক বাক্য)। (আ) আমি তাকে অবিশ্বাস করি (অস্ত্যর্থক বাক্য)। (ই) পাগলা কুকুর কামড়ালে কি জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয় না (প্রশ্নবোধক বাক্য)? (ঈ) ছেলেটি কত না অসহায় (বিস্ময়বোধক বাক্য)! (উ) যদি ভালো করিয়া দেখি তবে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই (জটিল বাক্য)। (ঊ) সকাল হইত আর আমিও দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে (যৌগিক বাক্য)। (ঋ) নেশায় শরীরের শক্তি গেলেও গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে তো যায় না (সরল বাক্য)। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ঘ) একটি করে উদাহরণ দাও (যেকোনো **পাঁচটির**) : (অ) কর্তায় 'দ্বিতীয়া' বিভক্তি। (আ) কর্মে 'সপ্তমী' বিভক্তি। (ই) করণে 'শূন্য' বিভক্তি। (ঈ) সম্প্রদানে 'সপ্তমী' বিভক্তি। (উ) অপাদানে 'শূন্য' বিভক্তি। (ঊ) অধিকরণে 'ষষ্ঠী' বিভক্তি। (ঋ) অপাদানে 'তৃতীয়া' বিভক্তি।

উত্তর : (অ) কর্তায় 'দ্বিতীয়া'—এই ঝড়জলেই **আমাকে** যেতে হবে, ঋতাদি।

(আ) কর্মে 'সপ্তমী'—"এমন **লক্ষ্মণে** মোর মারিল রাক্ষসে।"

(ই) করণে 'শূন্য'—এখন থেকে আর তাস খেলব না।

(ঈ) সম্প্রদানে 'সপ্তমী'—সর্বকর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করলাম।

(উ) অপাদানে 'শূন্য'—ছেলেটা প্রায়ই স্কুল পালায়।

(ঊ) অধিকরণে 'ষষ্ঠী'—বনের বাঘ মাঝে মাঝে গ্রামেও আসে।

(ঋ) অপাদানে 'তৃতীয়া'—ক্ষতমুখ দিয়া রক্তস্রোত বহিছে এখনও।

[দ্বিতীয়া বিভক্তি, তৃতীয়া বিভক্তি, পঞ্চমী বিভক্তি, সপ্তমী বিভক্তি—এই ধরনের ক্রমবাচিকা বিভক্তির প্রশ্ন আসা আদৌ উচিত হয়েছে কি? বাংলায় বিভক্তিচিহ্নের নিদারুণ অভাব যেখানে, সেখানে সংস্কৃতের এই অন্ধ অনুকরণ একেবারেই অচল। মাননীয় মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ তাই সাড়ে তিন দশক আগেই ক্রমবাচিকা বিভক্তির প্রথা অতি-সঙ্গতভাবেই তুলে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ পর্ষদের পরীক্ষাতেই নির্দেশবিরুদ্ধ প্রশ্ন!]

(ঙ) নিম্নোক্ত বাক্যটির মধ্য থেকে যেকোনো পাঁচটি সমাসবদ্ধ পদ বেছে নাও ও শুধুমাত্র সমাসের নামগুলি উল্লেখ কর : জগদীশচন্দ্রের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম আজীবন বিজ্ঞানসম্মত ছিল বলেই তিনি সত্যবাদী মহাজন ও পুরুষসিংহ হিসাবে সর্বজনশ্রদ্ধেয়।

উত্তর : জগদীশ = জগতের ঈশ (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। চিন্তাভাবনা = চিন্তা ও ভাবনা (দ্বন্দ্ব)। কাজকর্ম = কাজ ও কর্ম (দ্বন্দ্ব)। আজীবন = জীবন পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব)। বিজ্ঞানসম্মত = বিজ্ঞানদ্বারা সম্মত (করণ-তৎপুরুষ)। সত্যবাদী = সত্য বলেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। মহাজন = মহান্ যে জন (সাধারণ কর্মধারয়)। পুরুষসিংহ = পুরুষ সিংহের মতো (উপমিত কর্মধারয়)। সর্বজনশ্রদ্ধেয় = সর্ব যে জন (সাধারণ কর্মধারয়) = সর্বজন ; তাঁদের শ্রদ্ধেয় = সর্বজন-শ্রদ্ধেয় (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। [প্রতিটি সমাস নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(চ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটির) : গড়ন, মানত, ঝাড়ু, বকুনি, রামায়ণ, পথিক, যশস্বী, রকমারি, ঝড়ো।

উত্তর : গড়ন = √ গড় + অন ; মানত = √ মান্ + ত ; ঝাড়ু = √ ঝাড় + উ ; বকুনি = √ বক্ + উনি ; রামায়ণ = রাম + ঞায়ন (আয়ন) (সম্বন্ধার্থে—এটি সন্ধির প্রশ্ন, প্রত্যয়ের প্রশ্নই নয়) ; পথিক = পথিন্ + ক ; যশস্বী = যশঃ + বিন্ (কর্তৃকারকের একবচন) ; রকমারি = রকম + আরি ; ঝড় + উয়া = ঝড়ুয়া > ঝড়ো (অভিশ্রুতি)।

(ছ) করা, কাটা, ধরা, ওঠা বা দেখা—এই ক্রিয়াপদগুলোর যেকোনো একটিকে অবলম্বন করে পাঁচটি ভিন্নার্থক বাক্যরচনা কর।

উত্তর-সংকেত : ধরা—৮ পৃষ্ঠায়, করা, কাটা, ওঠা, দেখা—১৩ পৃষ্ঠায় দেখ।

১৯৮১

৪। পাঠ্যবিষয় থেকে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর যেকোনো দুটির উত্তর দাও :

(ক) চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর : নবকুমারের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হইতে লাগিল। সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্‌বিগ্ন হইতে লাগিল। তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে।

উত্তর : [চলিত রীতিতে] নবকুমারের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হতে লাগল। সমভিব্যাহারিগণ তাঁর বিলম্ব দেখে উদ্‌বিগ্ন হতে লাগল। তাদের এরূপ আশঙ্কা হল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করেছে।

BANGODARSHAN.COM

(খ) নির্দেশ-অনুযায়ী যেকোনো পাঁচটি বাক্যের রূপান্তর সাধন কর : (অ) মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই। (কর্তৃবাচ্যে পরিণত কর) (আ) তাঁকে টিকিট কিনতে হয় নি। (কর্তৃবাচ্যে পরিণত কর) (ই) পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। (অস্তার্থক বাক্যে রূপ দাও) (ঈ) ঈশ্বরের কোন্ কার্য না আশ্চর্য! (নির্দেশক বাক্যে রূপান্তরিত কর) (উ) কতকদূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। (যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত কর) (ঊ) আগে আসা উচিত ছিল। (নাস্তার্থক বাক্যে পরিবর্তিত কর)।

উত্তর : (অ) মহাশয় আসিয়া ভালো করেন নাই (কর্তৃবাচ্য)। (আ) তিনি টিকিট কেনেন নি (কর্তৃবাচ্য)। (ই) পরে যাহা হইল, তাহা বেশ অসুবিধাজনক ছিল (অস্তার্থক বাক্য)। (ঈ) ঈশ্বরের সকল কার্যই আশ্চর্য (নির্দেশক)। (উ) কতকদূর চলিলাম ও পরে ঝাঁপানে চড়িলাম (যৌগিক বাক্য)। (ঊ) পরে আসা উচিত হয় নি (নাস্তার্থক বাক্য)। [প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(গ) সূলাক্ষর শব্দগুলোর যেকোনো পাঁচটির সমাস বল ও ব্যাসবাক্য লেখ : কোনো পর্বত আপাদমস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোনো পর্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্বতের শোভাবর্ধন করিতেছে।

উত্তর : আপাদমস্তক = পা থেকে মাথা পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব)।

তৃণশূন্য = তৃণদ্বারা শূন্য (অ-কারক-তৎপুরুষ সমাস)।

নিকটস্থ = নিকটে থাকে যে (উপপদ তৎপুরুষ)।

বনাকীর্ণ = বনদ্বারা আকীর্ণ (করণ-তৎপুরুষ)।

শোভাবর্ধন = শোভাকে বর্ধন (কর্ম-তৎপুরুষ)।

(ঘ) নিম্নোক্ত শব্দগুলোর যেকোনো পাঁচটিকে অবলম্বন করে নিজের ভাষায় পাঁচটি সার্থক বাক্যরচনা কর : ভাগ্যদেবতা, পদব্রজে, জন্মজন্মান্তর, সশঙ্কচিত্তে, অবগুণ্ঠন, বিশ্বগ্রাসী।

উত্তর : ভাগ্যদেবতার (দৈব) আনুকূল্য পেলে জীবনে উন্নতি করতে দেরি হয় না। সেই দীর্ঘপথ আমরা পদব্রজেই (হেঁটে) অতিক্রম করলাম। এমন প্রীতিস্নিগ্ধ স্মৃতি জন্মজন্মান্তরেও (কদাপি) ভোলা যাবে না। প্রধানশিক্ষকমশায় ডেকেছেন শুনে সশঙ্কচিত্তে (ভয়ে ভয়ে) ধীর পদক্ষেপে তাঁর কক্ষের দিকে অগ্রসর হলাম। একান্ত ভক্তজনের কাছেই বিশ্বপ্রকৃতি আপন অবগুণ্ঠন (মুখাবরণ, ঘোমটা) উন্মোচন করেন। প্রকৃতিপ্রেমিক কবিগণ বিশ্বগ্রাসী (অত্যধিক) ক্ষুধায় প্রকৃতির রূপসুধা পান করেন। [প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

৫। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) চিহ্নিত শব্দগুলোর মধ্যে যেকোনো পাঁচটির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : (অ) নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা। (আ) এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ পাইলাম। (ই) ইহাতে আলকাতরা জন্মে। (ঈ) সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল। (উ) তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না। (ঊ) সমুদ্র দেখিব। (ঋ) ঝড়ে আমাদের বড়োই উপকার করিয়াছে।

উত্তর : (অ) চাঁদির—উপাদান-সম্বন্ধপদ, অ-কারকে র বিভক্তি। (আ) দুগ্ধ—কর্মে শূন্যবিভক্তি। (ই) ইহাতে—অপাদানে 'তে' বিভক্তি (ইহা + তে)। (ঈ) রাত্রি—অধিকরণে শূন্যবিভক্তি। (উ) পণ্ডিতে—কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। (ঊ) সমুদ্র—কর্মে শূন্যবিভক্তি।

(ঋ) ঝড়ে—কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(খ) নিম্নোক্ত উপসর্গগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নাও এবং সেই উপসর্গটিকে প্রয়োগ করে পাঁচটি শব্দগঠন কর : প্র, অনু, প্রতি।

উত্তর : প্র উপসর্গযোগে—প্রণাম, প্রণত, প্রণীত, প্রণাশ, প্রনষ্ট, প্রবেশ, প্রকাশ, প্রসাধন।

অনু উপসর্গযোগে—অনুমান, অনুকরণ, অনুকূল, অনুমোদন, অনুতাপ, অনুজ, অনুরাগ, অনুপ্রবেশ।

প্রতি উপসর্গযোগে—প্রতিমূর্তি, প্রতিবেদন, প্রতিকূল, প্রতিপক্ষ, প্রতিক্রিয়া, প্রতিফলন, প্রতিপালন, প্রত্যুদ্গমন।

(গ) নিম্নোক্ত বর্ণগুলির মধ্যে যেকোনো **পাঁচটির উচ্চারণস্থান উল্লেখ কর** : ই, এ, গ, ট, থ, প, র, হ।

উত্তর : ই—উচ্চারণস্থান তালু + জিহ্বামধ্য। এ—উচ্চারণস্থান কণ্ঠ + তালু। গ—উচ্চারণস্থান কণ্ঠ + জিহ্বামূল। ট—উচ্চারণস্থান মূর্ধা + উলটানো জিহ্বাগ্র। থ—উচ্চারণস্থান দন্ত + জিহ্বাগ্র। প—উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ + অধর। র—উচ্চারণস্থান মূর্ধা + উলটানো জিহ্বাগ্র। হ—উচ্চারণস্থান কণ্ঠ + জিহ্বামূল। [**প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ঘ) এককথায় প্রকাশ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : (অ) পান করবার ইচ্ছা। (আ) একই গুরুর শিষ্য। (ই) বিজ্ঞান জানেন যিনি। (ঈ) হরিণের চামড়া। (উ) দ্বীপের সদৃশ। (ঊ) শঙ্কার সহিত বর্তমান।

উত্তর : (অ) **পিপাসা**। (আ) **সতীর্থ**। (ই) **বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক**। (ঈ) **অজিন**। (উ) **উপদ্বীপ**। (ঊ) **সশঙ্ক**।

(ঙ) নিম্নোক্ত প্রবাদবাক্যগুলোর যেকোনো **পাঁচটিকে অবলম্বন** করে প্রত্যেকটির সাহায্যে একটি করে সার্থক বাক্যরচনা কর : **অগ্নিশর্মা, আইঢাই, আঙুল ফুলে কলাগাছ, উড়ো কথা, উড়নচণ্ডী, কথার কথা, কেঁচো খুঁড়তে সাপ, দক্ষযজ্ঞ।**

উত্তর : প্রশ্নটা শুনেই সূর্যকান্তবাবু ছেলেটির উপর **অগ্নিশর্মা** (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ) হয়ে উঠলেন। একে নিদারুণ গরম, তার উপর একটানা বিশ ঘণ্টা লোডশেডিং, প্রাণ একেবারে **আইঢাই** করছে (শ্বাসরোধ হওয়ার মতো অবস্থা)। কাঁচা পয়সার মুখ দেখেছে কি না, তাই লোকটা দুদিনেই **আঙুল ফুলে কলাগাছ** (অতিদ্রুত ঐশ্বর্যবৃদ্ধিজনিত অহংকারী) হয়ে উঠেছে। ওইসব **উড়ো কথায়** (গুজব) কান না দিয়ে নিজের কাজ করে যাও। এমন **উড়নচণ্ডীর** মতো (অমিতব্যয়ী) খরচ করলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে কি? এসব কথা শুনে রাগ করতে আছে? এ তো একটা **কথার কথা** (অসার কথা)। নন্দীমশায় বুঝলেন ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়াই ভালো, নইলে শেষে **কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ** বেরিয়ে পড়ে (সামান্য ব্যাপারের সন্ধানে গুরুতর রহস্যভেদ)। বরযাত্রীরা সেইমাত্র খেতে বসেছেন, হঠাৎ দমকা ঝড়ে প্যানডেল গেল উড়ে, সেই সঙ্গে লোডশেডিং আর মুষলধারে বৃষ্টি, সে এক **দক্ষযজ্ঞ** কাণ্ড (চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা)। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(চ) নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলোর মধ্যে যেকোনো **পাঁচটির** প্রয়োগ দেখাও : আমি, ইমন্, উয়া, খানা, খোর, গিরি, পনা।

উত্তর : দুষ্ট + **আমি** (ভাব বোঝাতে) = দুষ্টামি। লঘু + **ইমন্** (ভাব অর্থে) = লঘিমন্ > লঘিমা (কর্তৃকারকের একবচন)। বাত + **উয়া** (সম্বন্ধার্থে) = বাতুয়া > বেতো। বৈঠক + **খানা** (স্থানার্থে) = বৈঠকখানা। ছুটি + **খোর** (আসক্ত অর্থে) = ছুটিখোর। গুরু + **গিরি** (আচরণ অর্থে) = গুরুগিরি। গিন্নী + **পনা** (আচরণ বা ভাব অর্থে) = গিন্নীপনা। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ছ) উদাহরণ দাও (যেকোনো **পাঁচটির**) : ভাববাচ্য, নামধাতু, সকর্মক ক্রিয়া, পুরাঘটিত বর্তমান, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ।

উত্তর : ভাববাচ্য—আপনার ভিতরে **আসা হোক**। নামধাতু—"কে তারে সহসা মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা।" সকর্মক ক্রিয়া—"তোমার প্রীতি বনে বনে ফুল **ফোটায়**" (কর্ম —ফুল)। পুরাঘটিত বর্তমান—"বিজয়রথের চাকা উড়ায়েছে ধূলিজাল।" ঘটমান অতীত —"শিশুরা **খেলছিল** মায়ের কোলে।" পুরাঘটিত অতীত—"নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ নন, ঋষি রবীন্দ্রনাথ।" ঘটমান ভবিষ্যৎ—"সেই সুর কর্ণে মোর আমরণ **ধ্বনিতে থাকিবে**।"—'বিধিচক্র' [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

BANGODARSHAN.COM

১৯৮০

৪। পাঠ্যবিষয় থেকে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর যেকোনো **দুটির** উত্তর দাও :

(ক) পদ-পরিবর্তন কর অর্থাৎ বিশেষ্য হলে বিশেষণের এবং বিশেষণ হলে বিশেষ্যের রূপ লিখ (যেকোনো **পাঁচটির**) : স্নিগ্ধ, বৈগুণ্য, সৌভাগ্য, পরীক্ষা, মোহিত, প্রসন্ন, আসন্ন।

উত্তর : স্নিগ্ধ (বিণ)—স্নিগ্ধতা (বি) ; বৈগুণ্য (বি)—বিগুণ (বিণ) ; সৌভাগ্য (বি)—সৌভাগ্যবান্ (বিণ) ; পরীক্ষা (বি)—পরীক্ষিত (বিণ) ; মোহিত (বিণ) —মোহ (বি) ; প্রসন্ন (বিণ)—প্রসাদ, প্রসন্নতা (বি) ; আসন (বি)—আসীন (বিণ)।

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো পাঁচটির) : পুনরুজ্জীবিত, দিঙ্‌নিরূপণ, বনস্পতি, প্রত্যাগমন, রোষান্বিতা, জলোচ্ছ্বাস, পরীক্ষাগারে।

উত্তর : পুনরুজ্জীবিত = পুনঃ + উদ্ + জীবিত। দিঙ্‌নিরূপণ = দিক্ + নিরূপণ। বনস্পতি = বন + পতি (নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি)। প্রত্যাগমন = প্রতি + আগমন। রোষান্বিতা = রোষ + অন্বিতা। জলোচ্ছ্বাস = জল + উদ্ + শ্বাস। পরীক্ষাগারে = পরি + ঈক্ষা + আগারে। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলোর যেকোনো পাঁচটিকে অবলম্বন করে নিজের ভাষায় পাঁচটি সার্থক বাক্যরচনা কর : আপাদমস্তক, নক্ষত্রবেগে, কণ্ঠাগতপ্রাণ, দক্ষযজ্ঞ, রুদ্ধনিশ্বাসে, তীর্থোদক, অপেক্ষাকৃত।

উত্তর : সদ্য-ধরে-আনা কিশোরটির **আপাদমস্তক** (পা থেকে মাথা পর্যন্ত) একবার লক্ষ্য করে দারোগাবাবু তাকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বৃক্ষের প্রজ্বলন্ত অংশ **নক্ষত্রবেগে** (অত্যন্ত দ্রুতগতিতে) নিম্নমুখে ধাবিত হতে লাগল। বিমানখানা ছিনতাই হয়েছে শুনে ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি আর উদ্বেগে যাত্রীরা **কণ্ঠাগতপ্রাণ** (মুমূর্ষু) হয়ে পড়লেন। মেয়েরা **রুদ্ধনিশ্বাসে** (প্রায়-দমবন্ধ অবস্থায়) নির্বাচনী পরীক্ষার ফলঘোষণার প্রতীক্ষা করতে লাগল। ব্রহ্মপুত্রের সেই কর্দমাক্ত **তীর্থোদকে** (তীর্থস্থানের তথাকথিত পবিত্র জল) স্নানের আগ্রহই উবে গেল। রোগিণী আজ **অপেক্ষাকৃত** (তুলনামূলকভাবে) সুস্থ আছেন। **দক্ষযজ্ঞ**—৫৩ পৃষ্ঠায় দেখ। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ঘ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর : বৃদ্ধ চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। নাকের উপর থেকে চশমা খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দুটিকে ভাল করে পুঁছে আবার সেটিকে নাকের উপর চড়ালে। তারপর বিস্ময়ের স্বরে বললে, "পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর : [সাধুরীতিতে] বৃদ্ধ চোখ **দুইটি তুলিয়া** আমার দিকে একবার **চাহিল**। নাকের **উপর হইতে** চশমা **খুলিয়া** ধুতির খুঁট **দিয়া** গ্লাস **দুইটিকে** ভাল **করিয়া** পুঁছিয়া আবার সেটিকে নাকের উপর **চড়াইল**। তারপর বিস্ময়ের স্বরে **বলিল**, "পঁচিশ বছর আগে আপনি এখান দিয়া **গিয়াছিলেন?**"

৫। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) উদাহরণ দাও (যেকোনো **পাঁচটির**) : 'অ'-এর বিকৃত উচ্চারণ, শব্দের আদিতে 'আ'-এর দীর্ঘ উচ্চারণ, 'এ'-কারের স্বাভাবিক **অথবা** বিকৃত উচ্চারণ, মধ্যস্বর-লোপ (সম্প্রকর্ষ), শব্দমধ্যবর্তী 'হ্'-কার লোপ, 'ঞ'-এর 'ন' উচ্চারণ, 'ম'-ফলা **অথবা** 'য'-ফলার বিভিন্নপ্রকার উচ্চারণ।

উত্তর : কবি (কোবি)—'অ'-কারের বিকৃত উচ্চারণ। (ও-কারঘেঁষা)।

"আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।"—শব্দের আদিতে 'আ'-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ।

কেশ, মেষ, একতা—'এ'-কারের স্বাভাবিক উচ্চারণ।

বেলা (ব্যালা) হলে কুয়াশা কেটে যাবে।—'এ'-কারের বিকৃত উচ্চারণ (অ্যা)।

নাতিনী > নাতনী।—শব্দমধ্যস্থ ই-কার লোপ পেয়েছে। এ ধরনের স্বরলোপকে সম্প্রকর্ষ বলা হয়।

ফলাহার > ফলার—শব্দমধ্যস্থ হ্ লোপ পেয়েছে, সংশ্লিষ্ট আ-কারটিও লোপ পেয়েছে।

পঞ্চম (পনচম্)—'ঞ'-র 'ন' উচ্চারণ।

ম্-ফলার উচ্চারণ : (i) ম্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটি শব্দমধ্যে থাকলে ম্-ধ্বনি অক্ষুণ্ণ থাকে। তন্ময় (তন্‌ময়), বাল্মীকি (বাল্‌মিকি), বাগ্মী (বাগ্‌মি)।

(ii) ম্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটি শব্দের আদিতে থাকলে ব্যঞ্জনটির অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। স্মরণ (শঁরন্), শ্মশ্রু (শোঁস্‌রু)।

(iii) ম্-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটি শব্দমধ্যে বা শব্দের শেষ দিকে থাকলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব হয়। ভীষ্ম (ভীশ্‌শোঁ), রুক্মিণী (রুক্‌কিনি), আত্মা (আৎতাঁ)।

(iv) যুক্তব্যঞ্জনে ম্-ফলা যুক্ত হলে ম্-ধ্বনি মাঝে মাঝে লোপ পায়। লক্ষ্মণ (লক্‌খোন্), লক্ষ্মী (লোক্‌খী)।

য্-ফলার উচ্চারণ : (i) শব্দের প্রথমবর্ণে অ-কারযুক্ত য্-ফলা থাকলে সেই য্-ফলার উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই অ্যা হয়। ব্যয় (ব্যায়), ব্যথা (ব্যাথা)।

(ii) শব্দের দ্বিতীয় ব্যঞ্জনে ই-বর্ণ থাকলে শব্দের প্রথমবর্ণে অ-কারযুক্ত য্-ফলার উচ্চারণ এ-কারের মতো হয়। ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যথী (বেথি), ব্যতীত (বেতিতো), ব্যয়িলি (বেয়িলি)।

(iii) শব্দের প্রথমবর্ণে উ, ঊ, ও, এ-কারযুক্ত য-ফলার ধ্বনি লোপ পায়। ব্যুৎপত্তি (বুৎপত্তি), ন্যূন (নুনো), ব্যূহ (বুহো)।

BANGODARSHAN.COM

(iv) শব্দমধ্যে বা শেষদিকে য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। ব্যাখ্যা (ব্যাখ্‌খা), প্রাত্যহিক (প্রাৎতোহিক্), সৌম্য (শৌম্‌মো)।

(v) শব্দমধ্যে য্-ফলাযুক্ত হ্ থাকলে সেই হ্ ও য্-ফলার মিলিত ধ্বনি জ্ঝ হয়। গ্রাহ্য (গ্রাজ্‌ঝো), দাহ্যতা (দাজ্‌ঝোতা)। কিন্তু শব্দের আদিতে হ্য-র উচ্চারণে বর্ণদ্বয় অক্ষুণ্ণ থাকে। হ্যাঁ, হ্যাংলা।

(vi) যুক্তব্যঞ্জনে য্-ফলা যুক্ত হলে সেই য্-ফলার উচ্চারণ লোপ পায়। লক্ষ্য (লোক্‌খো), বন্দ্য (বন্‌দো)।

(খ) উদাহরণ দাও (যেকোনো **পাঁচটির**) : দুই ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব, দুই সর্বনামপদের দ্বন্দ্ব, সমার্থক দ্বন্দ্ব, বিশেষণে ও বিশেষণে কর্মধারয়, ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, সাদৃশ্য বা সামীপ্য বোঝাতে অব্যয়ীভাব, উপপদ তৎপুরুষ।

উত্তর : দুই ক্রিয়াপদের দ্বন্দ্ব—নাচি ও গাই = নাচি-গাই।

দুই সর্বনামের দ্বন্দ্ব—যাকে ও তাকে = যাকে-তাকে।

সমার্থক দ্বন্দ্ব—যুদ্ধ ও বিগ্রহ = যুদ্ধবিগ্রহ।

বিশেষণে বিশেষণে কর্মধারয়—পূর্বে স্নাত পরে অনুলিপ্ত = স্নাতানুলিপ্ত।

ব্যধিকরণ বহুব্রীহি—চক্র পাণিতে যাঁর = চক্রপাণি।

সাদৃশ্যবাচক অব্যয়ীভাব—বনের সদৃশ = উপবন।

সামীপ্যবাচক অব্যয়ীভাব—নগরীর সমীপে = উপনগরী।

উপপদ তৎপুরুষ—সত্য বলে যে = সত্যবাদী।

(গ) নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে অব্যয়পদগুলো খুঁজে বের কর এবং কোন্‌টি কী প্রকার অব্যয় বল : (অ) দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। (আ) আহা, এ কী আনন্দ। (ই) সে চরকা কাটে এবং ধান ভানে। (ঈ) টাকা হয়েছে তাই দেমাক। (উ) বরং প্রাণ দিব তবু মান দিব না।

উত্তর : (অ) যেন—সংশয়সূচক সমুচ্চয়ী অব্যয়। (আ) আহা—হর্ষসূচক অনন্বয়ী অব্যয়। (ই) এবং—সংযোজক সমুচ্চয়ী অব্যয়। (ঈ) তাই—সিদ্ধান্তবাচক সমুচ্চয়ী অব্যয়। (উ) বরং ..... তবু—নিত্যসম্বন্ধী সমুচ্চয়ী অব্যয়। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) পাশে দেওয়া নির্দেশ-অনুযায়ী নিম্নোক্ত শব্দগুলোকে ব্যবহার কর :

(অ) অসম্ভব (বিশেষ্য, বিশেষণ ও বিশেষণের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে তিনটি স্বতন্ত্র বাক্যরচনা কর)।

(আ) জোর (ক্রিয়া-বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করে একটি বাক্যরচনা)।

(ই) মন্দ (বিশেষ্য হিসেবে প্রয়োগ করে একটি বাক্যরচনা)।

উত্তর : (অ) এমন **অসম্ভবকে** (অস্বাভাবিক ঘটনা—বিশেষ্য) সম্ভব করা প্রকৃতির পক্ষেই সম্ভব। এমন **অসম্ভব** (বিণ) ব্যাপারটা ঘটল কী করে, তাই ভাবছি। এ রকম **অসম্ভব** দুরন্ত (বিশেষণের বিশেষণ) ছেলে আরেকটা দেখেছেন কোথাও?

(আ) রাজধানী এক্সপ্রেস **জোর** কদমেই চলেছে (বিশেষণের বিশেষণ)।

(ই) আমরা ভালোটা পেতে চাই, মন্দটাকে এড়িয়েই যেতে চাই (বিশেষ্য)।

(ঙ) নির্দেশ-অনুযায়ী যেকোনো **পাঁচটি** বাক্যের রূপান্তর সাধন কর : (অ) অনেক জিনিসই এখন দুর্লভ। (নাস্ত্যর্থক বাক্যে পরিণত কর) (আ) সে কাজটি করতে সম্মত হল না। (অস্ত্যর্থক বাক্যে রূপ দাও) (ই) দুর্গতের সেবা করা সকলেরই কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে রূপান্তরিত কর) (ঈ) সুভাষচন্দ্রের ত্যাগের মহিমা অতি অসাধারণ। (বিস্ময়বোধক বাক্যে পরিবর্তিত কর) (উ) তার মেধা আছে কিন্তু চেষ্টা নেই। (সরল বাক্যে পরিণত কর) (ঊ) বেড়াতে যাও, শরীর ভালো হবে। (জটিল বাক্যে পরিবর্তিত কর) (ঋ) তুমি চলে গেলে তোমার জিনিসপত্র দেখবে কে? (যৌগিক বাক্যে প্রকাশ কর)

উত্তর : (অ) অনেক জিনিসই এখন সুলভ নয় (নাস্ত্যর্থক বাক্য)।

(আ) কাজটি করতে সে অসম্মত হল (অস্ত্যর্থক বাক্য)।

(ই) তোমরা সকলেই দুর্গতের সেবা কর (অনুজ্ঞাবাচক বাক্য)।

(ঈ) সুভাষচন্দ্রের ত্যাগের মহিমা কী না অসাধারণ (বিস্ময়বোধক বাক্য)।

(উ) মেধা থাকা সত্ত্বেও তার চেষ্টা নেই (সরল বাক্য)।

(ঊ) যদি বেড়াতে যাও, তাহলে শরীর ভালো হবে (জটিল বাক্য)।

(ঋ) তুমি চলে যাচ্ছ, কিন্তু তোমার জিনিসপত্র দেখবে কে? (যৌগিক বাক্য)।

(চ) কোন্‌টিতে কৃৎ আর কোন্‌টিতে তদ্ধিত-প্রত্যয় হয়েছে তার নির্দেশ দিয়ে প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : চলন, নাগরিক, পূজারী, চলমান, কাঁপুনি, ক্ষয়িষ্ণু, পাড়াগেঁয়ে।

উত্তর : চলন = √চল্ + অন (কৃৎ-প্রত্যয়)। নাগরিক = নগর + ষ্ণিক (তদ্ধিত-প্রত্যয়)। পূজারী = পূজা + আরী (তদ্ধিত-প্রত্যয়)। চলমান = √চল্ + শানচ্ (কৃৎ-প্রত্যয়)। কাঁপুনি = √কাঁপ্ + উনি (কৃৎ-প্রত্যয়)। ক্ষয়িষ্ণু = √ ক্ষি + ইষ্ণু (কৃৎ-প্রত্যয়)। পাড়াগাঁ + ইয়া (তদ্ধিত-প্রত্যয়) = পাড়াগাঁইয়া > পাড়াগেঁয়ে (অভিশ্রুতি-জাত রূপ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) নিম্নোক্ত বিদেশী শব্দগুলোর কোন্‌টি কোন্ ভাষা থেকে আগত, উল্লেখ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : আদালত, দোকান, ট্রাম, জানালা, রিক্‌শা, পাঁউরুটি, কেরোসিন।

উত্তর : আদালত—আরবী ; দোকান—ফারসী ; ট্রাম—ইংরেজী ; জানালা—পোর্তুগীজ ; রিক্‌শা—জাপানী ; পাঁউরুটি—পোর্তুগীজ ; কেরোসিন—ইংরেজী।

BANGODARSHAN.COM

১৯৯৭

৫। পাঠ্যাংশ থেকে নেওয়া ব্যাকরণগত প্রশ্নের উত্তর দাও (যেকোনো **দুটি**) :

(ক) নিম্নরেখ পদে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : (১) মন যেরূপ **স্নেহরসে** আর্দ্র হয়। (২) আর **পথ** পাইলেন না। (৩) বাণের **চোটে** চারদিক্ অন্ধকার হয়ে গেল। (৪) কিছু উপরি **পাওনাও** ভাগ্যে ঘটতে পারে। (৫) মেবারের পাহাড় **লজ্জায়** মুখ ঢাকছে। (৬) নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতন **ছাঁচে**। (৭) আমি **রাজধর্মে** পতিত হইব।

উত্তর : (১) স্নেহরসে = করণে এ বিভক্তি। (২) পথ = কর্মে শূন্যবিভক্তি। (৩) চোটে = হেতু অর্থে অ-কারকে এ বিভক্তি। (৪) পাওনাও = কর্তৃকারকে **শূন্যবিভক্তি** এবং জোর দেবার জন্য ও অব্যয়টির প্রয়োগ হয়েছে। (৫) লজ্জায় = হেতু অর্থে অ-কারকে এ বিভক্তি (আ-কারান্ত শব্দে যুক্ত এ বিভক্তিটি য় হয়ে গেছে)। (৬) ছাঁচে = অধিকরণে এ বিভক্তি। (৭) রাজধর্মে = অপাদানে এ বিভক্তি। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : প্রচ্ছন্ন, আশ্চর্য, অপেক্ষা, স্বস্তি, সর্বৈব, সন্নিবেশ, যশোলাভ।

উত্তর : প্রচ্ছন্ন = প্র + ছন্ন ; আশ্চর্য = আ + চর্য [নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি] ; অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা ; স্বস্তি = সু + অস্তি ; সর্বৈব = সর্ব + এব ; সন্নিবেশ = সম্ + নিবেশ ; যশোলাভ = যশঃ + লাভ। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নিম্নরেখ পদগুলির ব্যাসবাক্য বিশ্লেষণ করে সমাসের নাম লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : (১) তপোবনের কি **অনির্বচনীয়** মহিমা! (২) **অনুগ্রহ** করিয়া আমার প্রতি লঘুদণ্ডেরই বিধান করুন। (৩) তোদের জন্য কি আমি **নরকগামী** হব? (৪) ইনি হচ্ছেন **রাজবিদ্রোহী**। (৫) স্নায়ুসূত্রে আণবিক সন্নিবেশ **ইচ্ছাশক্তি** দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। (৬) ভাগ্য আমাদের সেই চেষ্টা দেখিয়া **অট্টহাস্য** করিতেছে। (৭) আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে।

উত্তর : (১) অনির্বচনীয় = নির্বচনীয় নয় (নঞ্-তৎপুরুষ)। (২) অনুগ্রহ = গ্রহ (ধারণ)-এর অনু (অব্যয়ীভাব)। (৩) নরকগামী = নরকে গমন করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। (৪) রাজবিদ্রোহী = রাজার বিদ্রোহী (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (৫) ইচ্ছাশক্তি = ইচ্ছানির্ভর শক্তি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), অথবা, যা ইচ্ছা তাই শক্তি (সাধারণ কর্মধারয়)। (৬) অট্টহাস্য = অট্ট যে হাস্য (সাধারণ কর্মধারয়)। (৭) আগাগোড়া = আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) এক কথায় লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : হেমন্তকালে জাত, জানবার ইচ্ছা, একই গুরুর শিষ্য, ময়ূরের ডাক, যার আগমনের কোন তিথি নাই, ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি, সবকিছু খায় যে।

উত্তর : হৈমন্তিক। জিজ্ঞাসা। সতীর্থ। কেকা। অতিথি। জিতেন্দ্রিয়। সর্বভুক্।

(খ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : শাঁসালো, তন্ময়, জিজ্ঞাসা, কর্তব্য, ভাড়াটিয়া, দৃষ্টি, দৈহিক।

উত্তর : শাঁসালো = শাঁস + আলো (আছে অর্থে বাংলা তদ্ধিত) ; তন্ময় = তদ্ + ময়ট্ (ময়) (স্বরূপ অর্থে সংস্কৃত তদ্ধিত) ; জিজ্ঞাসা = √ জ্ঞা + সন্ + অ (ইচ্ছার্থে) + আ (স্ত্রীলিঙ্গে) ঃ সংস্কৃত কৃৎ ; কর্তব্য = √ কৃ + তব্য (উচিত অর্থে সংস্কৃত কৃৎ) ; ভাড়াটিয়া = ভাড়া + টিয়া (আছে অর্থে বাংলা তদ্ধিত) ; দৃষ্টি = √ দৃশ + ক্তি (তি)—ক্রিয়ার ভাব অর্থে সংস্কৃত কৃৎ ; দৈহিক = দেহ + ফিক (ইক) —সম্বন্ধ-অর্থে সংস্কৃত তদ্ধিত। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নীচের প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ চির—চীর, শঙ্কর—সঙ্কর, অবদান—অবধান, অবিরাম—অভিরাম, সকল—শকল, স্বাক্ষর—সাক্ষর, সর্গ—স্বর্গ।

উত্তর : চির—দীর্ঘকাল ; চীর—ছিন্নবাস। শঙ্কর—শিব ; সঙ্কর—মিশ্রণ। অবদান—কীর্তি ; অবধান—মনোযোগসহকারে শ্রবণ। অবিরাম—বিরামবিহীন ; অভিরাম—তৃপ্তিদায়ক। সকল—সমস্ত ; শকল—খণ্ড, মাছের আঁশ। স্বাক্ষর—দস্তখত ; সাক্ষর—অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। সর্গ—সৃষ্টি, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ; স্বর্গ—দেবভূমি। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ (যেকোনো **দুটি**) ঃ স্বরভক্তি, অপিনিহিতি, যৌগিক ক্রিয়া, অযোগবাহ বর্ণ।

উত্তর-সংকেত ঃ স্বরভক্তি—পৃষ্ঠা ১১, **অপিনিহিতি**—পৃষ্ঠা ১৮ দেখ।

যৌগিক ক্রিয়া ঃ -ইয়া বা -ইতে বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া যখন সমাপিকা ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্বে বসে উভয়ে মিলে একটিমাত্র ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলা হয়। **যৌগিক ধাতুর সঙ্গে ধাতুবিভক্তি যোগ করলেই যৌগিক ক্রিয়া পাওয়া যায়। অসমাপিকা ও সমাপিকা—দুটির সংযোগে গঠিত বলেই নাম যৌগিক ক্রিয়া।** অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থই এখানে প্রাধান্য পায়। (i) আপনারা সবাই **বসে পড়ুন।** এখানে আয়তাক্ষর যৌগিক ক্রিয়াটিতে **বসা কাজটিকে** সম্পূর্ণ করার কথাই বলা হচ্ছে। উত্তরাঙ্গ সমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থপ্রাধান্য না থাকলেও পূর্বাঙ্গ অসমাপিকার অর্থটিকে পূর্ণতা বিশদতা নিশ্চয়তা দেওয়ার একটা জোরদার ভূমিকা এর আছেই। (ii) খুশিতে **উছলে উঠল** গদাধর।—**উছলে উঠল** এখানে যৌগিক ক্রিয়া। উছলে ওঠা সম্পূর্ণ হল বোঝাচ্ছে। (iii) পাহাড়টা ভিতরে ভিতরে এত **ব্যথিয়ে উঠেছে!**

অযোগবাহ বর্ণ ঃ অনুস্বর (ং) ও বিসর্গ (ঃ) এই দুটি আশ্রয়স্থানভাগী ব্যঞ্জন পূর্ববর্তী স্বরের আশ্রয়েই উচ্চারিত হয়। অন্যান্য ব্যঞ্জন যেমন ডানদিকে স্ববর্ণ গ্রহণ করে, এরা তা করেই না। ব্যঞ্জন ও স্বরের সঙ্গে চরিত্রের দিক দিয়ে এ দুটি ব্যঞ্জনের কোনো যোগ নেই, তাই এরা **অযোগ** ; অথচ পূর্ববর্তী স্বরের আশ্রয়ে থেকে এরা উচ্চারণব্যাপারে কিছুটা কাজ তো করেই, তাই এরা **বাহ।** এই দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্যই এদের **অযোগবাহ বর্ণ** বলা হয়। যেমন—আং (আ-কারের আশ্রয়ে অনুস্বর উচ্চারিত হচ্ছে), হ্রীং (ঈ-কারের আশ্রয়ে অনুস্বর উচ্চারিত) ; উঃ (উহ), ওঃ (ওহ)—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিসর্গ পূর্ববর্তী স্বরের আশ্রয়ে উচ্চারিত। **কদাপি ং বা ঃ—এই চেহারার অনুস্বর বা বিসর্গ হয় না।**

(চ) **'কাঁচা' অথবা 'ধরা'** শব্দটিকে **পাঁচটি** ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে **পাঁচটি** পৃথক্ বাক্যরচনা কর।

BANGODARSHAN.COM

উত্তর : কাঁচা ঃ (১) তোমাদের চেঁচামেচিতে ছেলেটার **কাঁচা** (অপূর্ণ) ঘুমটা ভেঙে গেল তো! (২) অল্প বয়সে **কাঁচা** (নগদ) পয়সার মুখ দেখলে ছেলেপিলেরা বিগড়ে যায়। (৩) এমন **কাঁচা** (ত্রুটিপূর্ণ) কাজ কনকবাবুর দ্বারা কখনই সম্ভব হত না। ৪) গ্রাম বাংলার **কাঁচা** (মাটির) রাস্তা বর্ষায় তো একহাঁটু হবেই। (৫) আপনার গেরুয়ার ঙটা **কাঁচা** (অস্থায়ী), তাই একধোপেই উঠে গেল! **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ র।]**

'ধরা'—৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

(ছ) নির্দেশানুসারে বাক্য পরিবর্তিত কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (১) যে গাড়ি লছে, তাতে উঠতে যেও না। (সরল বাক্যে) (২) সভ্যসমাজ এ কাজ অনুমোদন করেন া। (কর্মবাচ্যে) (৩) আমার সঙ্গে এসো। (ভাববাচ্যে) (৪) আলো বন্ধ করিলেই াতার স্পন্দন থামিয়া যায় (জটিল বাক্যে) (৫) মরা লোক তো আর কথা কয় না। প্রশ্নসূচক বাক্যে) (৬) তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকা চাই। (অনুজ্ঞাবাচক াক্যে) (৭) বন্দুকে-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য। (নঞর্থক বাক্যে)

উত্তর ঃ (১) চলন্ত গাড়িতে উঠতে যেও না। (সরল বাক্য) (২) সভ্যসমাজ দ্বারা এ কাজ অনুমোদিত হয় না। (কর্মবাচ্য) (৩) আমার সঙ্গে আসা হোক। (ভাববাচ্য) ৪) যখন আলো বন্ধ করা হয় তখনই পাতার স্পন্দন থামিয়া যায়। (জটিল বাক্য) ৫) মরা লোক কি আর কথা কয়? (প্রশ্নসূচক বাক্য) (৬) তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা রাস্তা রাখ। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্য) (৭) বন্দুকে-পিস্তলে এঁর লক্ষ্য কখনই ভ্রান্ত হয় া। (নঞর্থক বাক্য) **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

একমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য

৭। (খ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ মুখ্য, বহিরঙ্গ, স্থাবর, আরোহণ, লঘু, ঐহিক, বক্র।

উত্তর ঃ বিপরীতার্থক শব্দ ঃ মুখ্য—গৌণ ; বহিরঙ্গ—অন্তরঙ্গ ; স্থাবর—জঙ্গম ; আরোহণ—অবরোহণ ; লঘু—গুরু ; ঐহিক—পারত্রিক ; বক্র—সরল।

১৯৯৬

৫। পাঠ্যাংশ থেকে নেওয়া ব্যাকরণগত প্রশ্নের উত্তর দাও (যেকোনো **দুটি**) ঃ

(ক) নিম্নরেখ পদে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (১) ক্ষান্ত হউন, নহিলে **এই বর্শায়** বিদ্ধ করিব। (২) কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব। (৩) **সকলে** আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। (৪) উপার্জন যা হয় এই **ইলিশের মরসুমে।** (৫) সে অপমান আমার রক্তে ধৌত হয়ে যাক। (৬) মরা **লোকে** তো আর কথা কয় না। (৭) আমি তোমার **জীবন** দান করিলাম।

উত্তর ঃ (১) **বর্শায়** = করণকারকে এ বিভক্তি (আ-কারের পর থাকায় এ বিভক্তি য় হয়ে গেছে)। (২) জল = কর্মকারকে শূন্যবিভক্তি। (৩) **সকলে** = কর্তৃকারকে এ বিভক্তি। (৪) **মরসুমে** = কালাধিকরণে এ বিভক্তি। (৫) রক্তে = করণকারকে এ বিভক্তি। (৬) লোকে = কর্তৃকারকে এ বিভক্তি। (৭) জীবন = কর্মকারকে শূন্যবিভক্তি। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ নিশ্চয়, উল্লেখ, কিঞ্চিন্মাত্র, ব্যর্থ, নিরীক্ষণ, সন্নিবেশ, প্রতীক্ষা।

উত্তর ঃ নিশ্চয় = নিঃ + চয় ; উল্লেখ = উদ্ + লেখ ; কিঞ্চিন্মাত্র = কিম্ + চিৎ + মাত্র ; ব্যর্থ = বি + অর্থ ; নিরীক্ষণ = নিঃ + ঈক্ষণ ; সন্নিবেশ = সম্ + নিবেশ ; প্রতীক্ষা = প্রতি + ঈক্ষা। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নিম্নরেখ পদগুলির ব্যাসবাক্য বিশ্লেষণ করে সমাসের নাম লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (১) তুমি কেন **তপোবনবিরুদ্ধ** আচরণ করিতেছ? (২) ভাগ্য আমাদের সেই চেষ্টা দেখিয়া **অট্টহাস্য** করিতেছে। (৩) বন্দুক-পিস্তলে এঁর **অভ্রান্ত** লক্ষ্য। (৪) তাই ত দেশের **রাজপথ** তোমার কাছে রুদ্ধ। (৫) তাঁহারই **নামাঙ্কিত** শিরোনামা। (৬) ইহার **আপাদমস্তক** অপূর্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল। (৭) আমার সে **আশালতা** নির্মূল হইয়া গিয়াছে।

উত্তর ঃ (১) তপোবনবিরুদ্ধ = তপোবনের বিরুদ্ধ (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (২) অট্টহাস্য = অট্ট (উচ্চ বা বিকট) যে হাস্য (সাধারণ কর্মধারয়)। (৩) অভ্রান্ত = ভ্রান্ত নয় (নঞ্-তৎপুরুষ)। (৪) রাজপথ = পথের রাজা (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (৫) নামাঙ্কিত = নাম অঙ্কিত যাতে (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। (৬) আপাদমস্তক = পদ থেকে মস্তক পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব সমাস)। (৭) আশালতা = আশারূপ লতা (রূপক কর্মধারয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) এককথায় লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ নিজেকে পণ্ডিত মনে করার ভাব ; অনুসন্ধান করার ইচ্ছা ; ঋষির দ্বারা উক্ত ; যা উচ্চারণ করা দুরূহ বা কঠিন ; স্মৃতিশাস্ত্র জানেন যিনি ; অনুকরণ করা যায় না এমন ; যা আগে কখনও হয় নি।

উত্তর ঃ পণ্ডিতম্মন্যতা ; অনুসন্ধিৎসা ; আর্ষ ; দুরুচ্চার্য ; স্মার্ত ; অননুকরণীয় ; অভূতপূর্ব।

(খ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ শৈব, জ্বালানি, বাবুয়ানা, মানবিক, যশস্বী, জীবন্ত, বর্তমান।

উত্তর ঃ শৈব = শিব + ষ্ণ (অ)—সংস্কৃত তদ্ধিত ; জ্বালানি = √ জ্বালা + আনি (বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়) ; বাবুয়ানা = বাবু + আনা (বিদেশী তদ্ধিত) ; মানবিক = মানব + ষ্ণিক (ইক)—সংস্কৃত তদ্ধিত ; যশস্বী = যশঃ + বিন্ (সংস্কৃত তদ্ধিত—কর্তৃকারকের একবচন) ; জীবন্ত = √ জীব + অন্ত (বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়) ; বর্তমান = √ বৃৎ + শানচ্ (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নীচের প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দযুগলের পার্থক্য লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ অংস—অংশ, দেশ—দ্বেষ, কৃত—ক্রীত, বিনা—বীণা, শম—সম, প্রসাদ—প্রাসাদ, বান—বাণ।

উত্তর ঃ অংস = স্কন্ধ ; অংশ = ভাগ। দেশ—রাজ্য ; দ্বেষ = হিংসা। কৃত = সম্পাদিত ; ক্রীত = যেটি কেনা হয়েছে। বিনা = ব্যতীত ; বীণা = সাতটি তার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। শম = সংযম, শান্তি ; সম = সমান। প্রসাদ = অনুগ্রহ ; প্রাসাদ = অট্টালিকা। বান = বন্যা ; বাণ = শর। **[প্রতিটি যুগ্মশব্দ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

BANGODARSHAN.COM

(ঘ) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর (যেকোনো পাঁচটি) ঃ মিছরির ছুরি, তীর্থের কাক, নয়নের মণি, ঠোঁট কাটা, কেঁচে গণ্ডুষ, বিড়াল তপস্বী, ব্যাঙের সর্দি।

উত্তর ঃ মিত্রমশায়ের কথাগুলো মিছরির ছুরি (মিষ্ট অথচ বেদনাদায়ক), শুনতে বেশ মধুর অথচ সোজা আঁতে গিয়ে বিঁধে যায়। বেলা চারটে বেজে গেল, এখনও তীর্থের কাকের (অনুগ্রহপ্রত্যাশী লোভাতুর) মতো পুজোবাড়ির প্রসাদীলুচির আশায় বসে আছিস! কানা হোক খোঁড়া হোক, ছেলেমাত্রই বাপমায়ের কাছে **নয়নের মণি** (অত্যন্ত আদরের পাত্র)। অমিয়র মতো **ঠোঁটকাটা** (অপ্রিয় অথচ স্পষ্টবক্তা) লোককে সঙ্গে নাও, দরকার হলে যে দুকথা বড়োসাহেবের মুখের ওপরই বলতে পারবে। আপিসে কলম পিষে-পিষে ইংরেজী অঙ্ক সবই ভুলে গেছি, মেয়েকে পড়াতে গিয়ে দেখছি **কেঁচে গণ্ডুষ** (আবার নতুনভাবে শুরু) না করলে আর চলছে না। গায়ে নামাবলী দেখে আর মুখে অবিরাম হরিনাম শুনে ভাববেন না গোসাঁইজী পার্থিব ভোগসুখে বীতরাগ হয়েছেন, উনি একটি বিড়ালতপস্বী (সাধুর ছদ্মবেশে প্রচণ্ড ভণ্ড), সুযোগ পেলেই নিজমূর্তি ধরেন। দেখুন ভবেশবাবু, বাড়ির কাজের অজুহাত দেখিয়ে স্কুলের ফাংশানে চিরকালই গরহাজির থেকেছেন, রজত জয়ন্তী উৎসবে সেটি হচ্ছে না, ব্যাচিলার মানুষের আবার বাড়ির টান কী মশায়? ব্যাঙের আবার **সর্দি** (ভণ্ডামিটা এতই খোলামেলা যে, সহজেই ধরা পড়ে)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ (যেকোনো **দুটি**) ঃ নামধাতু, ধ্বন্যাত্মক অব্যয়, তদ্ভব শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ।

উত্তর সংকেত ঃ নামধাতু—২৩ পৃষ্ঠায়, যোগরূঢ় শব্দ—২৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়—যে-সকল অব্যয় বাস্তব ধ্বনির ব্যঞ্জনা দেয়, অথবা অনুভূতিগ্রাহ্য অনির্বচনীয় কোনো সূক্ষ্মভাবের দ্যোতনা দেয়, তাদের **ধ্বন্যাত্মক অব্যয়** বা অনুকার অব্যয় বলে। এইপ্রকার অব্যয়ের কোনো প্রতিশব্দ নেই। (i) নতুন জুতো পরে ছেলেটা মশমশ করে চলে গেল (বাস্তব ধ্বনি বোঝাচ্ছে)। (ii) মায়ের জন্য মনটা বড্ড টনটন করছে (সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ)।

তদ্ভব শব্দ ঃ যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃতভাণ্ডার থেকে যাত্রা শুরু করে প্রাকৃতের পথে নির্দিষ্ট নিয়মে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন রূপে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, সেইসমস্ত শব্দকেই **তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ** বলে। যেমন,—চন্দ্র (সংস্কৃত) > চন্দ (প্রাকৃত জনের কথায় র-ফলা লোপ) > চান্দ > চাঁদ (উচ্চারণ অ-কারান্ত) > চাঁদ (উচ্চারণ চাঁদ্)। এই চাঁদ তদ্ভব শব্দ। বাংলা শব্দভাণ্ডারের ৫১ শতাংশ এই তদ্ভব শব্দদ্বারা পূর্ণ। তৎসম শব্দ বাংলা ভাষার অলংকার, আর **তদ্ভব শব্দ বাংলা ভাষার প্রাণ**। আর একটি উদাহরণ—কৃষ্ণ > কিষ্ণ (প্রাকৃত জনের কথায় ঋ-কার লুপ্ত হয়ে ই-কার) > কষ্ন > কন্হ > কান > কানু বা কানাই। এই কানু, কানাই দুটি শব্দই তদ্ভব। ধারাবাহিক পরিবর্তনই এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়।

(চ) 'হাত' অথবা 'মাথা' শব্দটিকে পাঁচটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে পাঁচটি পৃথক্ বাক্যরচনা কর।

উত্তর-সংকেত ঃ ৪৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

(ছ) নির্দেশানুসারে বাক্য পরিবর্তিত কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (১) তোমার কোথায় থাকা হয়? (কর্তৃবাচ্যে) (২) সাবধানে না চললে এই অবস্থা তোমারও হতে পারে।

(জটিল বাক্যে) (৩) এই দণ্ড মঞ্জুর করুন। (ভাববাচ্যে) (৪) যখন সন্ধ্যা হয় তখন পাখীরা বাসায় ফেরে। (সরল বাক্যে) (৫) সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে) (৬) মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে। (প্রশ্নসূচক বাক্যে) (৭) গুণ্ডারা হঠাৎ লোকটাকে আক্রমণ করল। (কর্মবাচ্যে)।

উত্তর : (১) তুমি কোথায় থাক? (কর্তৃবাচ্য) (২) যদি সাবধানে না চল এই অবস্থা তোমারও হতে পারে। (জটিল বাক্য) (৩) এই দণ্ড মঞ্জুর করা হোক। (কর্মবাচ্য) [দ্রষ্টব্য : প্রদত্ত কর্তৃবাচ্যের বাক্যটিতে 'মঞ্জুর করুন' এই সংযোগমূলক সকর্মিকা ক্রিয়াটির কর্ম হচ্ছে দণ্ড ; কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই বাচ্যটিকে কর্মবাচ্যেই পরিবর্তিত করা উচিত। কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি অকর্মিকা হলে, কেবল তখনই ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করতে হয়—কর্ম না থাকায় কর্মবাচ্যের দরজাটি যে বন্ধ থাকে।] (৪) সন্ধ্যা হইলে (হলে) পাখিরা বাসায় ফেরে। (সরল বাক্য) (৫) সত্য কথা বলবে। (অনুজ্ঞাবাচক বাক্য) (৬) মানুষ কেবল কি অদৃষ্টেরই দাস? (প্রশ্নসূচক বাক্য) (৭) লোকটা হঠাৎ গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হল। (কর্মবাচ্য) [প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

একমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য

৭। (খ) চলিত ভাষায় পরিবর্তিত কর : এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না।

উত্তর : [চলিত ভাষায়] এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করতে হবে। সাহস করে বলতে হবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তা বোঝাই করে আমরা বাঁচব না। [রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বাহির শব্দটিকে চলিত ভাষাতেও অন্যত্র অটুট রেখেছেন—"পথে বাহির হতে চায় সকল কাজের বাহিরের পথে।"—মেঘলা দিনে : লিপিকা]

১৯৯৫

৫। পাঠ্যাংশ থেকে নেওয়া ব্যাকরণগত প্রশ্নের উত্তর দাও (যেকোনো দুটি) :

(ক) নিম্নরেখ পদে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, লেখ (যেকোনো পাঁচটি) : (১) পৃথিবীতে প্রলয় হোক। (২) শুষ্ক তৃণ জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। (৩) আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে। (৪) না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে। (৫) লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে। (৬) সম্বর্ধনা জানাবে সকলে। (৭) সে তো অন্নদামঙ্গলে আছে।

উত্তর : (১) পৃথিবীতে = স্থানাধিকরণে তে বিভক্তি। (২) জলস্রোতে = করণে এ বিভক্তি। (৩) নরাধমে = কর্মে এ বিভক্তি। (৪) বরে = সম্প্রদানে এ বিভক্তি। (৫) আলোয় = করণে এ বিভক্তি (ও-কারের পর থাকায় এ বিভক্তি য় হয়ে গেছে)। (৬) সকলে = কর্তৃকারকে এ বিভক্তি। (৭) অন্নদামঙ্গলে = স্থানাধিকরণে এ বিভক্তি। [প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো পাঁচটি) : আশ্চর্য, অত্যন্ত, স্বেচ্ছা, নিরপেক্ষ, আদ্যোপান্ত, অর্ধেক, জগদীশ।

BANGODARSHAN.COM

উত্তর : আশ্চর্য = আ + চর্য (নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি) ; অত্যন্ত = অতি + অন্ত ; স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা ; নিরপেক্ষ = নিঃ + অপেক্ষ ; আদ্যোপান্ত = আদ্য + উপান্ত ; অর্ধেক = অর্ধ + এক (বাংলা স্বরসন্ধি) ; জগদীশ = জগৎ + ঈশ। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(গ) নিম্নরেখ পদগুলির ব্যাসবাক্য বিশ্লেষণ করে সমাসের নাম লেখ (যেকোনো পাঁচটি) : (১) প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। (২) গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্তা শুনিতে পাইলেন। (৩) অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। (৪) ..... ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী? (৫) ..... সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি ..... । (৬) সকলেই তাঁহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। (৭) তার নাম নেই ধাম নেই, সাকিনঠিকানা নেই।

উত্তর : (১) প্রশ্নকর্তা = প্রশ্ন করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ), অথবা প্রশ্নের কর্তা (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (২) কথাবার্তা = কথা ও বার্তা (দ্বন্দ্ব)। (৩) নিরুপমা = নিঃ (নেই) উপমা যে নারীর (নঞর্থক বহুব্রীহি)। (৪) বাসববিজয়ী = বাসবকে বিজয় করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ)। (৫) সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত আসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। (৬) নিমাইকাকা = নিমাইনামক কাকা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। (৭) সাকিনঠিকানা = সাকিন (নিবাস) ও ঠিকানা (দ্বন্দ্ব), অথবা সাকিনের ঠিকানা (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ) [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) এককথায় লেখ (যেকোনো পাঁচটি) : কথায় কথায় কাঁদে যে, ভাবা স্বভাব যার, সংসদের সদস্য, পথে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা, হাতির ডাক, যজ্ঞের পুরোহিত, নীর দান করে যে।

উত্তর : কথায় কথায় কাঁদে যে = ছিঁচকাঁদুনে। ভাবা স্বভাব যার = ভাবুনে। সংসদের সদস্য = সাংসদ। পথে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা = প্রত্যুদ্গমন। হাতির ডাক = বৃংহিত, বৃংহণ। যজ্ঞের পুরোহিত = ঋত্বিক্, হোতা। নীর দান করে যে = নীরদ।

(খ) 'চোখ' শব্দটিকে পাঁচটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে পাঁচটি পৃথক্ বাক্যরচনা কর।

উত্তর : (i) গুরুজনের মুখের উপর এত বড়ো কথা বললে, তোমার কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই (সামান্যতম লজ্জা)? (ii) প্রতিবেশীদের দুবেলা খেয়ে আঁচাতে দেখলে কারো কারো চোখ টাটায় বইকি (ঈর্ষা করা)। (iii) সমাজসংসারকে সাদা চোখে (সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে) দেখতে শিখলে সসাগরা পৃথিবী আমাদের মুঠোয় আসবে। (iv) মিথ্যা কথায় জগতের চোখে ধুলো দিতে পারি (ঠকানো), কিন্তু নিজের মনকে বোঝাব কী করে? (v) কাজের নতুন ছেলেটাকে একটু চোখে চোখে (সতর্কদৃষ্টিতে) রেখো, হাতটান আছে কিনা জানা তো নেই। [প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(গ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি) : দর্শক, শারীরিক, তামাটে, ভৌগোলিক, মৃন্ময়, তবলচি, শাঁসালো।

উত্তর : দর্শক = √দৃশ্ + ণক (অক) : সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়। শারীরিক = শরীর + ষ্ণিক (ইক) : সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়। তামাটে < তামাটিয়া = তামা + টিয়া (তামার রঙবিশিষ্ট অর্থে) : বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়। ভৌগোলিক = ভূগোল + ষ্ণিক (ইক) : সংস্কৃত

তদ্ধিত-প্রত্যয়। মৃন্ময় = মৃৎ + ময়ট্ (ময়) ঃ সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়। তবলচি = তবলা + চি (ধরেন যিনি অর্থে) ঃ বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়। শাঁসালো = শাঁস + আলো ঃ আছে অর্থে বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও (যেকোনো **দুটি**) ঃ সমীভবন, ধ্বন্যাগম, ধ্বনিবিপর্যয়, স্বরসঙ্গতি।

উত্তর ঃ সমীভবন ঃ একই শব্দের মধ্যে বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ধ্বনি দুটিকে একই ধ্বনিতে, কখনো-বা একই বর্গের ধ্বনিতে রূপান্তরিত করার নাম **সমীভবন** বা **সমীকরণ** বা **ব্যঞ্জনসঙ্গতি**। যেমন, গল্প > **গপ্প** ; চন্দন > চন্নন ; উদ্ + শ্বাস > **উচ্ছ্বাস**।

পূর্বধ্বনির প্রভাবে পরধ্বনির পরিবর্তন হলে প্রগত সমীভবন হয়। চন্দন > চন্নন ; এখানে পূর্ববর্তী ধ্বনি ন্-র প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি দ হয়ে গেছে ন।

পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হলে পরাগত সমীভবন হয়। যেমন, জন্ম > জম্ম ; এখানে পরবর্তী ধ্বনি ম্-র প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি ন্ হয়ে গেছে ম্।

পরস্পরের প্রভাবে ধ্বনি দুটির যখন পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটে, তখন অন্যোন্য সমীভবন হয়। যেমন, উদ্ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ; এখানে পরবর্তী ধ্বনি শ্-র প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি দ্ হয়ে গেছে চ্ ; এই নবজাত চ্-র প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি শ্ হয়ে গেছে ছ্ ; ফলে দাঁড়িয়েছে উচ্ছ্বাস।

ধ্বন্যাগম ঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে, মধ্যে বা শেষে নতুন বর্ণের আবির্ভাব ঘটলে তাকে বর্ণাগম বা ধ্বন্যাগম বলে। বর্ণাগম বললে স্বরবর্ণের আবির্ভাব ঘটতে পারে, ব্যঞ্জনবর্ণেরও আবির্ভাব ঘটতে পারে। যেমন, স্পর্ধা > আস্পর্ধা (এখানে শব্দের প্রথমেই **আ** ধ্বনির আবির্ভাব ঘটেছে)।

নয়ন > নয়ান (এখানে শব্দমধ্যে অ-কার স্থানে **আ-কার** এসে গেছে)।

ধনু > **ধনুক** ঃ এখানে শব্দশেষে **ক** (ব্যঞ্জন ও স্বর একইসঙ্গে) এসে গেছে।

ধ্বনিবিপর্যয় ঃ চলিত বাংলায় উচ্চারণদোষে একই শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পর স্থানপরিবর্তন করলে তাকে ধ্বনিবিপর্যয় বা বর্ণবিপর্যয় বলে। পিশাচ—পিচাশ ঃ এখানে শ্ এবং চ্ পরস্পর স্থান পরিবর্তন করেছে। ধ্বনিবিপর্যয়-ঘটিত শব্দ বিশুদ্ধ ভাষায় বড়োএকটা স্থান পায় না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার হিন্‌স্ + অচ্ = **সিংহ** শব্দটি প্রয়োগকৌলীন্য পেয়েছে (এখানে হ্ ও স্ পরস্পর স্থান পরিবর্তন করেছে, এবং সন্ধির নিয়মে ন্ হয়েছে অনুস্বর)।

স্বরসঙ্গতি ঃ চলিত বাংলায় একই শব্দের মধ্যে পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির এবং পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে, বাংলার উচ্চারণগত এই বিশিষ্ট রীতিটির নাম স্বরসঙ্গতি। ইচ্ছা > **ইচ্ছে** (পূর্ববর্তী ই-কারের প্রভাবে পরবর্তী স্বর আ-কার হয়ে গেছে এ-কার)।

শুনা > **শোনা** (পরবর্তী স্বর আ-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বর উ-কার হয়েছে ও-কার)।

(ঙ) উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ (যেকোনো **দুটি**) ঃ যোগরূঢ় শব্দ, যৌগিক ক্রিয়া, বাক্যালংকার অব্যয়, ধাত্বর্থক কর্ম।

উত্তর-সংকেত ঃ যোগরূঢ় শব্দ—২৪ পৃষ্ঠায়, **যৌগিক ক্রিয়া**—৬৫ পৃষ্ঠায় দেখ।

বাক্যালংকার অব্যয় ঃ বাক্যে প্রয়োগ করলে যে অব্যয় নিজস্ব কোনো অর্থ প্রকাশ করে

BANGODARSHAN.COM

না, অথচ সামগ্রিকভাবে বাক্যটির সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে, সেই অব্যয়কে বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন, আপনি যে কাল **বড়ো** এলেন না? "এ ভ মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।" এখানে 'বড়ো' এবং 'ত' অব্যয় দুটির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট বাক্যটির অর্থগত বৈচিত্র্য সম্পাদন করছে।

ধাত্বর্থক কর্ম ঃ ক্রিয়াটি যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন সেই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ্যপদ, যদি ক্রিয়াটির কর্ম হয়, তবে সেই কর্মটিকে ধাত্বর্থক কর্ম বা সমধাতুজ কর্ম বলে। যেমন, 'অসীম স্নেহের **হাসি** হাসিছেন বসে।" **হাসি** (√ হাস্ + ই) বিশেষ্যপদটি এবং হাসিছেন (√ হাস্ + ইছেন) **ক্রিয়াপদটি** একই হাস্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। তাই **হাসি** সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম। "ছেলেবেলার বেলে **খেলা** খেলছি দিবারাতি।" এখানে **খেলা** (√ খেল্ + আ) এবং খেলছি (√খেল্ + ছি) উভয়েই খেল্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। তাই **খেলা** বিশেষ্যপদটি **সমধাতুজ** (একই ধাতু থেকে উৎপন্ন) **কর্ম** বা **ধাত্বর্থক কর্ম**।

(চ) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ বুকের পাটা, তাসের ঘর, হাতের পাঁচ, চাঁদের হাট, বালির বাঁধ, ডুমুরের ফুল, কলুর বলদ।

উত্তর ঃ দুঃখজ্বালায় জেরবার হয়ে জীবনচন্দ্র বড়োবাবুর মুখের উপর দারুণ সত্যকথাটি যে বলে ফেললেন, সেটা কি তাঁর কম **বুকের পাটা** (দুঃসাহস)? একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে নাগমশায়ের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাসের **ঘরের মতো** (ক্ষণভঙ্গুর) ভেঙে পড়ল। সুযোগ পেয়েছি যখন, ব্যবসায়টা ফেঁদে দেখাই যাক না কী হয়, **হাতের পাঁচ** (শেষ সম্বল) স্কুলমাস্টারি তো রইলই। তন্টুর ব্যানার্জীর কনিষ্ঠ পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে শহরের বহু অধ্যাপক চিকিৎসক সংগীতশিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল, একেই বলে **চাঁদের হাট** (বহু গুণিজনের একত্র সমাবেশ)। সত্যের সম্মুখে মিথ্যার **বালির বাঁধ** (দুর্বল প্রতিরোধ) কতদিন টিকবে ভাই? নতুন নাটকের মহলা দিতে উৎসাহসহকারে সবাই তো আসছে, কেবল বাবলুরই পাত্তা নেই ; ও কি হঠাৎ **ডুমুরের ফুল** হয়ে গেল (দুর্লভদর্শন)? ওপরওয়ালার হুকুম সারাটা জীবন তামিল করেই চলেছি, অথচ দুবেলা দুমুঠোও জুটছে না—**কলুর বলদ** (পরাধীন চাকুরে) ছাড়া আমরা আর কী বলুন? **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) নির্দেশানুসারে বাক্য পরিবর্তিত কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (১) নির্মেঘ আকাশেও বৃষ্টি হচ্ছে। (যৌগিক বাক্যে) (২) কুবের কিছু বলে না। (সদর্থক বাক্যে) (৩) বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু সখ ষোলো আনাই বজায় আছে। (সরল বাক্যে) (৪) তোমার সুখেই আমার সুখ। (জটিল বাক্যে) (৫) সে ভালোমানুষ নয়। (প্রশ্নবোধক বাক্যে) (৬) বড়ো ক্ষতি হলো। (বিস্ময়বোধক বাক্যে) (৭) তুমি যেতে পারবে না। (ভাববাচ্যে)।

উত্তর ঃ (১) আকাশে কোনো মেঘ নেই, তবুও বৃষ্টি হচ্ছে। (যৌগিক বাক্য) (২) কুবের নির্বাক্ থাকে। (সদর্থক বাক্য) (৩) স্বাস্থ্য গেলেও বাবুটির শখ ষোলো আনাই বজায় আছে। (সরল বাক্য) (৪) তুমি যাতে সুখী হও, তাতেই আমার সুখ। (জটিল বাক্য) (৫) সে কি ভালো মানুষ? (প্রশ্নবোধক বাক্য) (৬) কী ক্ষতিটাই না হল! (বিস্ময়বোধক বাক্য) (৭) তোমার যাওয়া হবে না (ভাববাচ্য) **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

একমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য (অতিরিক্ত প্রশ্ন)

৭। (খ) চলিত ভাষায় পরিবর্তিত কর : মাণিকলাল, তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

উত্তর : [চলিত ভাষায়] মানিকলাল তৎক্ষণাৎ তা তুলে নিয়ে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে রাজপুতের দিকে ফিরে দাঁড়াল। তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, "মহারাজ! আমি আপনাকে চিনি। ক্ষান্ত হোন, নইলে এই বর্শায় বিদ্ধ করব।"

১৯৯৪

৪। পাঠ্যাংশ থেকে গৃহীত ব্যাকরণগত প্রশ্নের উত্তর দাও (যেকোনো **দুটি**) :

(ক) স্থূলাক্ষর পদে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : (১) উপার্জন যা হয় তা এই ইলিশের **মরসুমে**। (২) একতরফা গল্প জমে উঠল। (৩) রাত্রে মেলট্রেনটার প্রতি একটু **দৃষ্টি** রেখো। (৪) কে বট **আপনি**। (৫) কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা। (৬) হানো যদি কঠিন **কুঠারে**। (৭) মেবার পাহাড় লজ্জায় মুখ ঢাকছে।

উত্তর : (১) মরসুমে = কালাধিকরণে এ বিভক্তি। (২) গল্প = কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি। (৩) দৃষ্টি = কর্মকারকে শূন্যবিভক্তি। (৪) আপনি = কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি। (৫) তোমা = কর্মকারকে কে অথবা এ বিভক্তির লোপ (কবিতায় : 'তুমি' শব্দের কর্মকারকে 'তোমাকে' বা 'তোমায়' এই পূর্ণরূপটি না দিয়ে কে বা এ বিভক্তি লোপ করে পদটিকে দু মাত্রায় আনা হয়েছে)। (৬) কুঠারে = যন্ত্রাত্মক করণে এ বিভক্তি। (৭) লজ্জায় = হেতু অর্থে অ-কারকে এ বিভক্তি (এ বিভক্তিটি আ-কারের পরে থাকায় য় হয়ে গিয়েছে।) [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : মনোভীষ্ট, দিগন্ত, উচ্ছ্বাস, তথাস্তু, কিঞ্চিন্মাত্র, পাঁচেক, নিশ্চয়।

উত্তর : মনোভীষ্ট = মনঃ + অভি + ইষ্ট ; দিগন্ত = দিক্ + অন্ত ; উচ্ছ্বাস = উদ্ + শ্বাস ; তথাস্তু = তথা + অস্তু ; কিঞ্চিন্মাত্র = কিম্ + চিৎ + মাত্র ; পাঁচেক = পাঁচ + এক (বাংলা স্বরসন্ধি) ; নিশ্চয় = নিঃ + চয়। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(গ) স্থূলাক্ষর শব্দের সমাসের নাম ও ব্যাসবাক্য লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : (১) যে ক্ষীণ বার্তা শুনিতে পায় নাই তাহা **শ্রুতিগোচর** হইবে। (২) কেন সেই **অসন্তোষ**? (৩) যে মোগলের **উচ্ছিষ্টভোজী**, তার পক্ষে এ কাজ অনুচিত হয় নি। (৪) ইহার **আপাদমস্তক** অপূর্ব বারবার **নিরীক্ষণ** করিতে লাগিল। (৫) **মহাবীর**, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র। (৬) তাপসী **বিস্ময়াপন্ন** হইলেন। (৭) নই অন্ধকারের **খনিজ**।

উত্তর : (১) শ্রুতিগোচর = শ্রুতির গোচর (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (২) অসন্তোষ = সন্তোষ নয় (নঞ্-তৎপুরুষ)। (৩) উচ্ছিষ্টভোজী = উচ্ছিষ্ট ভোজন করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। (৪) আপাদমস্তক = পদ থেকে মস্তক পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব)। (৫) মহাবীর = মহান্ যে বীর (সাধারণ কর্মধারয়)। (৬) বিস্ময়াপন্ন = বিস্ময়কে আপন্ন (অ-কারক-তৎপুরুষ)। (৭) খনিজ = খনিতে জন্মে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

BANGODARSHAN.COM

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) এক কথায় লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : একই গুরুর শিষ্য, যার সবকিছু চুরি হয়ে গেছে, যে পরিমিত কথা বলে, যিনি বহু দেখেছেন, লাভ করবার ইচ্ছা, ছ'মাস অন্তর, ময়ূরের ধ্বনি।

উত্তর : একই গুরুর শিষ্য = **সতীর্থ**। যার সবকিছু চুরি হয়ে গেছে = **হৃতসর্বস্ব**। যে পরিমিত কথা বলে = **মিতভাষী, মিতবাক**। যিনি বহু দেখেছেন = **বহুদর্শী**। লাভ করবার ইচ্ছা = **লিপ্সা**। ছ'মাস অন্তর = **ষাণ্মাসিক**। ময়ূরের ধ্বনি = **কেকা**। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(খ) নীচের প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দযুগলের পার্থক্য লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : আপন—আপণ, চির—চীর, আসার—আষাঢ়, দেশ—দ্বেষ, নীর—নীড়, পক্ষ—পক্ষ্ম, বেদ—বেধ।

উত্তর : আপন—নিজের ; আপণ—হাট, দোকান। চির—নিত্য ; চীর—ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। আসার—জলবর্ষণ ; আষাঢ়—বাংলা বৎসরের তৃতীয় মাস। দেশ—ভূখণ্ড, রাষ্ট্র ; দ্বেষ—হিংসা। নীর—জল ; নীড়—পাখির বাসা। পক্ষ—পাখির ডানা ; পক্ষ্ম—চক্ষুর লোম। বেদ—হিন্দুর সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ; বেধ—গভীরতা। [প্রতিটি যুগ্মশব্দ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(গ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : বর্ধমান, খাইয়ে, শৈব, পাংশুটে, জিজ্ঞাসা, বৈমাত্রেয়, জ্বালানি।

উত্তর : বর্ধমান = √বৃধ্ + শানচ্ (সংস্কৃত কৃৎ) ; খাইয়ে = √খা + ইয়ে (বাংলা কৃৎ) ; শৈব = শিব + ষ্ণ (সংস্কৃত তদ্ধিত) ; পাংশুটে = পাংশু + টিয়া (বাংলা তদ্ধিত) = পাংশুটিয়া > পাংশুটে ; জিজ্ঞাসা = √জ্ঞা + সন্ + অ (ইচ্ছার্থে) + (স্ত্রীলিঙ্গে) আ (সংস্কৃত কৃৎ) ; বৈমাত্রেয় = বিমাতা + ষ্ণেয় (সংস্কৃত তদ্ধিত) ; জ্বালানি = √জ্বালা + আনি (বাংলা কৃৎ)। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]

(ঘ) সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও (যেকোনো **দুটি**) : অভিশ্রুতি, স্বরভক্তি, ধ্বনিবিপর্যয়, অপিনিহিতি।

উত্তর-সংকেত : অভিশ্রুতি, স্বরভক্তি—১১ পৃষ্ঠায়, **ধ্বনিবিপর্যয়** (বর্ণবিপর্যয়)—২৪ পৃষ্ঠায়, **অপিনিহিতি**—১৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

(ঙ) উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লেখ (যেকোনো **দুটি**) : অঘোষবর্ণ, নামধাতু, ধ্বন্যাত্মক অব্যয়, অনুসর্গ।

উত্তর : অঘোষবর্ণ—প্রতি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণের সময় কণ্ঠস্থ স্বরতন্ত্রীর কম্পন হয় না বলে কণ্ঠস্বর মৃদু থাকে, তাই এই বর্ণগুলিকে বলা হয় অঘোষবর্ণ। ধ্বনিবিজ্ঞানে ঘোষ কথাটির অর্থ হল স্বরগাম্ভীর্য ; যেসব বর্ণের উচ্চারণে স্বরগাম্ভীর্য নেই সেগুলিই হল **অঘোষ** (unvoiced sounds)। যেমন,—ক্ খ্, চ্ ছ্, ট্ ঠ্, ত্ থ্, প্ ফ্। শ্ ষ্ স্—এই তিনটি উষ্মবর্ণও অঘোষ।

নামধাতু—২৩ পৃষ্ঠায়, **ধ্বন্যাত্মক অব্যয়**—৬৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

অনুসর্গ—যে-সকল অব্যয় এবং ইয়া (-এ) বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া বিশেষ্য ও সর্বনামপদের পরে পৃথগ্‌ভাবে বসে শব্দবিভক্তির কাজ করে, সেগুলিকে অনুসর্গ বলে।

(i) রঞ্জন **বই** আমার একদণ্ড চলে না রে। কথাটা বাবার **কাছে** শিখেছি। এখানে **বই** ও **কাছে** অব্যয়জাত অনুসর্গ। (ii) একঘণ্টা **ধরে** (ধরে < ধরিয়া ঃ অসমাপিকা ক্রিয়া) বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বাগবাজার **থেকে** (< থাকিয়া ঃ অসমাপিকা ক্রিয়া) থেকে-থেকেই ছুটে আসে। এখানে **ধরে** ও **থেকে** ক্রিয়াজাত অনুসর্গ।

(চ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ মুখ্য, দূর, **ঊর্ধ্ব**, **লঘু**, **বক্র**, পরাধীন, বহিরঙ্গ।

উত্তর ঃ বিপরীতার্থক শব্দ ঃ মুখ্য—গৌণ, দূর—নিকট, ঊর্ধ্ব—অধঃ, লঘু—গুরু, বক্র—সরল, পরাধীন—স্বাধীন, বহিরঙ্গ—অন্তরঙ্গ।

(ছ) নির্দেশানুসারে বাক্য পরিবর্তিত কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (১) মিথ্যা কথা বলিবার জন্য আমি তোমাকে ঘৃণা করি (যৌগিক বাক্যে)। (২) যখন তিনি পিতার আরোগ্য-সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি আনন্দিত হইলেন (সরল বাক্যে)। (৩) ধনের ধর্মই অসাম্য (প্রশ্নসূচক বাক্যে)। (৪) মরতে একদিন তো হবেই (কর্তৃবাচ্যে)। (৫) আমার সঙ্গে এসো (ভাববাচ্যে)। (৬) দুঃখ অন্তহীন (নঞর্থক বাক্যে)। (৭) আমরা কি শহরে যেতে পারি? (নির্দেশক বাক্যে)

উত্তর ঃ (১) তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, সেইজন্য তোমাকে আমি ঘৃণা করি (যৌগিক বাক্য)। (২) পিতার আরোগ্য-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন (সরল বাক্য)। (৩) ধনের ধর্ম কি অসাম্য নয় (প্রশ্নসূচক বাক্য)? (৪) একদিন তো মরবই (কর্তৃবাচ্য)। (৫) আমার সঙ্গে তোমার আসা হোক (ভাববাচ্য)। (৬) দুঃখের অন্ত নাই (নেই) (নঞর্থক বাক্য) (৭) আমরা শহরে যেতে পারি না (নির্দেশক বাক্য) **[নির্দেশক = সদর্থক বা নঞর্থক] [প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত

৭। (খ) বাংলা শব্দভাণ্ডারে কত রকম শব্দ আছে? উদাহরণসহ শ্রেণীবিন্যাস কর।

উত্তর ঃ বাংলা শব্দভাণ্ডারে অন্তত ছটি শ্রেণীর শব্দ আছে। যেমন,—(i) তৎসম—পিতা, কৃষ্ণ। (ii) তদ্ভব—কানু (<কৃষ্ণ), আপন (<আত্মন্)। (iii) অর্ধ-তৎসম—কেষ্ট (<কৃষ্ণ), মিত্তির (<মিত্র)। (iv) দেশী—ঝোল, মিড়। (v) বিদেশী—স্কুল, তামাশা। (vi) সঙ্কর শব্দ—হেডপণ্ডিত, শ্বেতপাথর। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

১৯৯৩

৪। পাঠ্যাংশ থেকে গৃহীত ব্যাকরণগত প্রশ্নের উত্তর দাও (যেকোনো **দুটি**) ঃ

(ক) কোন্ শব্দ দেশী, কোন্‌টা বিদেশী, কোন্‌টা তৎসম, কোন্‌টা তদ্ভব, কোন্‌টা অর্ধ-তৎসম তা লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ চাকরি, আসামী, হাজির, বন্দুক, নাতি, চিতা, গড়ন, ছিরি।

উত্তর ঃ চাকরি = ফারসী ; আসামী = আরবী ; হাজির = আরবী ; বন্দুক = তুর্কী ; নাতি = তদ্ভব (< নপ্তৃ) ; চিতা = তৎসম ; গড়ন = তদ্ভব (< ঘটন) ; ছিরি = অর্ধ-তৎসম (< শ্রী) **[প্রতিটি উত্তর এক-এক লাইনে শেষ কর।]**

BANGODARSHAN.COM

(খ) নিম্নরেখ পদের প্রকৃতি-প্রত্যয় লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (i) বলা নেই **কওয়া** নেই। (ii) মেঘের আকাশ ক্রোধে **গর্জন** করছে। (iii) কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের-মতন হয় না। (iv) আলো বন্ধ করিলেই পাতার **স্পন্দন** থামিয়া যায়। (v) মোদের মাঝে **মুক্তি** কাঁদে বিংশ শতাব্দীর। (vi) বৃথা এ সাধনা **ধীমান্**। (vii) বিস্তর কয়েদী খালাস পেল।

উত্তর ঃ (i) কওয়া = √ক + আ (বাং কৃৎ-প্রত্যয়)। (ii) গর্জন = √গর্জ্ + অনট্ (সং কৃৎ-প্রত্যয়)। (iii) পাত্র = √পা + ত্র (সং কৃৎ-প্রত্যয়)। (iv) স্পন্দন = √স্পন্দ্ + অনট্ (সং কৃৎ-প্রত্যয়)। (v) মুক্তি = √মুচ্ + ক্তি (তি) (সং কৃৎ-প্রত্যয়)। (vi) ধীমান্ = ধী + মতুপ্ (সং তদ্ধিত-প্রত্যয়, কর্তৃকারকের একবচন)। (vii) কয়েদী = কয়েদ (কারাদণ্ড) + ঈ (বাং তদ্ধিত)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নিম্নরেখ শব্দের সমাসের নাম ও ব্যাসবাক্য লেখ (যেকোনো পাঁচটি) ঃ (i) নিবেদিল **রাজভৃত্য**। (ii) কু-কথায় **পঞ্চমুখ** কণ্ঠভরা বিষ। (iii) **বিকচকেতকী** তটভূমি-পরে বেঁধেছে তরুণ তরণী। (iv) **জয়ধ্বনি** কিশলয়ে ঃ সম্বর্ধনা জানাবে সকলে। (v) আপন ঔরস পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ **স্নেহরসে** আর্দ্র হয়। (vi) বন্দুক-পিস্তলে এঁর **অভ্রান্ত** লক্ষ্য। (vii) **দিবারাত্রি** কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই।

উত্তর ঃ (i) রাজভৃত্য = রাজার ভৃত্য (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (ii) পঞ্চমুখ = পঞ্চ মুখ যাঁর (সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি)। (iii) বিকচকেতকী = বিকচ (পরিস্ফুট) যে কেতকী (সাধারণ কর্মধারয়)। (iv) জয়ধ্বনি = জয়সূচক ধ্বনি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। (v) স্নেহরসে = স্নেহনামক রস (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাতে। (vi) অভ্রান্ত = ভ্রান্ত নয় (নঞ্-তৎপুরুষ)। (vii) দিবারাত্রি = দিবা ও রাত্রি (দ্বন্দ্ব)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) নিম্নরেখ পদে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তা লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (i) রথের চাকা **মাটিতে** পুঁতিয়া গিয়াছে ; (ii) **সকলে** আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল ; (iii) সর্বকর্মফল **শ্রীকৃষ্ণে** সমর্পণ কর ; (iv) **তোমায়** লিখতে হবে ; (v) কালো **মেঘে** জল হয় ; (vi) ছেলেটি **অঙ্ক** কষে ; (vii) ছেলেরা **ছুরিতে** কলম কাটে।

উত্তর ঃ (i) মাটিতে = স্থানাধিকরণে **তে** বিভক্তি। (ii) সকলে = কর্তৃকারকে এ বিভক্তি। (iii) শ্রীকৃষ্ণে = সম্প্রদানে এ বিভক্তি। (iv) তোমায় = কর্তৃকারকে এ (তুমি + এ ঃ এ বিভক্তি এখানে য় হয়ে গেছে)। (v) মেঘে = অপাদানে এ বিভক্তি। (vi) অঙ্ক = কর্মকারকে **শূন্যবিভক্তি**। (vii) ছুরিতে = করণে তে বিভক্তি। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) এককথায় লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (i) যাহা দেওয়া যায় না ; (ii) পতিপুত্রহীনা নারী ; (iii) অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা ; (iv) যে প্রবাসে থাকে না ; (v) ঋষির দ্বারা উক্ত ; (vi) যাহা অস্বীকার করা যায় না ; (vii) অনুকরণ করিবার ইচ্ছা।

উত্তর ঃ (i) **অদেয়** ; (ii) **অবীরা** ; (iii) **অনুসন্ধিৎসা** ; (iv) **অপ্রবাসী** ; (v) **আর্ষ** ; (vi) **অনস্বীকার্য** ; (vii) **অনুচিকীর্ষা**।

(গ) নির্দেশানুসারে বাক্য পরিবর্তিত কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (i) যদি সাধনা

না কর, সিদ্ধিলাভ হইবে না (সরল বাক্যে)। (ii) বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে (জটিল বাক্যে)। (iii) যত্নশীলই রত্নলাভের অধিকারী (প্রশ্নসূচক বাক্যে)। (iv) আপনি কবে আসবেন (ভাববাচ্যে)? (v) দারোগা চোর ধরিল (কর্মবাচ্যে)। (vi) তোমার কোথায় থাকা হয় (কর্তৃবাচ্যে)? (vii) কী মর্মন্তুদ ঘটনা! (নির্দেশক বাক্যে)।

উত্তর ঃ (i) সাধনা না করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে না (সরল বাক্য)। (ii) বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর, শিশুরা তেমনি মাতৃক্রোড়ে (জটিল বাক্য)। (iii) যত্নশীল ছাড়া আর কে রত্নলাভের অধিকারী (প্রশ্নসূচক বাক্য)? (iv) আপনার কবে আসা হবে (ভাববাচ্য)? (v) দারোগা কর্তৃক চোর ধৃত হইল (সংস্কৃত রীতির কর্মবাচ্য) অথবা, দারোগার হাতে চোর ধরা পড়িল (খাঁটী বাংলা রীতির কর্মবাচ্য)। (vi) তুমি কোথায় থাক (কর্তৃবাচ্য)? (vii) বড়োই মর্মন্তুদ ঘটনা (নির্দেশক বাক্য)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ মতান্তর ; স্বেচ্ছা ; অর্ধেক ; নির্দোষ ; বচ্ছর ; ঘজ্জামাই ; ঢাকেশ্বরী।

উত্তর ঃ মতান্তর = মত + অন্তর ; স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা ; অর্ধেক = অর্ধ + এক (বাংলা স্বরসন্ধি) ; নির্দোষ = নিঃ + দোষ ; বচ্ছর = বৎ + সর (বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি) ; ঘজ্জামাই = ঘর + জামাই (বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি) ; ঢাকেশ্বরী = ঢাকা + ঈশ্বরী (বাংলা স্বরসন্ধি)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) নীচের প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দযুগলের পার্থক্য লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (i) গিরিশ—গিরীশ ; (ii) কুল—কূল ; (iii) দিন—দীন ; (iv) আসা—আশা ; (v) অর্ঘ—অর্ঘ্য ; (vi) অসিত—অশিত ; (vii) বিনা—বীণা।

উত্তর ঃ (i) গিরিশ = মহেশ্বর ; গিরীশ = হিমালয়। (ii) কুল = বংশ, ফলবিশেষ ; কূল = নদী বা সমুদ্রের তীর। (iii) দিন = দিবস ; দীন = দরিদ্র। (iv) আসা = আগমন করা ; আশা = আকাঙ্ক্ষা। (v) অর্ঘ = মূল্য ; অর্ঘ্য = পূজার উপকরণ। (vi) অসিত = কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ; অশিত = ভক্ষিত, তীক্ষ্ণ নয়। (vii) বিনা = ব্যতীত ; বীণা = তারের বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লেখ (যেকোনো **দুটি**) ঃ অযোগবাহ বর্ণ ; সমধাতুজ কর্তা ; যৌগিক ক্রিয়া ; দ্বিকর্মক ক্রিয়া ; অনন্বয়ী অব্যয় ; য়-শ্রুতি ; তদ্ভব শব্দ।

উত্তর-সংকেত ঃ অযোগবাহ বর্ণ—৬৫ পৃষ্ঠায়, **যৌগিক ক্রিয়া**—৬৫ পৃষ্ঠায়, **সমধাতুজ কর্তা**—২৩ পৃষ্ঠায়, **তদ্ভব শব্দ**—৬৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া ঃ যে সকর্মিকা ক্রিয়ার অন্তত একটি মুখ্য কর্ম ও একটি গৌণ কর্ম থাকে, তাকে দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া বলে। যেমন,—আপনি তো **ছেলেটিকে** খুবই সহজ প্রশ্ন **জিজ্ঞাসা করলেন**। এখানে **'ছেলেটিকে'** গৌণ কর্ম, **'প্রশ্ন'** হল **মুখ্য কর্ম**। তাই 'জিজ্ঞাসা করলেন' সকর্মিকা ক্রিয়াটি এখানে **দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া**।

অনন্বয়ী অব্যয় ঃ যে অব্যয়ের সঙ্গে বাক্যে ব্যবহৃত **অন্য কোনো** পদের ব্যাকরণগত কোনো সম্পর্কই থাকে না, সেই অব্যয়ের নাম **অনন্বয়ী অব্যয়। হর্ষ** উল্লাস দুঃখ শোক খেদ ঘৃণা বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাব এই অনন্বয়ী অব্যয়-**দ্বারা প্রকাশ পায়**। যেমন,—(i) **শাবাশ! শাবাশ!** তোরা বাঙালীর মেয়ে। মূল বাক্যটির **কোনো পদের সঙ্গেই** 'শাবাশ' এই উদ্দীপনামূলক

BANGODARSHAN.COM

অব্যয়টির কোনো যোগ নেই। (ii) কোথা **হা হন্ত**, চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি। মূল বাক্যটির কোনো পদের সঙ্গেই আক্ষেপদ্যোতক 'হা হন্ত' অব্যয়টির কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্য **শাবাশ** ও **হা হন্ত**—অনন্বয়ী অব্যয়।

য়-শ্রুতি ঃ বাংলায় পাশাপাশি দুটি স্বরবর্ণ থাকলে তাদের মাঝখানে ব্যঞ্জনবর্ণের অভাবজনিত শূন্যতাটুকু পূর্ণ করবার জন্য যে অর্ধস্ফুট য় ব্যঞ্জনটির আগম হয়, তারই নাম **য়-শ্রুতি**। যেমন,—লাঠি + আল = লাঠিয়াল। এখানে 'লাঠি' কথাটির শেষে আছে ই-কার, 'আল' কথাটির প্রথমে আছে আ-কার ; এই দুটি স্বরবর্ণের মাঝখানে ব্যঞ্জনের অভাব পূর্ণ করবার জন্যই একটি য় ধ্বনির আগম ঘটবে। তখন উচ্চারণ হবে লাঠিয়াল। এই য় হল য়-শ্রুতি।

অনেক সময় পাশাপাশি দুটি শব্দের মধ্যেও য়-শ্রুতি যোগসূত্র স্থাপন করে। যেমন, —মা আমায় ঘুরাবি কত? এখানে আয়তাক্ষর শব্দ দুটি উচ্চারণ করলে শোনাবে মায় আমায় .....? এই য়-ধ্বনি বানানে লেখা হয় না, **কেবল শ্রুতিতেই (কর্ণে) ধরা পড়ে** ; নাম তাই **য়-শ্রুতি**।

(ছ) 'হাত' অথবা 'মাথা' শব্দটিকে **পাঁচটি** ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে **পাঁচটি** পৃথক্ বাক্য লেখ।

উত্তর ঃ প্রশ্নোত্তরের ৪৪ পৃষ্ঠায় ৬ (চ) প্রশ্নের উত্তর দেখ।

একমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য

৭। (খ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ শক্তি ; অভ্যাস ; সামান্য ; প্রধান ; ইচ্ছা ; জয় ; দেশ।

উত্তর ঃ শক্তি—অশক্তি, দুর্বলতা ; অভ্যাস—অনভ্যাস ; সামান্য—অসামান্য ; প্রধান —অপ্রধান ; ইচ্ছা—অনিচ্ছা ; জয়—পরাজয় ; দেশ—বিদেশ।

১৯৯২

৪। পাঠ্যাংশ থেকে গৃহীত ব্যাকরণগত প্রশ্নের উত্তর দাও (যেকোনো **দুটি**) ঃ

(ক) কোন্ শব্দ দেশী, কোন্‌টা বিদেশী, কোন্‌টা তৎসম, কোন্‌টা তদ্ভব, কোন্‌টা অর্ধ-তৎসম তা লেখ (যেকোনো পাঁচটি) ঃ স্থিতধী ; ভেঁপু ; সাফ ; বরফ ; ফাগুন ; শ্বেত ; আঁচলা ; বিথার।

উত্তর ঃ তৎসম—স্থিতধী, শ্বেত। তদ্ভব—ফাগুন (< ফাল্গুন), আঁচলা (< অঞ্চল), বিথার (< বিস্তার)। দেশী—ভেঁপু। আরবী—সাফ। ফারসী—বরফ।

(খ) নিম্নরেখ পদের প্রকৃতি-প্রত্যয় লেখ (যেকোনো পাঁচটি) ঃ (i) আকারণত সৌম্যদৃশ্য দর্শন করিয়া তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। (ii) পর্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল। (iii) গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। (iv) তাহা তাহার নিকট জাজ্বল্যমান হইবে। (v) প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের **সামঞ্জস্য** ছিল। (vi) অপূর্ব ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই। (vii) দেহ যাহা পায় তাহা রাখিবার জন্য নহে তাহাকে অস্বীকৃত করিবার জন্য।

উত্তর ঃ (i) সৌম্যদৃশ্য = সদৃশ + ষ্ণ্য (য)—সংস্কৃত তদ্ধিত। (ii) দৃশ্য = √দৃশ্ + ক্যপ্ (সংস্কৃত কৃৎ) ; দৃশ্য নয় = অদৃশ্য (নঞ্-তৎপুরুষ সমাস)। (iii) নিষ্ক্রান্ত

= নিঃ-√ক্রম্ + ক্ত (ত) (সংস্কৃত কৃৎ)। (iv) জাজ্বল্যমান = √জ্বল্ + যঙ্ + শানচ্ (আতিশয্য অর্থে সংস্কৃত কৃৎ)। (v) সামঞ্জস্য = সমঞ্জস + ষ্ণ্য (য) (ভাবার্থে সংস্কৃত তদ্ধিত।) (vi) ধরা = √ধর্ + আ (বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়)। (vii) অঙ্গীকৃত = অঙ্গ + অভূততদ্ভাবে চ্বি (সংস্কৃত তদ্ধিত) + √কৃ + ক্ত (ত) **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নিম্নরেখ শব্দের সমাসের নাম ও ব্যাসবাক্য লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ

(i) কেন **তপোবন-বিরুদ্ধ** আচরণ করিতেছ? (ii) তাহারই **নামাঙ্কিত** শিরোনামা। (iii) **ভাণ্ডারঘর** যাহা-কিছু পায় হিসাব মিলাইয়া সাবধানে তাহার প্রত্যেক কণাটিকে রাখিবার চেষ্টা করে। (iv) তাহার নাম রাখিলেন **নিরুপমা**। (v) **অশ্বারোহী** পর্বতের উপর হইতে দেখিল। (vi) কর্মোপলক্ষ্যে **স্থানান্তরে** চলিয়া গেলেন। (vii) তাই ত দেশের **খেয়া-তরী** তোমাকে বহিতে পারে না।

উত্তর ঃ (i) তপোবন-বিরুদ্ধ = তপোবনের বিরুদ্ধ (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (ii) নামাঙ্কিত = নাম অঙ্কিত যাতে (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি)। (iii) ভাণ্ডারঘর = যা ভাণ্ডার তাই ঘর (সাধারণ কর্মধারয়)। (iv) নিরুপমা = নিঃ (নেই) উপমা যে নারীর (নঞর্থক বহুব্রীহি)। (v) অশ্বারোহী = অশ্বে আরোহী (অধিকরণ-তৎপুরুষ)। (vi) স্থানান্তরে = অন্য স্থানে (নিত্য-সমাস)। (vii) খেয়া-তরী = খেয়া পারাপারের তরী (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) নিম্নরেখ পদে কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তা লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (i) **সাপে** কেটেছে ; (ii) **চশমা** দিয়ে দেখ ; (iii) বন **থেকে** বেরোল টিয়ে ; (iv) আর একটু **ভাত** দাও তো ; (v) ধনকে নিয়ে **বনকে** যাব ; (vi) বেলা যে পড়ে এল **জলকে** চল ; (vii) **কলেরায়** মারা গেছে তিনজন।

উত্তর ঃ (i) **সাপে** = কর্তৃকারকে এ বিভক্তি। (ii) **চশমা** দিয়ে = করণে দিয়ে অনুসর্গ। (iii) **বন থেকে** = অপাদানে থেকে অনুসর্গের প্রয়োগ। (iv) **ভাত** = কর্মে **শূন্যবিভক্তি**। (v) **বনকে** = উদ্দেশ্য বোঝাতে অ-কারকে কে বিভক্তি। (vi) **জলকে** = উদ্দেশ্য বোঝাতে অ-কারকে কে বিভক্তি। (vii) **কলেরায়** = হেতু অর্থে অ-কারকে বা করণে এ বিভক্তি (আ-কারের পরস্থ এ হয়ে গেছে য়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) এককথায় লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ (i) পা থেকে মাথা পর্যন্ত ; (ii) নিজেকে পণ্ডিত মনে করার ভাব ; (iii) জানবার ইচ্ছা ; (iv) ক্রমাগত দুলছে এমন ; (v) যা চিবিয়ে খেতে হয় ; (vi) যা আগে কখনও হয়নি ; (vii) হাতির ডাক।

উত্তর ঃ (i) **আপাদমস্তক**। (ii) **পণ্ডিতম্মন্যতা**। (iii) **জিজ্ঞাসা**। (iv) **দোদুল্যমান**। (v) **চর্ব্য**। (vi) **অভূতপূর্ব**। (vii) **বৃংহণ, বৃংহিত**। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নিম্নরেখ পদের ব্যুৎপত্তি লেখ (যেকোনো পাঁচটি) ঃ (i) **বাবুয়ানি** করার কোনও মানে হয় না ; (ii) **রুচিমান্** পাঠক এ গল্প পছন্দ করবেন না ; (iii) এ ফলটা মোটেই মিষ্টি নয়, **জোলো** ; (iv) **মাধ্যমিক** পরীক্ষার পাঠ্যসূচি লিখে নাও ; (v) **ফিরতি** ডাকে উত্তর দিয়ো ; (vi) রাজা সিংহাসনে **আসীন** হলেন ; (vii) **পিপাসায়** ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

BANGODARSHAN.COM

যৎপরোনাস্তি = যদ্ + পরঃ + ন + অস্তি ; বিপজ্জনক = বিপদ্ + জনক। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) নিম্নরেখ সমাসবদ্ধ পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) (i) কোন্‌খানে সে যে তার **মীনসন্তান**গুলিকে লুকাইয়া ফেলে। (ii) হরেকরকম কয়েদীর **ফরিয়াদ-তকলিফের** খানাতল্লাসী করেন। (iii) তাহার **শিশুদৃষ্টি** অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত। (iv) দৈন্যপীড়িত গৃহের **ক্রন্দনধ্বনি** কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়ি প্রবেশ করিলেন। (v) পদ্মালয়া **পদ্মমুখী** সীতারে পাইয়া। (vi) আমরা ধরি মৃত্যুরাজার **যজ্ঞ-ঘোড়ার** রাশ।

উত্তর ঃ (i) মীনসন্তান = মীনরূপ সন্তান (রূপক কর্মধারয়)। (ii) ফরিয়াদ-তকলিফের = ফরিয়াদ (নালিশ) ও তকলিফ (কষ্ট)-এর (দুটি বিশেষ্যপদের দ্বন্দ্ব)। (iii) শিশুদৃষ্টি = শিশুসুলভ দৃষ্টি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। (iv) দৈন্যপীড়িত = দৈন্যদ্বারা পীড়িত বা দৈন্যে পীড়িত (করণ-তৎপুরুষ) ; ক্রন্দনধ্বনি = ক্রন্দনের ধ্বনি (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (v) পদ্মমুখী = পদ্মের মতো মুখ যে নারীর (মধ্যপদলোপী বা উপমাত্মক বা ব্যাখ্যামূলক বহুব্রীহি)। (vi) যজ্ঞ-ঘোড়ার = যজ্ঞের নিমিত্ত ঘোড়া (অ-কারকে নিমিত্ত-তৎপুরুষ) অথবা যজ্ঞে নিবেদনযোগ্য ঘোড়া (সম্প্রদান-তৎপুরুষ), তার। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নিম্নরেখাঙ্কিত যেকোনো **পাঁচটি** পদের প্রত্যয় নির্ণয় কর ঃ (i) বিস্তর **কয়েদী** খালাস পেল। (ii) অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো **সঞ্চালিত** হয়। (iii) বলা নেই **কওয়া** নেই। (iv) **উড়ন্ত** চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত। (v) বার বার **নিরীক্ষণ** করিয়া কহিল। (vi) রাত্রের মেল-ট্রেনটার দিকে একটু **দৃষ্টি** রেখো। (vii) বৃথা এ **সাধনা ধীমান্।**

উত্তর ঃ (i) কয়েদী = কয়েদ (কারাদণ্ড) + ঈ (অস্ত্যর্থে বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়)। (ii) সঞ্চালিত = সম্- √চল্ + ণিচ্ + ক্ত (ত—সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। (iii) √কহ্ + আ (বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়) = কহা > কওয়া (চলিত রূপ)। (iv) উড়ন্ত = √উড়্ + অন্ত (বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়)। (v) নিরীক্ষণ = নিঃ-√ঈক্ষ্ + অনট্ (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। (vi) দৃষ্টি = √দৃশ্ + ক্তি (তি—সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। (vii) ধীমান্ = ধী + মতুপ্ (সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়) = ধীমৎ শব্দের কর্তৃকারকের একবচন। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) কোন্ শব্দ দেশী, কোন্‌টা বিদেশী, কোন্‌টা তদ্ভব, কোন্‌টা অর্ধ-তৎসম, কোন্‌টা তৎসম এবং কোন্‌টা সংকর শব্দ, লেখ (যেকোনো **পাঁচটি** শব্দ) ঃ চন্দ্র, ভালো, আইন, জোছনা, মুড়ি, হাটবাজার, রোদ্দুর।

উত্তর ঃ চন্দ্র = তৎসম ; ভালো = তদ্ভব (< ভদ্রক) ; আইন = ফারসী ; জোছনা = তদ্ভব (< জ্যোৎস্না) ; মুড়ি (মাথার মুড়ি অর্থে) = তদ্ভব (< মুণ্ড), কিন্তু বালির খোলায় ভাজা চাল অর্থে) = দেশী ; হাটবাজার = সংকর (তদ্ভব + ফারসী) ; রোদ্দুর = অর্ধ-তৎসম (< রৌদ্র)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) এককথায় প্রকাশ কর (যেকোনো **পাঁচটি**) ঃ যা ভেদ করে উপরে ওঠে ;

চলছে এমন ছবি ; শশী ভূষণ যার ; যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে ; ইষ্টকে অতিক্রম না করে ; চুলে চুলে টেনে যে ঝগড়া ; যা দুলে চলেছে।

উত্তর : উদ্ভিদ ; চলচ্চিত্র ; শশিভূষণ ; প্রোষিতভর্তৃকা ; যষ্টেই ; চুলোচুলি ; দোদুল্যমান।

(গ) নির্দেশ-অনুসারে নীচের বাক্যগুলির যেকোনো **পাঁচটিকে** পরিবর্তিত কর : (i) পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা ভালোভাবেই পাশ করেছে। **[জটিল বাক্যে]** (ii) সে কোনও উত্তর দিল না। **[অস্ত্যর্থক বাক্যে]** (iii) এই বলিয়া সে ঘটনাটি প্রকাশ করিয়া কহিল। **[যৌগিক বাক্যে]** (iv) তবে একথা বললে কেন? **[নির্দেশমূলক বাক্যে]** (v) পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলিকে এগিয়ে আনতে হবে। **[নাস্ত্যর্থক বাক্যে]** (vi) ইতিহাসে তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। **[কর্তৃবাচ্যে]** (vii) জন্মজন্মান্তরে ভুলিব না। **[ভাববাচ্যে]**

উত্তর : (i) যে ছেলেমেয়েরা পড়ুয়া তারা ভালোভাবেই পাস করেছে। (**জটিল বাক্য**) (ii) সে নিরুত্তর রহিল (বা রইল)। (**অস্ত্যর্থক বাক্য**) (iii) সে এই বলিয়া ঘটনাটি প্রকাশ করিল এবং কহিল। (**যৌগিক বাক্য**) (iv) তবে একথা না বলাই উচিত ছিল। (**নির্দেশমূলক**) (v) পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলিকে এগিয়ে না আনলে হবে না। (**নাস্ত্যর্থক বাক্য**) (vi) ইতিহাসে তার কোনও প্রমাণ পাইনি। (**কর্তৃবাচ্য**) (vii) জন্মজন্মান্তরে ভোলা যাইবে না। (**ভাববাচ্য**) **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নিম্নরেখাঙ্কিত পদগুলির কারক নির্ণয় কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : (i) **বাঘে-গোরুতে** এক ঘাটে জল খায়। (ii) **গাধা** পিটিয়ে ঘোড়া বানান তিনি। (iii) শিকারী বেড়াল **গোঁফে** চেনা যায়। (iv) তিলেতে তৈল হয় **দুধে** হয় দই। (v) **এ-সময়** তার দেখা পাওয়া ভার। (vi) ভজ মন নন্দ ঘোষের **নন্দনে**। (vii) **মহামারীতে** গাঁ উজাড় হয়ে গিয়েছিল।

উত্তর : (i) বাঘে-গোরুতে—**সহযোগিতামূলক কর্তৃকারকে এ বিভক্তি**। (ii) গাধা—**উদ্দেশ্য কর্মে শূন্যবিভক্তি**। (iii) গোঁফে—অ-কারকে **উপলক্ষণে এ বিভক্তি**। (iv) দুধে—অপাদানে এ বিভক্তি। (v) এ-সময়—কালাধিকরণে **শূন্যবিভক্তি**। (vi) নন্দনে—কর্মকারকে এ বিভক্তি। (vii) মহামারীতে—করণে **তে বিভক্তি**। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) উপসর্গ যোগ করে ধাতুর অর্থ কীভাবে পালটায় তা যেকোনো একটি ধাতুর সঙ্গে **পাঁচটি** উপসর্গ যোগ করে দেখাও।

উত্তর : হৃ ধাতুর অর্থ **হরণ করা**। √হৃ + ঘঞ্ = হার।

আ-√হৃ + ঘঞ্ = **আহার** (ভোজন) ; **বি-**√হৃ + ঘঞ্ = **বিহার** (ভ্রমণ) ; **উপ-**√হৃ + ঘঞ্ = **উপহার** (পুরস্কার) ; **প্র-**√হৃ + ঘঞ্ = **প্রহার** (আঘাত) ; **সম্-** √হৃ + ঘঞ্ = **সংহার** (বিনাশ)। এক-একটি উপসর্গের প্রয়োগে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটে গেছে। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) নীচের উদ্ধৃতিগুলো থেকে পাঁচটি অব্যয় বার করে কোন্‌টি কী প্রকার অব্যয়, বল : (i) দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে। (ii) আহা, এ কী আনন্দ! (iii) সে চরকা কাটে এবং ধান ভানে। (iv) টাকা হয়েছে কিনা, দেমাক ত হবেই। (v) বরং প্রাণ দিব তবু মান দিব না। (vi) তুমি আমাকে মেরেছ, তাই কেঁদেছি।

উত্তর : (i) যেন = সংশয়সূচক সমুচ্চয়ী অব্যয়। (ii) আহা = বিস্ময়-প্রকাশক অনন্বয়ী অব্যয়। (iii) এবং = সংযোজক সমুচ্চয়ী অব্যয়। (iv) কিনা = নিশ্চয়াত্মক সমুচ্চয়ী

BANGODARSHAN.COM

অব্যয় ; ত = সিদ্ধান্তবাচক সমুচ্চয়ী অব্যয়। (v) বরং ..... তবু = নিত্যসম্বন্ধী সংযোজক অব্যয়। (vi) তাই = সিদ্ধান্তবাচক সমুচ্চয়ী অব্যয়। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর : সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় লইবে, আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই।

উত্তর : [চলিত ভাষায়] সমুদ্রে পতিত হয়েও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নেই। সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হয়ে এরা ঊর্ধ্বে উড্ডীন হচ্ছে। এরাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্বতাভিমুখে ধাবিত হয়ে তথায় বিপুল জটাজালের মধ্যে আশ্রয় নেবে, আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হবে। এই গতির বিরাম নেই।

একমাত্র বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য

৭। (খ) নিম্নলেখ ক্রিয়াপদগুলি সকর্মক না অকর্মক, লেখ (যেকোনো পাঁচটি) : (i) পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপে মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। (ii) শুনিয়া তাঁহার আক্রোশের সীমা রহিল না। (iii) অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন? (iv) মহাবৎ খাঁ, আমি একবার তোমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম। (v) পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান।

উত্তর : (i) জন্মিল—অকর্মক ; রাখিলেন—সকর্মক (কর্ম হচ্ছে 'নাম')। (ii) রহিল—অকর্মক। (iii) করিল—সকর্মক (কর্ম হল 'প্রশ্ন') ; যাবেন—অকর্মক। (iv) চেয়েছিলাম—সকর্মক (কর্ম হল 'সাক্ষাৎ')। (v) মূর্ছে—অকর্মক।

পুরনো পাঠক্রম : নিয়মিত ও বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য

৪। পাঠ্যাংশ থেকে গৃহীত নীচের ব্যাকরণবিষয়ক প্রশ্নগুলির যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ কর (যেকোনো দশটি) : হরিদ্বর্ণ ; আত্মোপকারী ; জলোচ্ছ্বাসকালে ; নিরলংকৃত ; চতুষ্পাঠী ; লোকারণ্য ; মহদ্ভয় ; অত্যাবশ্যক ; হিতৈষণা ; অহোরাত্র ; বনস্পতি ; গোষ্পদ ; দিঙ্‌মণ্ডল।

উত্তর : হরিদ্বর্ণ = হরিৎ + বর্ণ ; আত্মোপকারী = আত্ম + উপকারী ; জলোচ্ছ্বাসকালে = জল + উদ্ + শ্বাসকালে ; নিরলংকৃত = নিঃ + অলম্ + কৃত ; চতুষ্পাঠী = চতুঃ + পাঠী ; লোকারণ্য = লোক + অরণ্য ; মহদ্ভয় = মহৎ + ভয় ; অত্যাবশ্যক = অতি + আবশ্যক ; হিতৈষণা = হিত + এষণা ; অহোরাত্র = অহঃ + রাত্র (নিপাতনসিদ্ধ বিসর্গসন্ধি) ; বনস্পতি = বন + পতি (নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি) ; গোষ্পদ = গো + পদ (নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি) ; দিঙ্‌মণ্ডল = দিক্ + মণ্ডল। **[প্রতিটি সন্ধিবিচ্ছেদ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) নিম্নলেখ সমাসবদ্ধ পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যেকোনো **পাঁচটি**) : (i) নূতন মাল-মসলা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। (ii) বিদ্যাসাগর একজন **সমাজ-সংস্কারক** ছিলেন। (iii) একখানা **জেলে-ডিঙি** বাহিয়া মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে

যাইত। (iv) তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। (v) মাঠের পারের রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলের কাছে। (vi) তাঁহার সান্ধ্য তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন। (vii) অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল।

উত্তর : (i) মাল-মসলা = মাল ও মসলা (দুটি বিশেষ্যপদের দ্বন্দ্ব)। (ii) সমাজ-সংস্কারক = সমাজ-সংস্কার করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ) অথবা সমাজের সংস্কারক (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (iii) জেলেডিঙি = জেলেদের ডিঙি (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ)। (iv) ঠেলাঠেলি = পরস্পর ঠেলা (প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যতিহার বহুব্রীহি)। (v) রহস্য-অবগুণ্ঠন = রহস্যরূপ অবগুণ্ঠন (রূপক কর্মধারয়)। (vi) সান্ধ্যতন্দ্রা = সান্ধ্য যে তন্দ্রা (সাধারণ কর্মধারয়)। (vii) দক্ষযজ্ঞ = দক্ষ-অনুষ্ঠিত যজ্ঞ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) নিম্নরেখাঙ্কিত যেকোনো পাঁচটি পদের প্রত্যয় নির্ণয় কর : (i) ভরত ভ্রাতার ভক্তি আমাতে প্রচুর। (ii) মেঠো পথ দিয়া। (iii) গোধূম-যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। (iv) জলবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। (v) এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের পরিচয়। (vi) দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী। (vii) ঝড়ের ধাক্কা, গোঁগোঁয়ানি।

উত্তর : (i) ভক্তি = √ভজ্ + ক্তি (তি—সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। (ii) মাঠ + উয়া (বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়) = মাঠুয়া > মেঠো (অভিশ্রুতির ফল) ; (iii) প্রহৃষ্ট = প্র-√হৃষ + ক্ত (ত—সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। (iv) মন্দীভূত = মন্দ + অভূততদ্ভাবে চ্বি (সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়) + √ভূ + ক্ত (ত)। (v) কৃপণ + ষ্ণ্য (য)—ভাবার্থে সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয় = কার্পণ্য ; কার্পণ্য নয় = অকার্পণ্য (নঞ্-তৎপুরুষ সমাস)। (vi) রথ + ইন্ (আছে অর্থে সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়) = রথিন্ (কর্তৃকারকের একবচনে রথী)। (vii) গোঁগোঁয়ানি = গোঁগোঁ (যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ) + আনি (ভাব বা আচরণ অর্থে বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয় ; মূল শব্দটির শেষে স্বরবর্ণ, প্রত্যয়টির প্রথমেই আবার একটি স্বরবর্ণ, এই দুটি স্বরের মাঝখানে ব্যঞ্জনের অভাব মেটাবার জন্য য়্-এর আগম)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

[খোদ ব্যাকরণবিষয়ক প্রশ্নাবলীর জন্য নিয়মিত ও বহিরাগত পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ৬নং প্রশ্নটি (ক থেকে ছ পর্যন্ত) দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৮২—৮৪)]

৪। (খ) নিম্নরেখ ক্রিয়াপদগুলি সকর্মক না অকর্মক লেখ (যেকোনো পাঁচটি) : (i) তারপরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনাপত্রে তাঁর প্রেরিত প্রবন্ধ পড়ে। (ii) চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি। (iii) আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?

উত্তর : (i) এসেছিলেন = অকর্মক ; হয়েছিল = অকর্মক ; পড়ে = সকর্মক (কর্ম হল 'প্রবন্ধ') ; (ii) চমকি = অকর্মক ; মিলিলা = সকর্মক (কর্ম হল 'আঁখি')। (iii) দাঁড়ায়েছে = অকর্মক ; দিবে = সকর্মক (কর্ম হচ্ছে 'বলিদান')।

BANGODARSHAN.COM

হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

১৯৯৬

৫। যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) (i) সাধু ভাষায় লেখ : তা সে যাই হোক, সেই হতভাগ্য তো জলালাবাদের জাহান্নমে গিয়ে ঢুকলো।

উত্তর : [সাধু ভাষায়] তাহা সে যাহাই হউক, সেই হতভাগ্য তো জলালাবাদের জাহান্নমে গিয়া ঢুকিল।

(ii) চলিত ভাষায় রূপান্তর কর : এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই।

উত্তর : [চলিত ভাষায়] এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করে বালক কইল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কইলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আসেন নি।

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ : বিস্ময়াপন্ন, গিরীশ, শরশয্যা, খানাতল্লাসী, স্থানান্তর।

উত্তর : বিস্ময়াপন্ন = বিস্ময়কে আপন্ন (অ-কারক-তৎপুরুষ)। গিরীশ = গিরির ঈশ (শ্রেষ্ঠ : সম্বন্ধ-তৎপুরুষ) ; অথবা গিরিদের মধ্যে ঈশ = (অধিকরণ-তৎপুরুষ)। শরশয্যা = শরপূর্ণ শয্যা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) ; অথবা শয্যা শরের মতো (উপমিত কর্মধারয়)। খানাতল্লাসি = খানা (বাড়ি) বিষয়ক তল্লাসি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। স্থানান্তর = অন্য স্থান (নিত্য-সমাস)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) (i) পদান্তর কর : পথ, অসন্তোষ।

উত্তর : পথ (বি)—পথিক (বিণ) ; অসন্তোষ (বি)—অসন্তুষ্ট (বিণ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ii) বিপরীত শব্দ লেখ : অন্তঃপুর, বহিরঙ্গ।

উত্তর : বিপরীত শব্দ : অন্তঃপুর—বহির্বাটী ; বহিরঙ্গ—অন্তরঙ্গ। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(iii) শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত কোন্ শ্রেণীর শব্দ তা উল্লেখ কর : কাঁথা।

উত্তর : কাঁথা—তদ্ভব শব্দ (< কন্থা)।

(ঘ) বন্ধনীতে দেওয়া নির্দেশ-অনুযায়ী পরিবর্তন কর : (i) শরীরের দিকে তাকাবার অবসর নেই কুবেরের (জটিল বাক্যে)। (ii) উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত। (না-বাচক বাক্যে) (iii) অপূর্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। (কর্মবাচ্যে) (iv) মহারানা রাজসিংহকে কে না চিনে? (নির্দেশক বাক্যে) (v) এ পাপে আমি নতুন ব্রতী। (উক্তি-পরিবর্তন)

উত্তর : (i) কুবেরের এমন অবসর নেই যে নিজের শরীরের দিকে সে তাকায় (জটিল বাক্য)। (ii) উড়ন্ত চিলটা আর দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকিত না (না-বাচক বাক্য)। (iii) অপূর্বর দ্বারা মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝা হইল (কর্মবাচ্য)। (iv) মহারানা রাজসিংহকে

সকলেই চিনে (নির্দেশক বাক্য)। (v) বক্তা (মানিকলাল) জানাইল যে, সেই পাপে সে নতুন ব্রতী (পরোক্ষ উক্তি)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(ক) (i) সন্ধিবিচ্ছেদ কর ঃ স্বাগত, অন্ত্যেষ্টি, শয়ন।

উত্তর ঃ স্বাগত = সু + আগত ; অন্ত্যেষ্টি = অন্ত্য + ইষ্টি ; শয়ন = শে + অন। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ii) সন্ধি কর ঃ সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত (সিঁথি অর্থে নিপাতনসিদ্ধ) ; ছোট + দা = ছোড়্‌দা (বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লেখ (যেকোনো দুটো) ঃ অপিনিহিতি, নামধাতু, অনুসর্গ, ঐতিহাসিক বর্তমান।

উত্তর-সংকেত ঃ অপিনিহিতি—১৮ পৃষ্ঠায়, নামধাতু—২৩ পৃষ্ঠায়, অনুসর্গ—৩০-৩১ পৃষ্ঠায় দেখ।

ঐতিহাসিক বর্তমান ঃ সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ার দ্বারা কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনার পুনরুক্তিকে ঐতিহাসিক বর্তমান বলে। **ঐতিহাসিক ঘটনা ঃ** ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগস্ট জব চার্নক কলকাতার **প্রতিষ্ঠা করেন** ('করেছিলেন' অর্থে)। **পৌরাণিক ঘটনা ঃ** কৃষ্ণলীলা ভাগবতে **কহে** বেদব্যাস। ('কহিয়াছিলেন' অর্থে)।

(গ) এককথায় প্রকাশ কর ঃ যার শত্রু নেই ; পান করিতে ইচ্ছুক ; যা বাক্য ও মনের অগোচর ; যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে ; সুন্দর দাঁত যার (স্ত্রী)।

উত্তর ঃ যার শত্রু নেই = **নিঃশত্রু** ; পান করিতে ইচ্ছুক = **পিপাসু** ; যা বাক্য ও মনের অগোচর = **অবাঙ্মনসগোচর** ; যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে = **পণ্ডিতম্মন্য** ; সুন্দর দাঁত যার (স্ত্রী) = **সুদতী**। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নীচে দাগ দেওয়া পদের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ (i) **পথে** কুড়িয়ে পেলাম। (ii) **আপনায়** স্থাপিয়াছ। (iii) আমার সন্তান যেন থাকে দুধে **ভাতে**। (iv) **কলসে** কেবলই জল ভরিতে থাকিব। (v) **শিকড়ে** আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।

উত্তর ঃ (i) পথে = অপাদানে এ। (ii) আপনায় = কর্মে এ (আ-কারের পরে থাকায় এ বিভক্তিটি য় হয়ে গেছে)। (iii) ভাতে = করণে এ। (iv) কলসে = অধিকরণে এ। (v) শিকড়ে = স্থানাধিকরণে এ। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর ঃ স্মরণীয়, গাড়োয়ান, লাবণ্য, সাহিত্যিক, বাবুয়ানা।

উত্তর ঃ স্মরণীয় = √স্মৃ + অনীয় (উচিত বা যোগ্য অর্থে সংস্কৃত কৃৎ)। গাড়োয়ান = গাড়ি + ওয়ান (আছে বা বৃত্তি অর্থে বাংলা তদ্ধিত)। লাবণ্য = লবণ + ষ্ণ্য (য) ঃ ভাব অর্থে সংস্কৃত তদ্ধিত। সাহিত্যিক = সহিত + ষ্ণিক (ইক) ঃ জীবিকা অর্থে সংস্কৃত তদ্ধিত। বাবুয়ানা = বাবু + আনা (আচরণ বা ভাব অর্থে বিদেশী তদ্ধিত)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) (i) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ মিছরির ছুরি, শাঁখের করাত।

উত্তর ঃ কানাইবাবুর কথাগুলো খাঁটী **মিছরির ছুরি** (মিষ্ট অথচ বেদনাদায়ক), শুনতে আপাতমধুর অথচ সোজা আঁতে গিয়ে বিঁধে যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি ছিল রাধারানীর কাছে **শাঁখের করাত** (যে জিনিস থাকাও বেদনাদায়ক, না থাকাও বেদনাদায়ক, অথচ যার হাত থেকে

BANGODARSHAN.COM

কিছুতেই নিস্তার নেই), সে বাঁশি শুনলে মন তাঁর উচাটন হয়ে উঠত, আবার না শুনলেও ঘরে মন টিকত না। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ii) শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও ঃ কূজন এবং কুজন ; নিদান ও নিধান।

উত্তর ঃ কূজন—পাখির ডাক ; কুজন—খারাপ লোক। নিদান—মূল কারণ ; নিধান—খনি। **[প্রতিটি শব্দযুগল নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(iii) বাক্যের সাহায্যে উদাহরণ দাও ঃ পূরণবাচক বিশেষণ।

উত্তর ঃ পূরণবাচক বিশেষণ ঃ যে বিশেষণপদ বিশেষ্যপদের স্থান বা ক্রম প্রকাশ করে তাকে পূরণবাচক বা ক্রমবাচক বিশেষণ বলে। বিদ্যুৎ আমার **দ্বিতীয়া** কন্যা। অলোক এবার **পঞ্চম** স্থান অধিকার করেছে।

(ছ) উদাহরণসহ উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য দেখাও।

উত্তর ঃ উপমান কর্মধারয় ঃ কাজলের মতো কালো = কাজলকালো।

উপমিত কর্মধারয় ঃ কথা অমৃতের মতো = কথামৃত।

উপমান কর্মধারয় ও উপমিত কর্মধারয়ের পার্থক্য ঃ (১) উপমান কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটি বিশেষণ (**কাজলকালো** মেঘ), কিন্তু উপমিত কর্মধারয়ের সমস্ত-পদটি বিশেষ্য (কথামৃত, পুরুষসিংহ ইত্যাদি)। (২) উপমান কর্মধারয়ে সমস্ত-পদের পূর্বাংশে থাকে উপমান পদ (কাজলকালো সমস্ত-পদটির পূর্বাংশ **কাজল** = উপমান পদ) এবং উত্তরাংশে থাকে সাধারণধর্মবাচক বিশেষণ (-কালো = বিশেষণ), কিন্তু উপমিত কর্মধারয়ে সমস্ত-পদের পূর্বাংশে থাকে উপমেয় (কথামৃত সমস্ত-পদটির পূর্বাংশ **কথা** = উপমেয়, কেননা 'কথা' কথাটিই প্রধান আলোচ্যবিষয়) এবং উত্তরাংশে উপমান থাকে (কথামৃত সমস্ত-পদটির শেষাংশ **অমৃত** = উপমান, কেননা বিজাতীয় এই বস্তুটির সঙ্গেই তো প্রধান আলোচ্য বিষয়টির তুলনা দেওয়া হয়েছে)। (৩) উপমান কর্মধারয়ে উপমেয় থাকেই না (কোন্ জিনিসটি কাজলকালো মেঘ তার উল্লেখই নেই), আর উপমিত কর্মধারয়ে সাধারণধর্মবাচক পদ মিষ্ট, মধুর ইত্যাদির উল্লেখ থাকে না।

(জ) নির্দেশমতো উত্তর দাও ঃ (i) সর্প বা সূর্য শব্দের **দুটি** করে প্রতিশব্দ দাও।

উত্তর ঃ সর্প = কাকোদর, ভুজঙ্গ। সূর্য = সবিতা, মার্তণ্ড।

(ii) 'পাকা' বিশেষণপদটিকে **দুটো** ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে দুটো পৃথক্ বাক্যরচনা কর।

উত্তর ঃ (১) অহিভূষণবাবুর মতো অভিজ্ঞ লোককে যখন পাঠিয়েছেন, তখন পাকা (চূড়ান্ত) কথাই নিয়ে আসবেন আশা করি। (২) গেরুয়ার রঙটা **পাকা** (স্থায়ী) হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(iii) পরীক্ষায় পাস করা কোনো **মন্তর** নয়, ঠিকমতো পড়াশুনো করলেই তা সম্ভব। (স্থূলাক্ষর পদটির তৎসম রূপ লেখ।)

উত্তর ঃ মন্তর কথাটি মূল তৎসম **মন্ত্র** থেকে এসেছে।

(ঝ) বন্ধনীর মাঝে দেওয়া উত্তর থেকে যথার্থ উত্তরটি বেছে নিয়ে উত্তরপত্রে লেখ।

(i) সন্ধিতে অ + উ = (এ, ঐ, ও, ঔ) হয়।

উত্তর ঃ অ + উ = ও হয়।

(ii) টেলিফোনটা বাজছে। (বাজছে কর্তৃবাচ্য / কর্মবাচ্য / কর্মকর্তৃবাচ্য)।

উত্তর : বাজছে = কর্তৃবাচ্য।

(iii) শ, ষ বর্ণ দুটি (স্পর্শবর্ণ / উষ্মবর্ণ / অযোগবাহ বর্ণ)।

উত্তর : শ, ষ বর্ণদুটি উষ্মবর্ণ।

(iv) কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় (শব্দের সঙ্গে / ধাতুর সঙ্গে)।

উত্তর : কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় ধাতুর সঙ্গে।

(v) শাবাশ! এই না হলে চলে? (শাবাশ পদটি বিশেষ্য / বিশেষণ / অব্যয়)।

উত্তর : শাবাশ! পদটি অব্যয়।

১৯৯৫

৫। যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) নীচে দাগ দেওয়া পদের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : (i) ভোরাই সুরে মন ভোলা। (ii) একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত। (iii) সে আমারে গৃহ করে দান। (iv) একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান। (v) পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম।

উত্তর : (i) সুরে = করণে এ বিভক্তি। (ii) মুখের = অপাদানে এর বিভক্তি (অপাদান-সম্বন্ধ)। (iii) আমারে = সম্প্রদানে রে বিভক্তি (কেবল কবিতায়, গদ্য হলে কে বিভক্তি হত)। (iv) একদিন = অ-কারকে (ক্রিয়াবিশেষণে) শূন্যবিভক্তি। (v) পিতামহ = কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর : বিপজ্জনক, অপেক্ষা, স্বেচ্ছা, রক্ষোরথি, মৃন্ময়।

উত্তর : বিপজ্জনক = বিপদ + জনক ; অপেক্ষা = অপ + ঈক্ষা ; স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা ; রক্ষোরথি = রক্ষঃ + রথি ; মৃন্ময় = মৃৎ + ময়। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) চলিত ভাষায় রূপান্তর কর : এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না।

উত্তর : [চলিত ভাষায়] এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করতে হবে। সাহস করে বলতে হবে, যে শিক্ষা বাইরের উপকরণ তা বোঝাই করে আমরা বাঁচব না।

(ঘ) বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত কোন্ শ্রেণীর শব্দ (তৎসম তদ্ভব ইত্যাদি) বল : নিদমহল, বনচাঁড়াল, ছিরি, বিকচ, আশরফি, নাচ, ফাল্গুন, নক্‌শী, বিথার, রায়বাহাদুর।

উত্তর : নিদমহল = সঙ্কর শব্দ (তদ্ভব + আরবী)। বনচাঁড়াল = সঙ্করশব্দ (তৎসম + তদ্ভব)। ছিরি = ভগ্নতৎসম < শ্রী। বিকচ = তৎসম। আশরফি = ফারসী। নাচ = তদ্ভব < নৃত্য। ফাল্গুন = তৎসম। নক্‌শী = সঙ্কর শব্দ (আরবী নক্‌শা + বাংলা প্রত্যয় ঈ)। বিথার = তৎসম বিস্তার শব্দটির স লোপ, সেই সঙ্গে অল্পপ্রাণ ত্ স্থানে মহাপ্রাণ থ্ ; কবিতায় বিথার এই কোমল রূপটির যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। রায়বাহাদুর = সঙ্কর শব্দ (তদ্ভব + ফারসী)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

BANGODARSHAN.COM

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ : লক্ষেশ, মর্মরধ্বনি, যুগান্তর, কদাকার, লাঠালাঠি।

উত্তর : লক্ষেশ = লঙ্কার ঈশ (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ) ; মর্মরধ্বনি = যা মর্মর তাই ধ্বনি (সাধারণ কর্মধারয়) ; যুগান্তর = অন্য যুগ (নিত্য-সমাস) ; কদাকার = কু আকার যার (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি : লোকটিকে বোঝাবে), অথবা, কু যে আকার (সাধারণ কর্মধারয় : আকার কথাটির অর্থপ্রাধান্য বোঝালে)—দুটি ক্ষেত্রেই কু স্থানে কৎ হয়ে পরে আকার কথাটির সঙ্গে সন্ধি হয়েছে। লাঠালাঠি = লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ (প্রতিযোগিতামূলক ব্যতিহার বহুব্রীহি)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর : জগৎ, জিজ্ঞাসা, ভাড়াটিয়া, দ্রষ্টব্য, সহিষ্ণু।

উত্তর : জগৎ = √গম্ + ক্বিপ্ (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় : নিপাতনে) ; জিজ্ঞাসা = √জ্ঞা + সন্ + অ (ইচ্ছার্থে) + স্ত্রীলিঙ্গে আ (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়) ; ভাড়াটিয়া = ভাড়া + টিয়া (বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়) ; দ্রষ্টব্য = √দৃশ্ + তব্য ('উচিত' অর্থে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়) ; সহিষ্ণু = √সহ্ + ইষ্ণু (স্বভাব অর্থে সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গের সাহায্যে ধাতুর অর্থ কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা চারটে উদাহরণের দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : যে-সকল অব্যয় কখনও প্রত্যয়যুক্ত হয় না, যারা ধাতুর পূর্বে বসে বলপূর্বক ধাতুটির অর্থপরিবর্তন ঘটায় তাদের উপসর্গ বলে।

বাকী অংশের জন্য ৮৩ পৃষ্ঠায় (ঙ) প্রশ্নের উত্তর দেখ।

(ঘ) এককথায় প্রকাশ কর : উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার, হরিণের চামড়া, ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি, যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু, নৌ চলাচলের যোগ্য।

উত্তর : প্রত্যুৎপন্নমতি ; অজিন ; জিতেন্দ্রিয় ; উচ্চাবচ, বন্ধুর ; নাব্য।

(ঙ) (i) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর : অরণ্যে রোদন, অমাবস্যার চাঁদ।

উত্তর : সাম্রাজ্যবাদীর কাছে পঞ্চশীলের ব্যাখ্যা করা **অরণ্যে রোদন** (নিষ্ফল আবেদন) ছাড়া কিছু নয়। নাটকের মহলা দিতে সবাই তো আসছে, বাবলুরই কেবল পাত্তা নেই, ও কি **অমাবস্যার চাঁদ** হয়ে গেল (দুর্লভদর্শন)? **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ii) অর্থের পার্থক্য দেখাও : দিনেশ এবং দীনেশ ; উপাদান এবং উপাধান।

উত্তর : দিনেশ = সূর্য ; দীনেশ = দরিদ্রের ভগবান। উপাদান = উপকরণ ; উপাধান = বালিশ। **[প্রতি জোড়া শব্দার্থ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(iii) বাক্যের সাহায্যে উদাহরণ দাও : সমধাতুজ কর্ম।

উত্তর : ছেলেবেলার **বেলেখেলা** খেলছি দিবারাতি।—এখানে **বেলেখেলা** কথাটি সমধাতুজ কর্ম।

(চ) (i) 'কথা' বিশেষ্যপদটিকে তিনটে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে পৃথক তিনটে বাক্যরচনা কর।

উত্তর : (১) বড়োবাবু যখন **কথা** (প্রতিশ্রুতি) দিচ্ছেন, তখন আর চিন্তা কেন? (২) বাপ-মা'র **কথা** (উপদেশ) কখনও অবহেলা করতে নেই। (৩) ওঁদের পারিবারিক

কথায় (আলোচনা) আমাদের না থাকাই ভালো। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ii) 'চন্দ্র' বা 'মেঘ' শব্দের দুটো করে প্রতিশব্দ লেখ।

উত্তর : চন্দ্র = ইন্দু, শশী, শশাঙ্ক। মেঘ = নীরদ, ঘন, জীমূত।

(iii) বিপরীত শব্দ লেখ : আরোহণ, যুদ্ধ।

উত্তর : আরোহণ—অবরোহণ ; যুদ্ধ—সন্ধি, শান্তি।

(ছ) বন্ধনীতে দেওয়া নির্দেশ-অনুসারে পরিবর্তন কর : (i) মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে / (প্রশ্নসূচক বাক্যে) (ii) যাহারা পর ছিল তাহারা আপন হইয়াছে / (সরল বাক্যে) (iii) আপনি এখন কোথায় থাকেন / (ভাববাচ্যে) (iv) কথাটা একটুও মিথ্যে নয় / (অস্ত্যর্থক বাক্যে) (v) আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে / (উক্তি পরিবর্তন কর)

উত্তর : (i) মানুষ কেবল কি অদৃষ্টেরই দাস? (প্রশ্নসূচক বাক্য) (ii) পর আপন হইয়াছে। (সরল বাক্য) (iii) আপনার এখন থাকা হয় কোথায়? (ভাববাচ্য) (iv) কথাটা পুরোপুরি সত্যি। (অস্ত্যর্থক বাক্য) (v) তার সন্তান যেন দুধে ভাতে থাকে বক্তা এমন প্রার্থনাই জানাল। (পরোক্ষ উক্তি) **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(জ) (i) নিম্নরেখ পদগুলো কোন্ জাতীয় ক্রিয়া তা বন্ধনী থেকে বেছে উত্তরপত্রে লেখ : (অ) গাছটি **লতাইতেছে** (ধ্বন্যাত্মক / যৌগিক / নামধাতুজ) (আ) তুমি না **বট** আপনি (যৌগিক / পঙ্গু / সংযোগমূলক)

উত্তর : (অ) লতাইতেছে = নামধাতুজ ক্রিয়া।

(আ) বট = পঙ্গু ক্রিয়া।

(ii) শব্দদ্বৈত / ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাহায্যে শূন্যস্থান পূর্ণ কর : (অ) .....নরম বিছানা ; (আ) ..... করে বৃষ্টি নামল।

উত্তর : (অ) তুলতুলে। (আ) ঝমঝম।

(iii) উপযুক্ত স্থানে ছেদচিহ্ন বসাও : বলিলেন তুই মরিতে এত ভীত কেন

উত্তর : বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

(ঝ) উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লেখ (দুটি) : নিত্যবৃত্ত অতীত, অভিশ্রুতি, অব্যয়, শ্বাসাঘাত।

উত্তর-সংকেত : অভিশ্রুতি—১১ পৃষ্ঠায় দেখ।

নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীতে কাজটি প্রায়ই হত (অভ্যস্ত অর্থে) কিংবা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বোঝালে ক্রিয়ার নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলা হয়। যেমন, (i) অভ্যস্ত অর্থে—আপনারা তখন প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। (ii) সম্ভাবনা অর্থে—যদি মন দিয়ে পড়তাম, আরও ভালো ফল করতাম।

অব্যয় : সকল লিঙ্গ বচন পুরুষ ও বিভক্তিতে যে পদ একই রূপে থাকে, কোনো অবস্থাতেও যার কোনো পরিবর্তন ঘটে না, সেই পদকে অব্যয় বলে। যেমন,—কিন্তু, এবং, সঙ্গে, ঝনঝন, সদা, মতো ইত্যাদি। ছেলেটি বুদ্ধিমান্ কিন্তু পরিশ্রমী নয়। আছে কি কেউ মায়ের মতন এমন আপনজন।

শ্বাসাঘাত : পদমধ্যস্থ কোনো একটি নির্দিষ্ট অক্ষরে শ্বাসবায়ু বিশেষ জোরে নির্গত হওয়ার ফলে সেই নির্দিষ্ট অক্ষরটি উচ্চারণে যে প্রাধান্যলাভ করে, উচ্চারণগত সেই অক্ষরপ্রাধান্যকে

BANGODARSHAN.COM

শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক বলা হয় (Stress Accent)। সুখ নয়, একটু 'শান্তিতে থাকতে চাই। স্বামীজী বলেছেন, "আমি একশটা 'যুবক চাই।" সমস্যা কি 'একটা রে ভাই?

১৯৯৪

৫। যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় পরিবর্তন কর : এমন সময়ে অপরা তাপসী কুটির হইতে মৃন্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন এবং কহিলেন, বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমায় শকুন্তের লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি।

উত্তর : [চলিত ভাষায়] এমন সময়ে অপরা তাপসী কুটির থেকে মৃন্ময় ময়ূর আনয়ন করলেন এবং কইলেন, বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করে বালক কইল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কইলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আসেন নি। আমি তোমায় শকুন্তের লাবণ্য দেখতে কয়েছি।

(খ) প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর : কয়েদী, ভোরাই, পিপাসা, ইন্দ্রজিৎ, মৌনদৃশ্য।

উত্তর : কয়েদী = কয়েদ + ঈ (বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়) ; ভোরাই = ভোর + আই (বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয়) ; পিপাসা = √পা + সন্ + অ (ইচ্ছার্থে) + স্ত্রীলিঙ্গে আ (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়) ; ইন্দ্রজিৎ = ইন্দ্র-√জি + ক্বিপ্ (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়) ; মৌন = মুনি + ষ্ণ (সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়) ; দৃশ্য = √দৃশ্ + ক্যপ্ (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) 'সন্ধিবিচ্ছেদ কর : ধনঞ্জয়, তস্কর, তপোবন, বনস্পতি, ব্যবহার।

উত্তর : ধনঞ্জয় = ধনম্ + জয় ; তস্কর = তদ্ + কর (নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি) ; তপোবন = তপঃ + বন ; বনস্পতি = বন + পতি (নিপাতনসিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি) ; ব্যবহার = বি + অবহার [এটি মূলত প্রত্যয়ের প্রশ্ন, সন্ধির প্রশ্নই নয় ; প্রত্যয় বিচ্ছিন্ন করলে দাঁড়াবে : বি-অব-√হৃ + ঘঞ্।] **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : (i) মানিকলালের পায়ে ঠেকিল। (ii) হানো যদি কঠিন কুঠারে। (iii) আজ্ঞা কর দাসে শাস্তি নরাধমে। (iv) লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে। (v) আমি রাজধর্মে পতিত হইব।

উত্তর : (i) পায়ে = অধিকরণকারকে এ বিভক্তি (পা + এ : এ বিভক্তিটি এখানে য়ে হয়ে গেছে)। (ii) কুঠারে = করণকারকে এ বিভক্তি। (iii) নরাধমে = কর্মকারকে এ বিভক্তি। (iv) জানকী = কর্মকারকে শূন্যবিভক্তি। (v) রাজধর্মে = অপাদানে এ বিভক্তি। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ (দুটি) : সমীভবন, কর্মকর্তৃবাচ্য, উপসর্গ, বাক্যালংকার অব্যয়, সন্দিগ্ধ অতীত।

উত্তর : সমীভবন—১৮ পৃষ্ঠায়, উপসর্গ ও বাক্যালংকার অব্যয়—১২ পৃষ্ঠায় দেখ।

কর্মকর্তৃবাচ্য : যে বাক্যবিন্যাসে কর্তৃপদের উল্লেখ থাকে না, কর্মটিই কর্তৃপদ অধিকার করে বলে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। পায়ের শিকল কাটল না। এই বাক্যটিতে

যে ব্যক্তিটি শিকল কাটে সে কর্তৃপদ, আর শিকল কর্মপদ ; এবং কাটল সকর্মিকা ক্রিয়া। কিন্তু বাক্যটিতে কর্তৃপদের উল্লেখই নেই। শিকল পদটি নিজেই যেন কর্তৃপদ দখল করে নিয়েছে। শিকল পদটি মূলত ছিল কর্ম ; কর্তৃপদ দখল করে নিয়ে হয়েছে কর্মকর্তৃপদ। বাচ্যটির নাম তাই কর্মকর্তৃবাচ্য। সকর্মিকা ক্রিয়া কাটল (√কাট্ + ল) সঙ্গে-সঙ্গে অকর্মিকারূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। কর্মকর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার রূপটি কেবল কর্তৃবাচ্যের এবং সর্বদাই প্রথমপুরুষের।

সন্দিগ্ধ অতীত : অতীতে কোনো কাজ হয়তো হয়েছিল বা বর্তমানে হয়তো হয়েছে —এরূপ সন্দেহ বোঝালে ক্রিয়ার পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। এটি রূপে ভবিষ্যতের ক্রিয়া হলেও অর্থে অতীতমুখী ; আবার তাতে সন্দেহের ভাবটিও বিদ্যমান থাকে। এইজন্য এই কালটিকে সন্দিগ্ধ অতীতও বলা হয়। যেমন, কথাটা হয়তো আমিই তোমাদের বলে থাকব। 'বলে থাকা' কাজটি অতীতে হয়ে গেছে, 'হয়তো' কথাটিতে সন্দেহের ছোঁয়াচ রয়েছে। ক্রিয়ার রূপটি পুরাঘটিত ভবিষ্যতের। সুতরাং **'বলে থাকব' ক্রিয়াটি সন্দিগ্ধ অতীত।**

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ : শকুন্তলাবণ্য, বেতার, গরমিল, মহারাজ, হাতাহাতি।

উত্তর : শকুন্তলাবণ্য = শকুন্তের লাবণ্য (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ) ; বেতার = বে (নেই) তার যাতে (নঞর্থক বহুব্রীহি) ; গরমিল = মিলের অভাব (অব্যয়ীভাব) ; মহারাজ = মহান্ যে রাজা (বিশেষণ-বিশেষ্যের সাধারণ কর্মধারয়) ; হাতাহাতি = হাতে হাতে যে যুদ্ধ (প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যতিহার বহুব্রীহি)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) পদান্তর কর : ফরিয়াদ, ইচ্ছা, আদেশ, কাগজ, ক্ষোভ।

উত্তর : ফরিয়াদ (বি)—ফরিয়াদী (বিণ) ; ইচ্ছা (বি)—ঐচ্ছিক (বিণ) ; আদেশ (বি)—আদিষ্ট (বিণ) ; কাগজ (বি)—কাগুজে (বিণ) ; ক্ষোভ (বি)—ক্ষুব্ধ (বিণ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর : চাঁদের হাট, ভিজে বেড়াল, ডুমুরের ফুল, আক্কেল সেলামি, পাকা ধানে মই।

উত্তর : ডাক্তার ব্যানার্জীর একমাত্র পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে শহরের বহু চিকিৎসক অধ্যাপক সংগীতশিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল, একেই বলে চাঁদের হাট (বহু গুণিজনের একত্র সমাবেশ)। নীরেনবাবুর সঙ্গে মেলামেশা একটু কম করবেন, আসলে উনি একটা ভিজে বেড়াল (আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ অথচ ভিতরে ভিতরে ভয়ানক শয়তান), বিশ্বাস করেছেন কি মরেছেন। নাটকের রিহার্শাল দিতে সবাই তো আসছে, কেবল বাবলুরই যা পাত্তা নেই ; ও কি ডুমুরের ফুল (দুর্লভদর্শন) হয়ে উঠল? ভাগে কারবার করতে গিয়ে আপনাকে তাহলে হাজারকয়েক টাকা আক্কেল-সেলামি (অনভিজ্ঞতার দণ্ড) দিতে হয়েছে বলুন। আমি কি আপনার পাকা ধানে মই দিয়েছি (সাফল্যের মুখে কারো সমূহ সর্বনাশ সাধন করা), যে এমনি করে আমার পিছনে লাগছেন? **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) এককথায় প্রকাশ কর : ইহার সদৃশ, বিড়ালের ডাক, শুনিবার ইচ্ছা, দিনের পূর্বভাগ, আয় অনুসারে ব্যয় করে যে।

উত্তর : ইহার সদৃশ—ঈদৃশ। বিড়ালের ডাক—যীবন। শুনিবার ইচ্ছা—শুশ্রূষা। দিনের পূর্বভাগ—পূর্বাহ্ণ। আয় অনুসারে ব্যয় করে যে—মিতব্যয়ী। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

BANGODARSHAN.COM

(চ) অর্থপার্থক্য নির্দেশ কর : অর্ঘ অর্ঘ্য, স্বাক্ষর সাক্ষর, আপন আপণ, দিন দীন, দীপ দ্বীপ।

উত্তর : অর্ঘ—মূল্য, **অর্ঘ্য**—পূজার উপকরণ ; **স্বাক্ষর**—দস্তখত, সাক্ষর—অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ; **আপন**—নিজের, **আপণ**—দোকান, হাট ; **দিন**—দিবস, **দীন**—দরিদ্র ; **দীপ**—প্রদীপ, **দ্বীপ**—চারদিকে জলবেষ্টিত স্থলভূমি। **[প্রতিজোড়া উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) উদাহরণসহ বিভক্তি ও প্রত্যয়ের পার্থক্য দেখাও :

উত্তর : প্রত্যয় শব্দে প্রয়োগ হয়, ধাতুতেও প্রয়োগ হয়। বিভক্তিও শব্দে প্রয়োগ হয়, ধাতুতেও প্রয়োগ হয়। প্রত্যয়ের স্বতন্ত্র প্রয়োগ যেমন বাক্যে হয় না, বিভক্তিরও স্বতন্ত্র প্রয়োগ তেমনি বাক্যে হয় না। এই দুটি দিক্ দিয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে বিভক্তির মিল দেখে কোনো কোনো বৈয়াকরণ প্রত্যয় ও বিভক্তিকে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এ দুটির মধ্যে বেশ মোটা পার্থক্য ধরা পড়ে।—

(i) ধাতুতে প্রত্যয় (কৃৎ) যুক্ত হলে নতুন শব্দ তৈরী হয় ; ধাতুতে ধাত্ববয়ব প্রত্যয় যোগ হলে নতুন ধাতু তৈরী হয় ; আবার শব্দে প্রত্যয় (তদ্ধিত) যোগ হলে নতুন শব্দ তৈরী হয়। কিন্তু, এই যে নতুন শব্দ বা ধাতু, এগুলি কদাপি বাক্যে স্থান পায় না ; কেননা, এগুলি তো এখনও পদের মর্যাদা পায় নি। অথচ ধাতুতে ধাতুবিভক্তি যুক্ত হলে ক্রিয়াপদের সৃষ্টি হয় এবং শব্দে শব্দবিভক্তি যুক্ত হলে নামপদের সৃষ্টি হয়। এই ক্রিয়াপদ এবং নামপদ (বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয়) জন্মসূত্রেই বাক্যে স্থানলাভের যোগ্যতা পায়।

(ii) **নতুন নতুন শব্দ পেতে হলে ধাতুতে বা শব্দে প্রথমেই প্রত্যয় (কৃৎ এবং তদ্ধিত, কদাপি ধাত্ববয়ব প্রত্যয় নয়) যোগ করতে হবে। আর পদ পেতে হলে যেকোনো শব্দে শব্দবিভক্তি অথবা যেকোনো ধাতুতে ধাতুবিভক্তি যোগ করতে হবে। কোনো পদে কদাপি কোনো প্রত্যয় যোগ করা চলে না।** এখন কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।—

√গম্ + ক্তি (কৃৎ-প্রত্যয়) = গতি (নতুন শব্দ)।

দোকান (শব্দ) + দার (তদ্ধিত-প্রত্যয়) = দোকানদার (নতুন শব্দ)।

√খা + আ (ধাত্ববয়ব প্রত্যয়) = √খাওয়া (নতুন ধাতু : অন্যকে খাওয়ানো অর্থে)।

রাঙা (বিশেষণ শব্দ) + আ (ধাত্ববয়ব প্রত্যয়) = √রাঙা (নতুন ধাতু : অর্থ = অন্যকে রঞ্জিত করা)।

এই যে প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ বা নতুন ধাতু পাওয়া গেল, এগুলি সরাসরি বাক্যে ঠাঁই পাবে না। শব্দগুলিতে শব্দবিভক্তি (অন্তত শূন্যবিভক্তি) যোগ করে এবং ধাতুগুলিতে ধাতুবিভক্তি যোগ করে পদে পরিণত করলে তবেই পদগুলি বাক্যে ঠাঁই পাবে।

আবার, শাস্ত্র (বিশেষ্য শব্দ) + কে (শব্দবিভক্তি) = শাস্ত্রকে (বিশেষ্যপদ)।

√ডাক্ (ধাতু) + অ (ধাতুবিভক্তি) = ডাক (ক্রিয়াপদ)।

কে (সর্বনাম শব্দ) + কে (শব্দবিভক্তি) = কাহাকে বা কাকে (সর্বনামপদ)।

√খুঁজ্ (ধাতু) + ছেন (ধাতুবিভক্তি) = খুঁজছেন (ক্রিয়াপদ)।

এখানে শাস্ত্রকে, ডাক, কাকে, খুঁজছেন—জন্মসূত্রে এগুলি পদ ; তাই বাক্যে এরা সহজেই ঠাঁই পাবে। এগুলিতে আর প্রত্যয় যোগ করা চলেই না।

(জ) নির্দেশানুযায়ী পরিবর্তন কর : (i) সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও। (ভাববাচ্যে)

(ii) আমি কি কেবল একটা টাকার থলি! (নির্দেশক বাক্যে) (iii) পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা ভালোভাবেই পাশ করেছে। (জটিল বাক্যে) (iv) নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। (না-বাচক বাক্যে) (v) মরা লোকে তো আর কথা কয় না। (জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যে)

উত্তর : (i) সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। (উত্তরটি আদৌ ভাববাচ্য নয়, **কর্মবাচ্য**। 'ছাড়িয়া দাও' কর্তৃবাচ্যের এই ক্রিয়াটি **সকর্মিকা**, 'সিংহশিশুকে' তার **কর্ম**। কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার কর্ম থাকলে কর্মবাচ্যে রূপান্তর করাই একমাত্র রীতি। কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটি অকর্মিকা হলে, কেবল তখনই ভাববাচ্যে রূপান্তরিত করতে হয়, কেননা কর্মবাচ্যের দরজা তখন বন্ধ।) (ii) আমি তো কেবল একটা টাকার থলি নই। (নির্দেশক বাক্য) (iii) যেসব ছেলেমেয়ে পড়তে অভ্যস্ত তারা ভালোভাবেই পাস করেছে। (জটিল বাক্য) (iv) নিমাইবাবু কোনো কথা কহিলেন না। (না-বাচক বাক্য) (v) মরা লোকে কি আর কথা কয়? (জিজ্ঞাসাসূচক বাক্য)।

১৯৯৩

৫। যেকোনো **দুটির** উত্তর দাও :

(ক) সাধু ভাষায় পরিবর্তন কর : এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার পাশে প্রয়োজনীয় কর্ম করতে এসেছিল। তাকে শিকলি পরিয়ে নিয়ে চলল আর সকলের সঙ্গে জলালাবাদের দিকে।

উত্তর : [সাধুরীতিতে] এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার পাশে প্রয়োজনীয় কর্ম **করিতে আসিয়াছিল। তাহাকে ধরিয়া শিকলি পরাইয়া** আর সকলের সঙ্গে **জলালাবাদের দিকে লইয়া চলিল।** [সাধুরীতির খাতিরে 'লইয়া চলিল' এই যৌগিক সমাপিকা ক্রিয়াটিকে বাক্যের একেবারে শেষেই আনতে হয়েছে।]

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর : কিন্তু, আশ্চর্য, জগদীশ, নয়ন, নীরব।

উত্তর : কিন্তু = কিম্ + তু ; আশ্চর্য = আ + চর্য (নিপাতনসিদ্ধ **ব্যঞ্জনসন্ধি**) ; জগদীশ = জগৎ + ঈশ ; নয়ন = নে + অন ; নীরব = নিঃ + রব। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) সার্থক বাক্যরচনা কর : শরশয্যা, অগ্রদূত, মিনতি, রুখাসুখা, পদদলিত।

উত্তর : (i) বাড়ির কর্তাব্যক্তির সামান্য একটু ভুলেই সোনার সংসার কারো কারো কাছে **শরশয্যা** (প্রাণান্তকর) হয়ে উঠতে পারে। (ii) ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অসমসাহসিক **অগ্রদূত** (পথিকৃৎ) ছিলেন শহিদ ক্ষুদিরাম বসু। (iii) ও রকম কাকুতিমিনতিতে (বিশেষ অনুরোধ) মৃন্ময় মজুমদার বিগলিত হয় না। (iv) **রুখাসুখা** (উষর) রাজপুতনার বুকেই হাজার হাজার বীরত্বের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। (v) জীবনে চলার পথে যে-সমস্ত কণ্টক দেখা দেয়, সেগুলোকে এড়িয়ে না চলে **পদদলিত** (পিষ্ট) করে চলাই তো জীবনরসিকের ধর্ম। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) নিম্নরেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : (১) কেমন **শকুন্তলাবণ্য** দেখ। (২) সে তো **অন্নদামঙ্গলে** আছে। (৩) এই **বর্ণায়** বিদ্ধ করিব। (৪) **অজ্ঞতা** বিচ্ছিন্নতা আনে। (৫) এসব বোধ করি এর **তাসপাশা** খেলার সামিল।

উত্তর : (১) শকুন্তলাবণ্য = কর্মকারকে শূন্যবিভক্তি। (২) অন্নদামঙ্গলে = স্থানাধিকরণে

এ বিভক্তি। (৩) বর্ণায় = যন্ত্রাত্মক করণে এ বিভক্তি (অ-কারের পরস্থ এ বিভক্তিটি য় হয়ে গেছে)। (৪) অজ্ঞতা = কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি। (৫) তাসপাশা = করণকারকে **শূন্যবিভক্তি** (দিয়া অনুসর্গটি উহ্য রয়েছে, তাই শূন্যবিভক্তি)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) পদান্তর কর : আঘাত, মরসুম, সূর্য, অনাদর, মাটি।

উত্তর : আঘাত (বি)—আহত (বিণ) ; মরসুম (বি)—মরসুমী (বিণ) ; সূর্য (বি)—সৌর (বিণ) ; অনাদর (বি)—অনাদরণীয় (বিণ) ; মাটি (বি)—মেটে (বিণ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখ (**দুইটি**) : স্বরভক্তি, অনুসর্গ, যোগরূঢ় শব্দ, নিত্যবৃত্ত অতীত।

উত্তর-সংকেত : স্বরভক্তি ১১ পৃষ্ঠায়, যোগরূঢ় শব্দ ২৪ পৃষ্ঠায়, অনুসর্গ ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় এবং নিত্যবৃত্ত অতীত ৯১ পৃষ্ঠায় দেখ।

(গ) এককথায় প্রকাশ কর : কাগজের তৈরি, নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন যিনি, সেবা করিবার ইচ্ছা, পথ চলার খরচ, ময়ূরের ডাক।

উত্তর : কাগজের তৈরি = **কাগুজে**। নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন যিনি = **পণ্ডিতম্মন্য**। সেবা করিবার ইচ্ছা = **সিষেবিষা**। পথ চলার খরচ = **পাথেয়**। ময়ূরের ডাক = **কেকা**। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর : মানব, বাবুয়ানা, জগৎ, বর্তমান, পিলেচমকানিয়া।

উত্তর : মানব = মনু + ষ্ণ (অ : অপত্যার্থে সং তদ্ধিত)। বাবুয়ানা = বাবু + আনা (আচরণ অর্থে বিদেশী তদ্ধিত)। জগৎ = √গম্ + ক্বিপ্ (সং কৃৎ : নিপাতনে)। বর্তমান = √বৃৎ + শানচ্ (সং কৃৎ)। পিলেচমকানিয়া = পিলেচমকান + ইয়া (বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয় : স্বভাব বা বৃত্তিজীবী অর্থে)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের সাহায্যে বাক্যরচনা কর : আকাশকুসুম, কলুর বলদ, শাঁখের করাত, দক্ষযজ্ঞ, গোবরগণেশ।

উত্তর : স্কুলমাস্টারি করে খাস কলকাতার বুকে একখানা চলনসই বাড়ি তৈরির চিন্তা **আকাশকুসুম** বইকি (অবাস্তব সুখকল্পনা)। ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করেই চলেছি, অথচ দুবেলা দুমুঠোও জোটে না—**কলুর বলদ** ছাড়া আমরা আর কী বলুন (পরাধীন চাকুরে)? শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি ছিল শ্রীমতীর কাছে **শাঁখের করাত**, সে বাঁশি শুনলে তাঁর মন উচাটন হয়ে উঠত, আবার না শুনলেও ঘরে মন টিকত না (যে জিনিস থাকাও বেদনাদায়ক, না থাকাও বেদনাদায়ক, অথচ যার হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই)। বিয়েবাড়িতে যেইমাত্র বরযাত্রীরা খেতে বসেছেন, অমনি দমকা ঝড়ে প্যাণ্ডেল গেল উড়ে, বৃষ্টি আর লোডশেডিয়ে সে কী **দক্ষযজ্ঞ** কাণ্ড (চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা)! বিদ্যুতের মতো এমন **গোবরগণেশ** (একেবারে অপদার্থ) আর একটাও পাবেন না, হাজার বোঝালেও বুঝবে না—ঘটে যদি একটুও বুদ্ধিটুদ্ধি থাকে! **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) উদাহরণসহ সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য দেখাও।

BANGODARSHAN.COM

উত্তর : (১) সন্ধিতে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলন, সমাসে পদের সঙ্গে পদের মিলন। যেমন, বিদ্যা + উৎসাহী = বিদ্যোৎসাহী [আ-কারের সঙ্গে উ-কারের মিলনে ও-কারের সৃষ্টি।] (২) সন্ধিতে প্রতিটি পদেরই অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে, যেমন ভীষ্ম + অর্জুন = ভীষ্মার্জুন —ভীষ্মকেও বোঝাচ্ছে, অর্জুনকেও বোঝাচ্ছে ; অথচ সমাসের ক্ষেত্রে কেবল দ্বন্দ্বে প্রতিটি পদের অর্থপ্রাধান্য থাকে : ধনী ও দরিদ্র = ধনিদরিদ্র—ধনীকেও বোঝাচ্ছে, দরিদ্রকেও বোঝাচ্ছে ; তৎপুরুষ ও কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থপ্রাধান্য, অব্যয়ীভাবে পূর্বপদের অর্থপ্রাধান্য, আর বহুব্রীহিতে অনুল্লিখিত অথচ ইঙ্গিতিত তৃতীয় একটি পদের অর্থপ্রাধান্য। যেমন, ক্রীড়ার দক্ষ = ক্রীড়াদক্ষ (অধিকরণ-তৎপুরুষ) : পরপদ 'দক্ষ' কথাটির অর্থপ্রাধান্য ; লাল যে গোলাপ = লালগোলাপ (সাধারণ কর্মধারয়) : পরপদ 'গোলাপ' কথাটির অর্থপ্রাধান্য ; সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল (অব্যয়ীভাব) : সমাসবদ্ধ পদে 'আ' অব্যয় পদটিরই অর্থপ্রাধান্য ; পাস করা যায় যার দ্বারা = পাসকরা (বৃদ্ধি) : এই বহুব্রীহি সমাসে তৃতীয় পদ 'বৃদ্ধি'-র অর্থপ্রাধান্য। (৩) সমাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বপদের বিভক্তিচিহ্নের (অথবা অনুসর্গের) লোপ হয়, সন্ধিতে পূর্বপদের বিভক্তিলোপের প্রশ্নই ওঠে না। যেমন, বৃক্ষের ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া [পূর্বপদ বৃক্ষের 'এর' বিভক্তিটি লোপের পরই সন্ধির আওতায় পড়লে তবেই সন্ধি হবে ; নিছক সন্ধির ক্ষেত্রে বিভক্তিলোপের প্রশ্ন আসবেই না] (৪) সন্ধিতে পদগুলির ক্রম অক্ষুণ্ণ থাকে, সমাসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পদদ্বয় পারস্পরিক স্থানপরিবর্তন করে। অহঃ + রাত্রি = অহোরাত্র (সন্ধিতে আগের পদটি আগেই বসেছে, পরের পদটি পরে) ; কিন্তু সমাসে সন্দেশ আমের মতো = আমসন্দেশ (উপমিত কর্মধারয়) ; এখানে ব্যাসবাক্যের 'সন্দেশ' ও 'আম' সমস্ত-পদে পরস্পর স্থানপরিবর্তন করেছে। (৫) কোনো কোনো সমাসে বিশেষ একটি শব্দের স্থানে অন্য শব্দ আসে। অন্য মনু = মন্বন্তর (নিত্য-সমাস)—এখানে 'অন্য' কথাটির স্থানে অন্তর কথাটি এসেছে, নবাগত কথাটি স্থানপরিবর্তন করে শেষে বসে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে।

(ছ) নির্দেশানুযায়ী পরিবর্তন কর : (১) কুবের কিছুই বলে না (অন্বর্থক বাক্যে)। (২) সবকটা কয়েদীই ছিল একই ডাকাতদলের (জটিল বাক্যে)। (৩) সদা সত্য কথা বলা উচিত (অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে)। (৪) নীল রঙের আকাশটা অনেক দূর (বিস্ময়সূচক বাক্যে)। (৫) মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই (কর্তৃবাচ্যে)।

উত্তর : (১) কুবের নির্বাক্‌ই থাকে (অন্বর্থক বাক্য)। (২) যেকটা কয়েদী ছিল, সবকটাই ছিল একই ডাকাতদলের (জটিল বাক্য)। (৩) সদা সত্য কথা বলবে (অনুজ্ঞাবাচক বাক্য)। (৪) নীল রঙের আকাশটা কতই না দূর! (বিস্ময়সূচক বাক্য) (৫) মহাশয় আসিয়া ভালো করেন নাই (কর্তৃবাচ্য)। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(জ) অর্থপার্থক্য নির্দেশ কর : আপন / আপণ, কুজন / কূজন, পরিচ্ছদ / পরিচ্ছেদ, প্রকার / প্রাকার, পাণি / পানি।

উত্তর : আপন = নিজের ; আপণ = হাট, দোকান। কুজন = খারাপ লোক ; কূজন = পাখির গান। পরিচ্ছদ = পোশাক ; পরিচ্ছেদ = গ্রন্থের অধ্যায়। প্রকার = রকম ; প্রাকার = প্রাচীর। পাণি = হাত ; পানি = জল।

BANGODARSHAN.COM

১৯৯১

৫। যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সার্থক বাক্যরচনা কর : পদব্রজ, দয়াপরতন্ত্র, হিমসিম খাওয়া, সন্নিবেশ, জনপদ।

উত্তর : এই দীর্ঘ পথ আবালবৃদ্ধবনিতা **পদব্রজেই** শেষ করলাম (পায়ে হেঁটে)। রাজাবাদশাগণ **দয়াপরতন্ত্র** হয়ে মাঝে মাঝে কর মকুবও করতেন (অনুগ্রহপূর্বক)। শ্রেণীকক্ষে বসে, দুটো অঙ্ক নিয়েই **হিমশিম খাচ্ছ** (নাজেহাল হওয়া), পরীক্ষাকক্ষে তাল সামলাবে কী করে? রথারোহণে ধনঞ্জয় পাণ্ডব-কৌরব উভয় পক্ষেরই **সেনাসন্নিবেশ** দর্শন করতে লাগলেন (বিন্যাস)। অরণ্যাঞ্চল থেকে এতক্ষণে আমরা **জনপদে** পদার্পণ করলাম (লোকালয়)। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(খ) চলিত ভাষায় পরিবর্তন কর (প্রত্যেকটি পরিবর্তিত শব্দে $^1/_2$ নম্বর) :

কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চারিজনে যাইতেছে।

উত্তর : [চলিত রীতিতে] কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করতে করতে দেখলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থেকে চারজনে যাচ্ছে।

(গ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর : দুর্বোধ্য, উদ্গমন, ক্ষুদ্রাদপি, কিংবা, অন্ত্যেষ্টি।

উত্তর : দুর্বোধ্য = দুঃ + বোধ্য ; উদ্গমন = উদ্ + গমন ; ক্ষুদ্রাদপি = ক্ষুদ্রাৎ + অপি ; কিংবা = কিম্ + বা ; অন্ত্যেষ্টি = অন্ত্য + ইষ্টি।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ : বিবাহসভা, রাজশত্রু, বাঁশবাগান, অশ্বারোহী, স্থানান্তরে।

উত্তর : বিবাহসভা = বিবাহ-অনুষ্ঠানের সভা (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) ; রাজশত্রু = শত্রুর রাজা (শ্রেষ্ঠ অর্থে) অথবা, রাজার শত্রু (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ) ; বাঁশবাগান = বাঁশের বাগান (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ), অশ্বারোহী = অশ্বে আরোহী (অধিকরণ-তৎপুরুষ) ; স্থানান্তরে = অন্যস্থানে (নিত্য-সমাস) [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও : বিপ্রকর্ষ, নামধাতু, অল্পপ্রাণ বর্ণ, কৃদন্ত পদ, সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস।

উত্তর-সংকেত : বিপ্রকর্ষ—১১ পৃষ্ঠায়, **অল্পপ্রাণ বর্ণ**—১২ পৃষ্ঠায়, **নামধাতু**—২৩ পৃষ্ঠায় দেখ।

কৃদন্ত পদ—ধাতুর সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয়যোগে যে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়, তার নাম কৃদন্ত শব্দ। সেই শব্দ বিভক্তিযুক্ত হয়ে বাক্যে প্রযুক্ত হলে তার নাম হয় **কৃদন্ত পদ**। যেমন, √গম্ + ক্তি (তি) = গতি (বিশেষ্য) ; √ফুট্ + অন্ত = ফুটন্ত (বিশেষণ)। বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের **গতি** বৃদ্ধি পেয়েছে। **ফুটন্ত** ফুল ঝরে গেলে কষ্ট হয় বইকি। এখানে গতি ও ফুটন্ত হচ্ছে **কৃদন্ত পদ**।

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি—যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষণ, আর পরপদ বিশেষ্য, এবং দুটি পদে একই শূন্যবিভক্তি (অ) হয়, সেই সমাসকে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** বলে। যেমন, দৃঢ়া মতি যার = দৃঢ়মতি। এখানে 'দৃঢ়া' বিশেষণপদে এবং 'মতি' বিশেষ্যপদে একই শূন্যবিভক্তি হয়েছে। সমাসের নামটি তাই **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি**।

(খ) অনুসর্গ ও উপসর্গ কাকে বলে? দুটি অনুসর্গ ও দুটি দেশী উপসর্গের দৃষ্টান্ত দাও।

উত্তর : অনুসর্গ—যে-সকল অব্যয় ও অসমাপিকা ক্রিয়া বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে পৃথগ্‌ভাবে বসে শব্দবিভক্তির কাজ করে, তাদের অনুসর্গ বলে।

উপসর্গ—যে-সকল অব্যয় প্রত্যয়যুক্ত হয় না, যারা ধাতুর পূর্বে বসে ধাতুর অর্থপরিবর্তন ঘটায়, তাদের উপসর্গ বলে। নতুন নতুন শব্দসৃষ্টির জন্য উপসর্গের একান্ত প্রয়োজন।

রঞ্জন বই আমার একদণ্ড চলে না। কথাটা বাবার কাছে শিখেছি। এখানে 'বই' এবং 'কাছে'—দুটি অব্যয়জাত অনুসর্গ। একঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। 'ধরে' (< ধরিয়া) অসমাপিকা ক্রিয়ার এই চলিত রূপটি এখানে অনুসর্গ হয়েছে।

দেশী উপসর্গ—কু, সু, বি, হা ইত্যাদি।

কু—কুদিন, কুকথা। সু—সুডৌল, সুনজর। বি—বিকল, বিজোড়। হা—হাভাতে, হাহুতাশ।

(গ) অর্থপার্থক্য নির্দেশ কর : দেশ, দ্বেষ ; কুল, কূল ; পরিচ্ছদ, পরিচ্ছেদ ; পানি, পাণি ; সকল, শকল।

উত্তর : দেশ—রাজ্য ; দ্বেষ—হিংসা। কুল—বংশ বা ফলবিশেষ ; কূল—নদীতীর। পরিচ্ছদ—পোশাক ; পরিচ্ছেদ—গ্রন্থের বিষয়বিভাগ। পানি—জল ; পাণি—হস্ত। সকল—সমস্ত ; শকল—খণ্ড, বা মাছের আঁশ। **[প্রতিটি যুগ্মশব্দার্থ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) এককথায় প্রকাশ কর : সদ্যপ্রস্তুত ঘৃত, যে মরছে, ঢাকায় উৎপন্ন, যার হায়া নেই, দু-বার ফসল হয় এমন।

উত্তর : হৈয়ঙ্গবীন। মুমূর্ষু। ঢাকাই। বেহায়া। দোফসলী বা দোজমি।

(ঙ) নিচের বিশিষ্টার্থক শব্দ দিয়ে সার্থক বাক্যগঠন কর : কেঁচে গণ্ডুষ, গোবর গণেশ, কেষ্টবিষ্টু, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল, হযবরল।

উত্তর : ব্যাঙ্কে করণিকের কলম পিষে পিষে লেখাপড়া সবই ভুলে গেছি, নিজের ছেলেকে পড়াতে গিয়ে তাই এখন সবকিছু কেঁচে গণ্ডুষ করতে হচ্ছে (নতুন করে শেখা)। বিদ্যুতের মতো গোবরগণেশ (অপদার্থ) আর একটাও পাবেন না, হাজার বোঝালেও বুঝবে না—ঘটে যদি একটুও বুদ্ধিটুদ্ধি থাকে! আমি কী আর এমন কেষ্টবিষ্টু (গণ্যমান্য পুরুষ—ব্যঙ্গে) যে আমার সন্তুষ্টির জন্যে সকলকেই এমন ব্যতিব্যস্ত হতে হবে! আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, লীগের শেষ খেলার চূড়ান্ত বাঁশিটা আগে বাজুক, তারপর ভূরিভোজ, আগেভাগে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল করলে কাঁঠালটাই যদি শিয়ালে মেরে দেয় (কার্যারম্ভের সঙ্গে-সঙ্গে ফলভোগে উদ্‌গ্রীব হওয়া)! এইসব হযবরল (বিশৃঙ্খল বা গোঁজামিল) দিয়ে খাতা ভরতি করলেই কি নম্বর পাওয়া যায়? **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) সাদা বা চোখ শব্দ ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্যরচনা কর।

উত্তর-সংকেত : চোখ : ৭ পৃষ্ঠার শেষদিকে দেখ।

সাদা : সদানন্দবাবুর মতো সাদা (সরল) মনের মানুষ বড়োই দুর্লভ। দেখুন ভাই, আমি সাদা (স্পষ্ট) কথার মানুষ, আমার কাছে লুকোছাপা কিছু করবেন না। মধুমাখানো বুলিতে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সাদা (অলিখিত) কাগজে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে ভেবেছ, মেজদা, এত নির্বোধ আমি নই। মায়ের আমার সাদা (নিরাভরণ) হাতের শাঁখা আর নোয়ার

BANGODARSHAN.COM

দীপ্তিতে আমাদের কুঁড়েঘর আলোকিত হয়ে থাকত। জগৎকে সাদা (নিঃস্বার্থ) চোখে দেখতে শিখলে শান্তি মিলবে ষোল আনাই। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) শব্দগুলির লিঙ্গান্তরিত রূপ লেখ : গৌর, মুগ্ধ, মানবী, প্রণেতা, দারোগা।

উত্তর : গৌর (পুং)—গৌরী (স্ত্রী) ; মুগ্ধ (পুং)—মুগ্ধা (স্ত্রী) ; মানবী (স্ত্রী)—মানব (পুং) ; প্রণেতা (পুং)—প্রণেত্রী (স্ত্রী) ; দারোগা (পুং)—মেয়ে দারোগা (স্ত্রী)।

(জ) নিম্নলেখ পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : (১) সে মন্দিরে দেব নাই। (২) তাজা খুনে লাল করেছি। (৩) আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচেরে। (৪) সে অনেকটা ইহার প্রসাদে। (৫) কিন্তু তাহার কোনো জোর নাই।

উত্তর : (১) মন্দিরে—ঐকদেশিক স্থানাধিকরণে এ বিভক্তি। (২) খুনে—করণে এ বিভক্তি। (৩) কারে—কর্মে (কবিতায়) রে বিভক্তি (কে + রে = কাহারে, কারে)। (৪) প্রসাদে—হেতু অর্থে অ-কারকে এ বিভক্তি। (৫) জোর—কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি (জোর + অ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

১৯৯০

৫। যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) সার্থক বাক্যে ব্যবহার কর : হাড়জ্বালানী, টাট্টু, কোহিনূর, ডাঁই করিয়া, কাঁদাকাটি।

উত্তর : যৌবনের সেই হাড়জ্বালানী মেয়েই বয়সকালে শান্তময়ী হয়ে ওঠেন (অশান্তি-সৃষ্টিকারিণী)। দার্জিলিংয়ে গিয়ে প্রথমে টাট্টুতে চড়ি—সে এক শিহরনজাগানো অভিজ্ঞতা। সব্যসাচীর নামে অলিখিত যে চার্জ আছে তাতে তাকে পিনাল কোডের কোহিনূর (সেরা গৌরবসমৃদ্ধ) বলা যায়। জিনিস-পত্র যত্রতত্র এমন ডাঁই করে রাখলে ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না (স্তূপাকার, অগোছালো)? ও রকম কাঁদাকাটি করে গোপাল গাঙ্গুলীকে গলানো যাবে না বাপু (করুণ মিনতি)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) চলিত ভাষায় লেখ : এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

উত্তর : [চলিত রীতিতে] এই ভেবে রাজপুত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট এসে দাঁড়িয়ে অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্তা কর্ণপাত করে শুনতে লাগলেন।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : সরোদনে, দেশান্তর, পঞ্চভূত, মহাকাশ, পদব্রজে।

উত্তর : সরোদনে = রোদনের সঙ্গে বিদ্যমান (সহার্থক বহুব্রীহি)। দেশান্তর = অন্য দেশ (নিত্য-সমাস)। পঞ্চভূত = পঞ্চ ভূতের সমাহার (দ্বিগু)। মহাকাশ = মহান্ যে আকাশ (সাধারণ কর্মধারয়)। পদব্রজে = পদচালিত ব্রজ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), তাতে। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঘ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর : ক্ষুদ্রাদপি, কুলাঙ্গার, আনয়নার্থ, অহরহ, শান্তি।

উত্তর : ক্ষুদ্রাদপি = ক্ষুদ্রাৎ + অপি ; কুলাঙ্গার = কুল + অঙ্গার ; আনয়নার্থ = আনয়ন + অর্থ ; অহরহ = অহঃ + অহ ; শান্তি = শাম্ + তি।

৬। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) অর্থগত পার্থক্য নির্দেশ কর : আসা, আশা ; জড়, জ্বর ; বাঁক, বাক্ ; সর্গ, স্বর্গ ; সব, শব।

উত্তর : আসা—আগমন করা ; আশা—আকাঙ্ক্ষা। জড়—অচেতন ; জ্বর—শরীরের তাপবৃদ্ধি। বাঁক—নদী বা পথের মোড় ; বাক্—বাক্য। সর্গ—কাব্যের অধ্যায় ; স্বর্গ—দেবভূমি। সব—সমস্ত ; শব—মড়া। **[প্রতিটি যুগ্মশব্দার্থ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) এককথায় লেখ : যাহার চক্ষুলজ্জা নাই, যে আদবকায়দা জানে না, হেমন্তকালে জাত, বালকের অহিত, দুইয়ের মধ্যে এক।

উত্তর : নির্লজ্জ। বে-আদব। হৈমন্তিক। বালাই। অন্যতর।

(গ) অনুসর্গ ও উপসর্গ কাকে বলে? এদের মধ্যে মিল ও অমিল দেখাও।

উত্তর-সংকেত : প্রথমাংশের জন্য ১৯৯১-এর **হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার** ৬ (খ) দেখ। শেষাংশের জন্য ২০২১ পৃষ্ঠায় ৬ (ক) দেখ।

(ঘ) বাংলা লিপিতে লেখ : Mayor, Cholera, X-Ray, Castle, Circus.

উত্তর : মেঅর, কলেরা, একস-রে, ক্যাসল্, সার্কাস।

(ঙ) সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও : নিত্য-সমাস, অব্যয়, দ্বিকর্মক ক্রিয়া, বর্ণলোপ, পুরাঘটিত অতীত।

উত্তর-সংকেত : অব্যয় ৯১ পৃষ্ঠায় দেখ।

উত্তর : নিত্য-সমাস : যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, অথবা যে সমাসের ব্যাসবাক্য করতে হলে অন্য পদের প্রয়োজন হয়, তাকে নিত্য-সমাস বলে। যেমন, যুগান্তর = অন্য যুগ। ['যুগান্তর' কথাটির ব্যাসবাক্য করতে গিয়ে **অন্য** এই নতুন কথাটি আনতে হয়েছে।] দর্শনমাত্র = কেবল দর্শন [দর্শনমাত্র কথাটির ব্যাসবাক্য করবার জন্য **'কেবল'** এই নতুন কথাটি আনতে হয়েছে।] কৃষ্ণসর্প = কৃষ্ণ সর্প—সমাসবদ্ধ কথাটির ব্যাসবাক্যই হয় না। তবু জোর করে 'কৃষ্ণ যে সর্প' এই ব্যাসবাক্য করলে কেবল কালো রঙের সাপকেই বোঝাবে, অথচ কৃষ্ণসর্প (কালকেউটে) বলতে যে ভয়ংকর ধরনের বিষধর সাপ বোঝায়, সেই অর্থটি মাঠে মারা যায়।

দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া : যে সকর্মিকা ক্রিয়ার অন্তত একটি মুখ্য কর্ম ও একটি গৌণ কর্ম থাকে, তাকে দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া বলে। যেমন,—আপনি তো ছেলেটিকে খুবই সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। এখানে 'ছেলেটিকে' গৌণ কর্ম, 'প্রশ্ন' হল মুখ্য কর্ম। তাই **'জিজ্ঞাসা করলেন'** সকর্মিকা ক্রিয়াটি এখানে দ্বিকর্মিকা ক্রিয়া।

বর্ণলোপ : উচ্চারণ সহজ করবার জন্য শব্দমধ্যস্থ একটি বা একাধিক বর্ণের যে লোপসাধন করা হয়, তারই নাম বর্ণলোপ। যেমন,—কার্পাস > কাপাস (র্ লোপ হয়েছে), ফাল্গুন > ফাগুন (ল্ লোপ পেয়েছে)।

পুরাঘটিত অতীত : কাজটি অতীতকালে শেষ হয়েছে, তার কোনো ফলই বর্তমান নেই বোঝালে ক্রিয়ার পুরাঘটিত অতীত কাল হয়। যেমন,—নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ নন। বৃষ্টি শুরুর আগেই আমরা স্টেশনে পৌঁছেছিলাম।

(চ) বিশিষ্ট শব্দ দিয়ে সার্থক বাক্যরচনা কর : চশমখোর, গোঁফখেজুরে, দহরম-মহরম, তুর্কী নাচন, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

উত্তর : আগেকার পাঁচশ টাকা ফেরত না পেয়েও রমেশচন্দ্রের মতো চশমখোরকে (চরম বেহায়া) আবার আপনি তিনশ টাকা ধার দিয়েছেন? আচ্ছা গোঁফখেজুরে (দারুণ কুঁড়ে) লোক তো তুমি! হাত বাড়ালেই খাতাটা যেখানে পেয়ে যাও, সেখানে আরেকজনকে

BANGODARSHAN.COM

হুকুম করছ! জীবনে কারো সঙ্গেই দহরম-মহরম (গভীর অন্তরঙ্গতা) রাখিনি, তাই মনকষাকষিও কারো সঙ্গে নেই। যে দলের উপর ক্লাবকর্তৃপক্ষের প্রধান ভরসা ছিল, সেই পক্ষ থেকে তহবিল তছরুপের অভিযোগ আসতেই কর্তাব্যক্তিরা তুর্কীনাচন শুরু করেছেন (পরের উপর ভরসাকারীর অত্যন্ত নাজেহাল অবস্থা)। পরমেশবাবুকে রবীন্দ্রস্মৃতিসভার শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব না দিলেই ভালো হত, মোল্লার দৌড় তো মসজিদ পর্যন্তই (সামান্য ব্যক্তির ক্ষমতাও অনিবার্যভাবেই সামান্য)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) মাথা বা মুখ শব্দ ব্যবহার করে পাঁচটি সার্থক বাক্যরচনা কর।

উত্তর : মাথা—৪৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

মুখ : (১) আপনার এই ছেলেই বংশের মুখ (সম্মান) রাখবে বলে মনে হচ্ছে। (২) মুখে (কথাবার্তায়) মধু অথচ বুকে বিষ এমন লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম রাখা উচিত নয়। (৩) বাড়ির কাজের লোকদের কখনও মুখ করতে নেই (তিরস্কার)। (৪) বড়ো মুখ (গৌরব) নিয়েই তোমার কাছে এসেছি, বঞ্চিত করো না। (৫) এতদিন অনেক সহ্য করে ছোটোবাবু এবার মুখ খুলেছেন (প্রথম প্রতিবাদ করা)। (৬) মুখ তুলে চাও (প্রসন্ন হওয়া) মা, জগন্ময়ি! **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(জ) স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর : (১) মা ছেলেকে দুইহাতে বুকে চাপিয়া ধরিল। (২) গজকচ্ছপকে এ কৃমীর নস্য করিতে পারে। (৩) শৈল আবির্ভূতা হইল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মতো। (৪) পরদিন বুড়ী যথারীতি আসিল। (৫) ছুরিতে মাংস কাটিল, অস্থি কাটিল না।

উত্তর : (১) দুইহাতে—করণকারকে এ বিভক্তি। (২) গজকচ্ছপকে—উদ্দেশ্য কর্মে কে বিভক্তি। (৩) নক্ষত্রমণ্ডলে—স্থানাধিকরণে এ বিভক্তি। (৪) পরদিন—কালাধিকরণে শূন্যবিভক্তি অথবা ক্রিয়াবিশেষণে অ-কারকে শূন্যবিভক্তি। (৫) ছুরিতে—করণে তে বিভক্তি। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

১৯৮৯

৫। যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : হতোদ্যম, তৈলনিষিক্ত, স্বেচ্ছা, স্নায়ুসূত্র, অসন্তোষ, গোঁজামিল, অমৃত।

উত্তর : হতোদ্যম = হত হয়েছে উদ্যম যার (সমানাধিকরণ বহুব্রীহি) ; তৈলনিষিক্ত = তৈলদ্বারা নিষিক্ত (করণ-তৎপুরুষ) ; স্বেচ্ছা = স্ব-র ইচ্ছা (সম্বন্ধ-তৎপুরুষ) ; স্নায়ুসূত্র = স্নায়ুরূপ সূত্র (রূপক কর্মধারয়) ; অসন্তোষ = সন্তোষ নয় (নঞ্-তৎপুরুষ) ; গোঁজামিল = গোঁজার দ্বারা মিল (করণ-তৎপুরুষ) ; অমৃত = মৃত নয় (নঞ্-তৎপুরুষ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(খ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর : সদুপায়, দুর্যোধন, ব্যর্থ, অতীত, পরিচ্ছদ।

উত্তর : সদুপায় = সৎ + উপায় ; দুর্যোধন = দুঃ + যোধন ; ব্যর্থ = বি + অর্থ ; অতীত = অতি + ইত ; পরিচ্ছদ = পরি + ছদ।

(গ) চলিত ভাষায় লেখ : বালক নিতান্ত দুর্দান্ত হইয়াও রাজার নিকট একান্ত শান্তস্বভাব হইল, ইহা দেখিয়া এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

উত্তর : [**চলিত ভাষায়**] বালক নিতান্ত দুর্দান্ত হয়েও রাজার নিকট একান্ত শান্তস্বভাব হল, এ দেখে এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করে তাপসী বিস্ময়াপন্ন হলেন

(ঘ) স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার কর : পিলে-চমকানিয়া, বেহদ্দ, বাখারি, খানাতল্লাশী কুলাঙ্গার।

উত্তর : আচমকা অমন **পিলে-চমকানিয়া** (ভয়ংকর ভীতিজনক) শব্দে বয়স্করাই যেখানে আঁতকে উঠলেন, সেখানে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের তো কথাই নেই। রায়বাহাদুরের ছেলেটা আদরে আবদারে দিনের দিন গাধারও **বেহদ্দ** (অধিক, সীমাহীন) হয়ে উঠছে। ছেলেবেলায় **বাখারি** (বাঁশের মসৃণ চটা) রঙিন রাংতা জড়িয়ে কত যে ধনুক-তলোয়ার বানিয়েছি! পুলিস জোর কদমে **খানাতল্লাশী** (অনুসন্ধান) চালাচ্ছে, কিন্তু খুনের কিনারা এখনো নাগালের বাইরে। যে ছেলে কুলগৌরব হতে পারত, অসৎসঙ্গে পড়ে সে হল **কুলাঙ্গার** (বংশের কলঙ্ক)। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

৬। যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) উদাহরণ দাও (**পাঁচটি**) : সঙ্কর শব্দ, অনুকার শব্দ, সমীভবন, ধ্বনিবিপর্যয়, অনুসর্গ, নামধাতু, রূপক কর্মধারয়।

উত্তর : সঙ্কর শব্দ = শ্বেতপাথর (শ্বেত—তৎসম, পাথর—তদ্ভব)

অনুকার শব্দ = ঝনঝন, দুড়দাড়, ধপাস (প্রত্যেকটিতেই বাস্তব ধ্বনি বোঝাচ্ছে)।

সমীভবন = চন্দন > চন্নন, দুর্গা > দুগ্গা (বিভিন্ন ব্যঞ্জন পাশাপাশি থাকায় একই ব্যঞ্জন হয়ে গেছে)।

ধ্বনি-বিপর্যয় = পিশাচ > পিচাশ ; বাতাসা > বাসাতা (দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পর স্থানপরিবর্তন করেছে)।

অনুসর্গ = শুধু চোখের দেখা নয়, চৈতন্য **দিয়ে** দেখতে হবে (এখানে 'দিয়ে' অনুসর্গ)।

নামধাতু = **ধ্বনিল** আহ্বান **ধ্বনিল** রে! (**ধ্বনি** বিশেষ্যপদটি ধাতুবিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদে পরিণত হয়েছে, তাই 'ধ্বনিল' নামধাতুজ ক্রিয়া)।

রূপক কর্মধারয় = ইন্দ্রজিতের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে রাবণের বুকে শোকসিন্ধু উথলে উঠল। (শোকসিন্ধু = শোক রূপ সিন্ধু)।

(খ) সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য উদাহরণ-সহযোগে নির্ণয় কর :

উত্তর-সংকেত : ৯৬ পৃষ্ঠায় (চ) প্রশ্নের উত্তর দেখ।

(গ) বাংলায় শব্দবিভক্তি গুলিকে ১মা ২য়া ইত্যাদি ভাবে উল্লেখ না করে কর্তা কর্ম ইত্যাদি নামে উল্লেখ করার যুক্তি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সংস্কৃতে প্রথমা থেকে সপ্তমী পর্যন্ত একটানা প্রতিটি শব্দবিভক্তির একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনে মোট একুশটি বিভক্তিচিহ্নের ব্যবহার সুনির্দিষ্ট। সেখানে কর্তৃকারকে প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া ইত্যাদি ক্রমবাচিকা বিভক্তির প্রচলন দীর্ঘকাল চলে আসছে। তাই বিভক্তিচিহ্নযুক্ত কোনো পদ দেখামাত্র পদটির কারক ও বচন-সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট ধারণা করা যায়। এই সংস্কৃত ব্যাকরণের হাত ধরেই তো বাংলা ব্যাকরণ চলতে শুরু করেছে, চলতেও খানিকটা শিখেছে। তাই বাংলাতেও কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া ইত্যাদির ব্যবহার এতদিন অবাধে চলে এসেছে।

কিন্তু বাংলা ভাষার বৈয়াকরণগণ কারকের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের এই অন্ধ

BANGODARSHAN.COM

অনুকরণের অসংগতি বেশ কয়েকটি দশক ধরেই অনুভব করে আসছিলেন। কারণ,—বাংলায় বিভক্তিচিহ্ন মাত্র পাঁচটি—এ, কে, রে (**কেবল কবিতায়**), তে (এতে), র (এর)। এদের সঙ্গে শূন্যবিভক্তি যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়। এদের মধ্যে র (এর) হল সম্বন্ধপদের নিজস্ব চিহ্ন। চিহ্নটি সম্বন্ধপদ অন্য কারককে ধার দেয়, সেটা তার উদারতা। বিভক্তিচিহ্নগুলির মধ্যে কবিতায় ব্যবহার্য রে বিভক্তিটি বাদ দিলে অবশিষ্টগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় মোট চার—এ, কে, তে (এতে), শূন্যবিভক্তি। ছয়টি কারকের জন্য মাত্র চারটি বিভক্তিচিহ্ন। তার উপর রয়েছে একবচন-বহুবচনের প্রশ্ন, রয়েছে সাধু-চলিত ভাষারীতির প্রশ্ন (সংস্কৃতে যে বালাইটি আদৌ নেই)। ফলে বাংলায় একই বিভক্তিচিহ্ন দুটি বা তার বেশী কারকে, এমনকি ছয়টি কারকেও ব্যবহৃত হয়। তাই কেবল বিভক্তিচিহ্ন দেখে বাংলায় কারকনির্ণয় করলে বিপদের সম্ভাবনা ষোল আনা। সর্বপাপ হরিল **গঙ্গায়** (কর্তৃকারকে এ)। ভক্তিভরে পূজিনু **গঙ্গায়** (কর্মে এ)। এ মহাপাতক গঙ্গায় হরণ সম্ভবে না কভু (করণে এ)। পাপপুণ্য সমর্পণ করিনু **গঙ্গায়** (সম্প্রদানে এ)। ধীবরদল **গঙ্গায়** ইলিশ ধরছেন (অপাদানে এ)। **গঙ্গায়** মাঝে মাঝে হাঙ্গর দেখা দেয় (অধিকরণে এ)। কেবল বিভক্তিচিহ্ন দেখে এইসব ক্ষেত্রে কারকনির্ণয় বড়োই বিপজ্জনক বইকি। তাই **বাংলায় একমাত্র অর্থবিচার করেই কারকনির্ণয় করতে হবে।** বাংলা ভাষার এই আন্তর বৈশিষ্ট্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, সুনীতিকুমার প্রভৃতি **মনীষিগণ কারকের ক্ষেত্রে প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি ক্রমবাচিকা বিভক্তির উল্লেখ না করে সুনির্দিষ্ট বিভক্তিচিহ্নটিরই উল্লেখ করার নির্দেশ দিয়েছেন।**

(ঘ) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত **পাঁচটি** বিদেশী উপসর্গের উল্লেখ কর।

উত্তর : বিদেশী উপসর্গ—ফারসী : গর, বদ, ফি, বে। ইংরেজী : হেড, ফুল, মিনি ইত্যাদি।

এই উপসর্গগুলি দিয়ে তৈরী কিছু শব্দ : গরমিল, বদমেজাজ, ফি-বছর, বেপরোয়া, হেডক্লার্ক, ফুলমোজা, মিনিমঠ ইত্যাদি।

বাক্যরচনা : কথায় আর কাজে **গরমিল** ধরা পড়লে বিবেকবান্ মানুষ লজ্জা পান। **বদমেজাজ** দেখালে কারও শ্রদ্ধাভালোবাসা পাওয়া যায় না। **ফি-বছর** ভালো ফসল ফলবে, আশা করা ঠিক কি? এমন **বেপরোয়া** ছেলেই তো দেশে এখন দরকার বেশী। আবেদনপত্রখানি **হেডক্লার্কের** টেবিলেই তো রয়েছে দেখে এলাম। চাইলাম একখানা পাঞ্জাবি, পেলাম একপাটি **ফুলমোজা**। বাপের চায়ের দোকানটাকে গ্রাজুএট ছেলে **মিনিহোটেল** বানিয়ে রমরমার সঙ্গে চালিয়ে আজ দোতলা বাড়ি হাঁকিয়ে দিল। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ঙ) এককথায় লিখ : ভিক্ষার অভাব, যে গমন করিতে পারে না, যা সহজে ভেঙে যায়, যে সবকিছু খায়, যার আগমনের কোনো তিথি নেই।

উত্তর : দুর্ভিক্ষ। নগ। সহজভঙ্গুর। সর্বভুক্। অতিথি।

(চ) বাংলা লিপিতে লেখ : Protein, Chivalry, Festoon, Tongue, Æsop.

উত্তর : প্রোটিন ; শিভালরি ; ফেস্টুন ; টাঙ ; ঈশপ।

(ছ) নির্দেশানুসারে বাক্যরূপ পরিবর্তন কর : (১) মানুষ কেবল অদৃষ্টের দাস নহে। (প্রশ্নসূচক) (২) কে মরিতে চায়? (প্রশ্ন পরিহার কর) (৩) যদি সে আসে তবে আমি যাব। (সরল বাক্যে) (৪) তাকে কখনও ভুলিতে পারি না। (অস্ত্যর্থক বাক্যে) (৫) টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না। (জটিল বাক্যে)।

উত্তর : মানুষ কি কেবল অদৃষ্টের দাস? (প্রশ্নসূচক) (২) কেহই মরিতে চায় না।

(প্রশ্ন পরিহার করা হল) (৩) সে এলে আমি যাব। (সরল) (৪) তাকে সব সময়েই মনে রাখি। (অস্ত্যর্থক) (৫) টাকা যদি হাতে না পাই, তাহা হইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না। (জটিল)। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(**জ**) অর্থগত পার্থক্য নির্দেশ কর : বড়, বর ; সজন, স্বজন ; স্কন্দ, স্কন্ধ ; আসার, আষাঢ় ; জলা, জ্বলা।

উত্তর : বড়—মহান্ ; বর—বরণীয়, শ্রেষ্ঠ। সজন—লোকজনের সঙ্গে বিদ্যমান ; স্বজন—আপনজন। **স্কন্দ**—দেবসেনাপতি কার্তিকেয় ; স্কন্ধ—কাঁধ, গ্রন্থাদির অধ্যায়। আসার—প্রবল বৃষ্টিপাত ; আষাঢ়—বাংলা বৎসরের তৃতীয় মাস। জলা—মাঠ ; জ্বলা—প্রজ্বলিত হওয়া। **[প্রতিটি যুগ্মশব্দার্থ নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(**ঝ**) বিশিষ্ট শব্দ-সহযোগে বাক্যরচনা কর : তালপাতার সেপাই, হা-ঘরে, বিসমিল্লায় গলদ, হালে পানি, কলির সন্ধে।

উত্তর : তোমাদের মতো **তালপাতার সেপাই** (শীর্ণকায় ও দুর্বল) পদব্রজে যাবে নয়াদিল্লি প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিতে? বাঙালীর এমন **হা-ঘরে** (নিরতিশয় দুঃখপূর্ণ) অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী বাঙালীর শ্রমবিমুখতা আর অনৈক্য। সম্পাদ্যটা মিলবে কী করে? আমার যে **বিসমিল্লায়ই গলদ** (আরম্ভেই ত্রুটি)। সারা বছর ফাঁকি দিয়ে কেবল বাৎসরিক পরীক্ষার মুখে তেড়েফুঁড়ে লাগলেই কি **হালে পানি** (উদ্ধার) পাওয়া যায়? জাতির দুর্গতি এমন কী আর দেখছেন, পরে অনেক দেখতে হবে, অনেক সইতে হবে, এই তো **কলির সন্ধে** (ভয়াবহ ভবিষ্যতের সূচনামাত্র)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

ত্রিপুরা সেকেনডারি বোর্ডের পরীক্ষা

১৯৯৬

৪। 'ক' থেকে 'ঘ' পর্যন্ত যেকোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) নির্দেশ-অনুযায়ী পরিবর্তিত কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : (১) একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না। (অস্ত্যর্থক বাক্যে)। (২) কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে। (সরল বাক্যে) (৩) ইহা কি আশ্চর্য নহে? (নির্দেশাত্মক বাক্যে) (৪) বাপ্পা বললেন, "মহারাজ, আমার ভিল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন!" (উক্তি-পরিবর্তন) (৫) তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। (নাস্ত্যর্থক বাক্যে) (৬) ইহলোকে মিলন হয় নি। (প্রশ্নবোধক বাক্যে) (৭) জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। (ভাববাচ্যে) (৮) আমার সুযোগ হয়েছিল। (কর্তৃবাচ্যে)

উত্তর : (১) সব রাজপুতই মারা পড়ল। (অস্ত্যর্থক বাক্য) (২) সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও হয় নাই। (সরল বাক্য) (৩) ইহা সর্বাংশে আশ্চর্য ছিল।

(নির্দেশাত্মক বাক্য) (৪) বাপ্পা মহারাজকে সসম্ভ্রম সম্বোধন করে তাঁর ভিল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিতে প্রার্থনা জানালেন। (পরোক্ষ উক্তি) (৫) তখন আশ্রমের পরিধি বড়ো ছিল না। (নাস্ত্যর্থক বাক্য) (৬) ইহলোকে কি মিলন হয়েছিল? (প্রশ্নবোধক বাক্য) (৭) জন্মজন্মান্তরেও ভোলা যাইবে না (ভাববাচ্য) (৮) আমি সুযোগ পেয়েছিলাম। (কর্তৃবাচ্য) **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(**খ**) চলিত ভাষায় রূপান্তর কর : প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া দুইপ্রহরের সময় 'দারুণঘাট' নামক দারুণ উচ্চ পর্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

উত্তর : [চলিত ভাষায়] প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান থেকে ক্রমিক আরোহণ করে দু-প্রহরের সময় 'দারুণঘাট' নামক দারুণ উচ্চ পর্বতের শিখরে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

(গ) পদপরিবর্তন কর (যেকোনো পাঁচটি) : মূল, ঈশ্বর, বিচ্ছেদ, বৃদ্ধ, গ্রাম, বায়ু, করুণা, শরীর।

উত্তর : মূল (বি)—মৌল (বিণ) ; ঈশ্বর (বি)—ঐশ্বরিক (বিণ) ; বিচ্ছেদ (বি)—বিচ্ছিন্ন (বিণ) ; বৃদ্ধ (বিণ)—বার্ধক্য (বি) ; গ্রাম (বি)—গ্রাম্য, গ্রামীণ (বিণ) ; বায়ু (বি)—বায়বীয় (বিণ) ; করুণা (বি)—কারুণিক (বিণ) ; শরীর (বি)—শারীর, শারীরিক (বিণ)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(**ঘ**) যেকোনো পাঁচটি শব্দ অবলম্বনে বাক্যরচনা কর : পর্বত, লোকারণ্য, অবসন্ন, প্রতিবেশী, পঙ্কিল, নৈপুণ্য, অবনত, আইনসঙ্গত।

উত্তর : পিতৃসদৃশ হিমালয় **পর্বত** স্নেহসুধাধারায় হাজার হাজার বৎসর ধরে ভারতকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে আসছে। নবনেত্রীর ডাকে কলকাতা গড়ের মাঠে যে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হয়েছিল, তার যে দিকেই তাকাই সে দিকেই লোকে **লোকারণ্য** (দৃশ্যমান মাথাগুলি ঘন অরণ্যের মতো দেখাচ্ছিল)। **অবসন্ন** কথাটির অর্থ হল অধঃপতন, তাই তো নিত্যপ্রার্থনা করতে হয় "প্রভু আমাকে সব সময় উদ্দীপ্ত কর।" যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, "আমাদের আশেপাশে যাঁরা বাস করেন, তাঁরাই কেবল আমাদের **প্রতিবেশী** নন, কোনো-না-কোনোভাবে যাঁরা আমাদের সাহায্যপ্রত্যাশী, তাঁরাই আমাদের প্রতিবেশী।" অতিথি গল্পের তারাপদ সমাজের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করত, কিন্তু কাবো পঙ্কিল স্পর্শই তার চারিত্রিক শুভ্রতাকে কলঙ্কিত করত না। শিক্ষকের আসল **নৈপুণ্য** হল শিক্ষাগ্রহণে ছাত্রদের কৌতূহলী করে তোলা। শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষিকের কাছে সবিনয় মাথা **অবনত** করতে পারি, এমন আশীর্বাদই করুন। যে সমাজে সকল সভ্যই **আইনসঙ্গত** পথে চলেন, সেই সমাজই সবচেয়ে শক্তিশালী। **[প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

৫। 'ক' থেকে 'জ' পর্যন্ত যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) যেটি শুদ্ধ রূপ কেবলমাত্র সেটি লেখ (**পাঁচটি**) : আয়ত্ত্ব / আয়ত্ত / আয়ত্ব ; মধুসূদন / মধুসুদন / মধুসূধন ; প্রজ্জলিত / প্রজ্জ্বলিত / প্রজ্বলিত ; পৌরহিত্য / পৌরোহিত্য / পৌরুহিত্য ; সহযোগিতা / সহযোগীতা / সহযুগিতা ; তপঃবন / তপোবন / তপবন ; পুণ্য / পুন্য / পূণ্য ; ব্যাথা / ব্যথা / বেথা।

BANGODARSHAN.COM

উত্তর : আয়ত্ত ; মধুসূদন ; প্রজ্বলিত ; পৌরোহিত্য ; সহযোগিতা ; তপোবন ; পুণ্য ; ব্যথা।

(খ) এককথায় প্রকাশ কর (পাঁচটি) : যে বিদেশে থাকে ; জল দান করে যে ; পশ্চাতে জন্মে যে ; একই গুরুর শিষ্য ; যার দু প্রকার অর্থ ; উপকারীর অপকার করে যে ; দশরথের পুত্র ; বারোমাসের কাহিনী।

উত্তর : যে বিদেশে থাকে—প্রবাসী। জল দান করে যে—**জলদ। পশ্চাতে জন্মে যে—অনুজ।** একই গুরুর শিষ্য—**সতীর্থ।** যার দু প্রকার অর্থ—**দ্ব্যর্থ। উপকারীর অপকার করে যে—কৃতঘ্ন।** দশরথের পুত্র—**দাশরথি।** বারো মাসের কাহিনী—**বারমাস্যা। [প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(গ) যেকোনো পাঁচটির উদাহরণ দাও : বিপ্রকর্ষ, ধ্বনিবিলোপ, অনুসর্গ, নামধাতু, যোগরূঢ় শব্দ, নিত্যবৃত্ত অতীত, দেশী শব্দ, নিত্য-সমাস।

উত্তর-সংকেত : যোগরূঢ় শব্দ—২৪ পৃষ্ঠায়, নিত্যবৃত্ত অতীত—৯১ পৃষ্ঠায় দেখ।

বিপ্রকর্ষ—মুক্তা—মুকুতা (মুক্তা কথাটির যুক্তবর্ণ ক্ত ও তা-র মাঝখানে উ বর্ণটি এসে ক্ত-কে কু করে তা থেকে পৃথক্ করে দিয়েছে ; ফলে মুকুতা শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে।) কবিতার ছন্দোমাধুর্য-রক্ষায় বিপ্রকর্ষ বড়োই সহায়ক।

ধ্বনিবিলোপ—ফলাহার—ফলার (ফলাহার কথাটির হ্ লোপ পেয়ে গেছে, এবং তৎসংশ্লিষ্ট আ-কারও লোপ পেয়ে গেছে ; ফলে ফলাহার হয়ে গেছে ফলার।)

অনুসর্গ—(i) বিনা সারে এর চেয়ে ভালো ফসল ফলে না। (এখানে বিনা অব্যয়টি অনুসর্গ হয়েছে)। (ii) সেই বাগবাজার থেকে (অসমাপিকা ক্রিয়া অনুসর্গ হয়েছে) থেকে-থেকেই ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে।

নামধাতু—(i) যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু। (বিষ বিশেষ্যপদটিকে আ যোগে বিষা ধাতুতে (বিষাক্ত করে তোলা অর্থে) পরিণত করা হয়েছে ; 'ইছে' ধাতুবিভক্তিযোগে বিষা ধাতুটিকে ক্রিয়াপদে পরিণত করা হয়েছে। **বিষাইছে নামধাতুজ ক্রিয়া।**

(ii) উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া। (চঞ্চল বিশেষণপদটিকে ধাতুবিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদে পরিণত করা হয়েছে)। তাই চঞ্চলিয়া নামধাতুজ ক্রিয়া।

দেশী শব্দ—ঝিঙের ঝোল স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। ঝিঙে, ঝোল প্রভৃতি অজ্ঞাতমূল শব্দ বঙ্গদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী কোল ভিল প্রভৃতি অনার্য জাতির ভাষা থেকে এসেছে। এইসব দেশী শব্দ বাংলা প্রবচনের প্রাণসম্পদ্।

নিত্য-সমাস—(i) অন্য যুগ = যুগান্তর। কেবল হাঁটা = হাঁটাহাঁটি। নিত্যসমাসে ব্যাসবাক্য হয় না, অথবা অন্যপদের সাহায্য নিয়ে ব্যাসবাক্য করতে হয়।

(ঘ) শব্দযুগলের অর্থের পার্থক্য দেখাও (পাঁচটি) : আবরণ ও আভরণ ; সর্গ ও স্বর্গ ; তত্ত্ব ও তথ্য ; সব ও শব ; সাক্ষর ও স্বাক্ষর ; কমল ও কোমল ; সংসদ্ ও সাংসদ ; বর্ষা ও বর্শা।

উত্তর : আবরণ—আচ্ছাদন ; আভরণ—অলংকার। সর্গ—সৃষ্টি, কাব্যের বিভাগ ; স্বর্গ—দেবভূমি। তত্ত্ব—খোঁজ, উপঢৌকন ; তথ্য—সঠিক সংবাদ, বৈজ্ঞানিক সত্য। সব—সকল ; শব—মৃতদেহ। সাক্ষর—অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ; স্বাক্ষর—দস্তখত। কমল—পদ্ম ; কোমল—নরম।

BANGODARSHAN.COM

সংসদ্—সমিতি, ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা ; সাংসদ—ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য। বর্ষা—ভারতের দ্বিতীয় ঋতু ; বর্শা—বল্লম। **[প্রতি শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ঙ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ কর (পাঁচটি) : মৈথিলি, বর্তমান, লৌকিক, ভারতীয়, বর্ধিষ্ণু, চাঁদপানা, দুষ্টুমি, লেখক।

উত্তর : মৈথিলী = মিথিলা + ষ্ণ (অ) সংস্কৃত তদ্ধিত + স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। বর্তমান = √বৃৎ + শানচ্ (সংস্কৃত কৃৎ)। লৌকিক = লোক + ষ্ঠিক (ইক) (সংস্কৃত তদ্ধিত)। ভারতীয় = ভারত + ষ্ণীয় (ঈয়) (সংস্কৃত তদ্ধিত)। বর্ধিষ্ণু = √বৃধ্ + ইষ্ণু (স্বভাব অর্থে) সংস্কৃত কৃৎ। চাঁদপানা = চাঁদ + পানা (সাদৃশ্যার্থে বাংলা তদ্ধিত)। দুষ্টুমি = দুষ্টু + মি (আদরার্থে বাংলা তদ্ধিত)। লেখক = √লিখ্ + ণক (অক) সংস্কৃত কৃৎ কর্তৃবাচ্যে। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(চ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (পাঁচটি) : অনাচার, বনেজঙ্গলে, চৌমাথা, গায়েপড়া, চাঁদমুখ, ডাক-মাশুল, হাভাতে, বীণাপাণি।

উত্তর : অনাচার = আচার (ন্যায়সংগত ব্যবহার) নয় (নঞ্-তৎপুরুষ)। বনেজঙ্গলে = বনে ও জঙ্গলে (দ্বন্দ্ব)। চৌমাথা = চৌ মাথার (পথের) মিলন যেখানে (সংখ্যাপূর্বক বহুব্রীহি)। গায়েপড়া = গায়ে পড়ে যে (অলুক্ উপপদ তৎপুরুষ)। চাঁদমুখ = মুখ চাঁদের মতো (উপমিত কর্মধারয়)। ডাক-মাসুল = ডাকের নিমিত্ত মাসুল (নিমিত্ত-তৎপুরুষ)। হাভাতে = ভাতের জন্য হাহাকার করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। বীণাপাণি = বীণা পাণিতে যাঁর (ব্যধিকরণ বহুব্রীহি)। **[প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।]**

(ছ) বিশিষ্টার্থে স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর (পাঁচটি) : চক্ষুশূল, জগাখিচুড়ি, হাতের পাঁচ, উত্তম-মধ্যম, অরণ্যে রোদন, আঁতে ঘা, ঠোঁট কাটা, পাকা ধানে মই।

উত্তর : রাজেনবাবুর সদ্য-মা-মরা ছেলেটা হয়েছে নতুন বউয়ের **চক্ষুশূল** (অত্যধিক অপ্রিয়), মায়ের মতো ভালোবাসা দূরের কথা, দূরস্থ কোনো বোর্ডিং স্কুলে ভরতি করার জন্য তিনি উঠে-পড়ে লেগেছেন। এ কি প্রবন্ধ হয়েছে? মাথায় যা এসেছে তাই দিয়ে পাতা ভরিয়েছ ; এমন **জগাখিচুড়িতে** (অবাঞ্ছিত বস্তুর সংমিশ্রণ) নম্বর পাওয়া যায়? প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে মাস্টারিটা যখন পেয়েই গেলাম, ছাড়ব কেন? হাতের **পাঁচ** (শেষ সম্বল) পৈতৃক ব্যবসায়টুকু তো রইলই। আজকাল কোনো দুষ্কৃতী ধরা পড়লে জনতা তাকে পুলিসের হাতে তুলে না দিয়ে নিজেরাই **উত্তম-মধ্যম** (প্রচণ্ড প্রহার) দিয়ে গায়ের ঝাল মেটায়। সাম্রাজ্যবাদীর কাছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি পঞ্চশীল ব্যাখ্যা করা আর **অরণ্যে রোদন** (নিষ্ফল আবেদন) একই কথা। অধস্তন কর্মচারী যত অন্যায়ই করুক, কারো **আঁতে ঘা** দিয়ে (আন্তরিক বেদনা) কোনো কথা বলা উচিত নয় ; ধর্মে সয় না। এবারে বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখা করার সময় **ঠোঁটকাটা** (স্পষ্টবক্তা) অমিয় চট্টরাজকে সঙ্গে নিতে হবে, প্রয়োজনে যিনি দুটো উচিত-কথা বড়োসাহেবের মুখের উপরই শুনিয়ে দিতে পারবেন। আমরা কেউই আপনার **পাকা ধানে মই** দিইনি (সাফল্যের মুখে সর্বনাশসাধন করা), তবু আপনি কেন আমাদের পিছনে লাগছেন।

(জ) উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কীভাবে শব্দ বা ধাতুর অর্থ-পরিবর্তন ঘটায় তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

উত্তর : উপসর্গ—যে-সকল অব্যয় কোনো প্রত্যয়যুক্ত হয় না, যারা ধাতুর পূর্বে বসে বলপূর্বক ধাতুর অর্থ-পরিবর্তন ঘটায়, তাদের উপসর্গ বলা হয়।

কৃ ধাতুর অর্থ = **করা**। কিন্তু আ-√কৃ = আকার (মূর্তি) ; প্র-√কৃ = প্রকার (রকম) ; উপ-√কৃ = উপকার (মঙ্গল) ; অপ-√কৃ = অপকার (ক্ষতি) ; অধি-√কৃ = অধিকার (দখল) ; পরি-√কৃ = পরিষ্কার (নির্মলতা)। **নতুন নতুন উপসর্গযোগে কৃ ধাতুর অর্থটিই পালটে যাচ্ছে।**

এবার **শব্দার্থের পরিবর্তন।** পিতামহ = পিতার পিতা ; কিন্তু প্র + পিতামহ = প্রপিতামহ (পিতার পিতামহ) ; নীল = বর্ণবিশেষ ; কিন্তু আ + নীল = আনীল (ঈষৎ নীল)।

বাংলা উপসর্গযোগে : অ + পলকা = অপলকা (ঠিক-ঠিক পলকা) ; অনাসৃষ্টি = মন্দ সৃষ্টি। **বাংলা উপসর্গ ধাতুর পূর্বে না বসে বিশেষ্য বা বিশেষণের পূর্বে বসে সেইসব পদের অর্থ-পরিবর্তন ঘটায়।**

বিদেশী উপসর্গগুলিও ধাতুর পূর্বে না বসে বিশেষ্য বা বিশেষণের পূর্বে বসে সেইসব পদের অর্থ-পরিবর্তন ঘটায়। যেমন, **ফারসী উপসর্গ** বদ, ফি, বে ইত্যাদি। **বদনাম, বদমেজাজ** (বদ = নিন্দার্থে)। **বেপাড়া** (বে = অন্য) ; **বে-আন্দাজ** (বে = মৃদু অর্থে)। **ইংরেজী উপসর্গ** সাব, ফুল, হেড ইত্যাদি। **সাবজজ, ফুলমোজা, হেডমিস্ত্রি** ইত্যাদি।

১৯৯৫

৪। 'ক' থেকে 'ঘ' পর্যন্ত যেকোনো **দুটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) নির্দেশ-অনুযায়ী পরিবর্তিত কর (যেকোনো **পাঁচটি**) : (১) ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না। (অস্ত্যর্থক বাক্যে) (২) গালি দিলে তাহারা সহ্য করিবে কেন? (না-বাচক বাক্যে) (৩) অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। (ভাববাচ্যে) (৪) নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। (কর্তৃবাচ্যে) (৫) বাপ্পা বললেন, "আমি রাজপুত রাজার ছেলে।" (উক্তি পরিবর্তন কর) (৬) কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। (যৌগিক বাক্যে) (৭) আশ্রমে যাঁরা শিক্ষক হবেন, তাঁরা মুখ্যত হবেন সাধক। (সরল বাক্যে) (৮) এই নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। (প্রশ্নবোধক বাক্যে)

উত্তর : (১) ইহাকে তো বন বলা অনুচিত। (অস্ত্যর্থক বাক্য) (২) গালি দিলে তাহারা সহ্য করিবে না। (না-বাচক বাক্য) (৩) অপুর সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দেওয়া হইল। (ভাববাচ্য) (৪) বাক্যটি তো কর্তৃবাচ্যেই রয়েছে ; কেননা, প্রবিষ্ট হইলাম এই সংযোগমূলক ক্রিয়াটির কর্তৃপদ আমি (উহ্য) ; **সমাপিকা অকর্মিকা ক্রিয়াটি যখন কর্তৃপদের অনুগামী তখন ভাববাচ্যের রূপটি দেওয়াই সঙ্গত :** নিবিড় বনমধ্যে আমার প্রবেশ করা হইল। (৫) বাপ্পা বললেন যে, তিনি রাজপুত রাজার ছেলে। (পরোক্ষ উক্তি) (৬) কাজেই টিকিট পেশ করিলাম, আর উন্মুখ হইয়া রহিলাম। (যৌগিক বাক্য) (৭) আশ্রমের শিক্ষকরা মুখ্যত হবেন সাধক। (সরল বাক্য) (৮) এই নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ কী? (প্রশ্নবোধক বাক্য)। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(খ) চলিত ভাষায় রূপান্তর কর : প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা-সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন।

উত্তর : [চলিত ভাষায়] প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করে রাত্রি ন'টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুতে আসতাম, তখন মা-সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদের আগিয়ে দিয়ে যেতেন।

(গ) পদ পরিবর্তন কর (যেকোনো পাঁচটি) : পাহাড়, আনন্দ, পরীক্ষা, সরল, দগ্ধ, দরিদ্র, আসক্ত, অতিথি।

উত্তর : পাহাড় (বি)—পাহাড়িয়া, পাহাড়ে (বিণ)। আনন্দ (বি)—আনন্দিত (বিণ)। পরীক্ষা (বি)—পরীক্ষিত (বিণ)। সরল (বিণ)—সারল্য, সরলতা (বি)। দগ্ধ (বিণ) —দগ্ধতা, দহন (বি)। দরিদ্র (বিণ)—দারিদ্র্য, দরিদ্রতা (বি)। আসক্তি (বি)—আসক্ত (বিণ)। অতিথি (বি)—আতিথেয় (বিণ)। [**প্রতিটি উত্তর নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(ঘ) যেকোনো **পাঁচটি** শব্দ অবলম্বনে বাক্যরচনা কর : মঞ্জুর, সাক্ষর, নিষ্প্রভ, পুরুষানুক্রমে, জনমানব, অনুকরণ, গন্তব্য, প্রতিষেধক।

উত্তর : খুশিমতো যে দণ্ড মঞ্জুর করবেন (অনুমোদন), এ ভৃত্য হাসিমুখে তাই মেনে নেবে, হুজুর। লেখাপড়ার চর্চা না থাকলে সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন) মানুষও ক্রমশ নিরক্ষর হয়ে পড়েন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের কাছে তৎকালীন বঙ্গসমাজের বাঘা-বাঘা মানুষও নিষ্প্রভ (জ্যোতির্হীন) হয়ে পড়তেন। আমরা তো পুরুষানুক্রমে (বংশপরম্পরায়) এই বিগ্রহের সেবা করে আসছি। এই দারুণ শীতে বিকালে এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় কলকাতার পথেঘাটে গাড়িঘোড়া দূরের কথা, জনমানবও (লোকজন) দেখা যায়নি। শিশুরা স্বভাবতই অনুকরণ (নকল) করতে ভালোবাসে, তাই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের কাছে বড়োদের সংযত আচরণ করতে হবে। **গন্তব্য** (গমনের যোগ্য) স্থল প্রথমেই স্থির করে নিতে হবে, তারপর অভিযান শুরু। পোলিও রোগের **প্রতিষেধক** (নিরাময় করে এমন) ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে জাতির ভবিষ্যৎ নিরাপদ্ করাই আশু কর্তব্য। [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

৫। **'ক' থেকে 'জ' পর্যন্ত** যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) **যেটি শুদ্ধরূপ সেটি লেখ** (যেকোনো পাঁচটি) : বিদ্যান / বিদ্দান / বিদ্বান্ ; আকাঙ্খা / আকাঙ্ক্ষা / আখাঙ্খা ; ব্যাকরণ / ব্যকরণ / ব্যাকরণ ; প্রতিযোগিতা / প্রতিযোগীতা / প্রতীযোগীতা ; বাল্মিকী / বাল্মীকি / বাল্মিকি ; উজ্জল / উজ্বল / উজ্জ্বল ; নমষ্কার / নমঃকার / নমস্কার ; নেয্য / ন্যায্য / ন্যায্য।

উত্তর : বিদ্বান্ ; আকাঙ্ক্ষা ; ব্যাকরণ ; প্রতিযোগিতা ; বাল্মীকি ; উজ্জ্বল ; নমস্কার ; ন্যায্য।

(খ) এককথায় প্রকাশ কর (যেকোনো পাঁচটি) : যা দেখা যায় না ; যার কোনখানেই ভয় নাই ; যা বপন করা হয়েছে ; ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন ; যা সহজে লাভ করা যায় না ; একই উদরে যার জন্ম ; হরিণের চামড়া ; মজুরের প্রাপ্য পারিশ্রমিক।

উত্তর : যা দেখা যায় না = অদৃশ্য। যার কোনোখানেই ভয় নাই = অকুতোভয়। যা বপন করা হয়েছে = উপ্ত। ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন = জিতেন্দ্রিয়। যা সহজে লাভ করা যায় না = দুর্লভ। একই উদরে যার জন্ম = সহোদর। হরিণের চামড়া = **অজিন।** মজুরের প্রাপ্য পারিশ্রমিক = **মজুরি।** [**প্রতিটি বাক্য নতুন লাইনে আরম্ভ কর।**]

(গ) যেকোনো **পাঁচটির** উদাহরণ দাও : অপিনিহিতি, সমধাতুজ কর্ম, বর্ণবিপর্যয়, অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, তদ্ভব শব্দ, প্রযোজক ধাতু, উষ্মবর্ণ, বর্ণাগম।

BANGODARSHAN.COM